প্রতাপসিংহ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

৬২।২।১, বিডন ষ্ট্রীট্ এলম্ প্রেসে এস্, কে, সাহা দ্বারা মুদ্রিত
ও
৪৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে মেসার্স সমাজপতি ও বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩২০ সাল, ৩০শে ফাল্গুন

উৎসর্গ ।



বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন,

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের গুরু,

রসিক, উদার ও ভাবুক

চিরস্মরণীয়

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের

স্মৃতিস্তম্ভোপরি

এই প্রীতিমাল্য

সভক্তিসম্মানে

অর্পিত হইল।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রতাপসিংহের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল।

প্রতাপসিংহের মত সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আমার কোন পুস্তকের হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে নূতন সংস্করণ করিতে আমার কিরূপ বাধো বাধো ঠেকিতেছে।

অথচ কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় পুস্তকখানির সমালোচনা বাহির হয় নাই। বোধ করি ইহার নিন্দা করার যদি প্রয়োজন হইত তাহা হইলে সত্বরেই কোন বিশিষ্ট পত্রিকায় দুই সংখ্যায় দুই দীর্ঘস্তম্ভে তাহা বাহির হইত।

আমার সহিত সমালোচকবর্গের পুরাতন বিরোধ। আমি এতদিন অবারিত ভাবে তাঁহাদের ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছি। বিনিময়ে তাঁহারা যে আমার প্রশংসা করিবেন তাহা প্রত্যাশা করি না। তবে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদিগের একটি কর্ত্তব্য আছে বোধ হয়।

প্রথম সংস্করণের ত্রুটি বর্ত্তমান সংস্করণে আমার যতদূর সাধ্য বর্জ্জন করিলাম। পূর্ব্ব সংস্করণে দুই একটি ভুল ছিল তাহাও সংশোধন করিয়া দিলাম।

গ্রন্থকারস্য।



নাটকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়

পুরুষগণ।

মেবারের রাণা ... ... প্রতাপসিংহ।

প্রতাপের পুত্র ... ... অমরসিংহ।

প্রতাপের ভ্রাতা ... ... শক্তসিংহ।

ভারত সম্রাট্ ... ... আকবর সাহা।

আকবরের পুত্র ... ... সেলিম।

আকবরের সেনাপতি ... ... মানসিংহ।

আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ... ... মহাবৎ।

আকবরের সভাকবি ... ... পৃথ্বীরাজ।

প্রতাপের সর্দ্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীল সর্দ্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদগণ, সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক, ইত্যাদি।

নারীগণ।

প্রতাপের স্ত্রী ... ... লক্ষ্মী।

প্রতাপের কন্যা ... ... ইরা।

পৃথ্বীরাজের স্ত্রী ... ... যোশী

আকবরের কন্যা ... ... মেহেরউন্নিসা।

আকবরের ভাগিনেয়ী ... ... দৌলৎউন্নিসা

মানসিংহের ভগিনী ... ... রেবা।

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি।



প্রতাপ সিংহ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কমলমীরের কাননাভ্যন্তর ; সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল—প্রভাত। কালীমূর্ত্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতাপসিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট।

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ কর্চ্ছি—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণশয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন তৃণশয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে আমাদের জীবিতবংশে ও বংশপর-ম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিত বংশে ও বংশপরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হব না—

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

প্রতাপ। তার আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

সকলে। তার আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

পুরোহিত "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি"—বলিয়া পূতবারি ছিটাইলেন।

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দ্দারগণ! যে আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ করে' এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা!

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ জানো? দেশহিতৈষণা ছেলে-খেলা নহে; এ একটি মহা সাধনা, এ একটা কঠিন ব্রত। বক্তৃতায়

তা সাধিত হয় না, ছন্দে গাহিলে তা উদযাপিত হয় না। কঠোর দুঃখ-ভোগ চাই, প্রাণপণ আগ্রহ চাই, হৃদয়ের শোণিত চাই।—আচ্ছা তবে এখন কমলমীরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হও গে যাও।

সর্দ্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপ সিংহ উত্তেজিত ভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুলপুরোহিত পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে পুরোহিত ডাকিলেন—“প্রতাপ!”

প্রতাপ মুখ ফিরাইলেন।

পুরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে, তা পালন কর্ত্তে পার্ব্বে?

প্রতাপ। নহিলে এ ব্রত ধারণ কর্ত্তাম না! গুরুদেব! মাতৃভূমি নিজের হস্তে উদ্ধার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু তার জন্য মরার সৌভাগ্য সকলের নিজের হস্তে।

পুরোহিত “আশীর্ব্বাদ করি যেন ব্রত সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারো প্রতাপ” বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দিরসম্মুখে পূর্ব্ববৎ পাদ-চারণ করিতে করিতে কহিলেন—“আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়, ন্যায় যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও ধর্ম্মযুদ্ধ কারে বলে; শিখে যাও একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কারে বলে; শিখে' যাও দেশের জন্য কি রকম করে' প্রাণ দিতে হয়। তুমি আজ ভারতের সম্রাট্। সিংহাসনে বসে' অনেক নীচ, কাপুরুষ, স্বধর্ম্মদ্রোহী রাজপুত দেখ্‌লে—যারা রাজসভায় তোমার স্তুতি-গান করে' বড় হতে চায়, যারা সমরক্ষেত্র হতে পালায়, যারা নিজের কন্যা, নিজের স্ত্রী, নিজের ভগিনী রাজপদে সমর্পণ করে' রাজপ্রসাদ

ভিক্ষা করে।—জেনে যাও যে এমন রাজপুত এখনো আছে, যারা প্রাণ দিয়ে মাতৃভূমির পূজা করে, নারীজাতির সম্মান করে, যারা তোমার কৃপাদত্ত পুরস্কারকে পদাঘাত করে। তুমি আমার পিতা উদয় সিংহের চিতোর থেকে পলায়ন দেখেছো।—এখন তার পুত্র প্রতাপ সিংহের সেই চিতোরে পুনঃ প্রবেশের জন্য পণ দেখ।”—পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন “মা কালী! যেন ঐই পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম্ম জয়ী হয়, যেন মহত্ত্ব মহৎই থাকে। এই বর দাও মা, যেন চিতোর—আমার সাধের চিতোর—আমার পরপদদলিত চিতোর ফিরে পাই।—কে?”—প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। কে? শক্তসিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

শক্ত। কতক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম।

শক্ত। এই কতক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ!

শক্ত। অঙ্ক কষ্‌ছিলাম।

প্রতাপ। অঙ্ক কষ্‌ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কষ্‌ছিলাম, ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মার্চ্ছিলাম। জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। কালী মা ঐ জিভ বার করে'ই আছেন —মূক, স্থির, চিত্রিত মৃন্মূর্ত্তি। কোন ক্ষমতা নাই, প্রাণ নাই। মার

পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। সমস্যা ভঞ্জন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে জন্মান্তরবাদ সত্য কি না। আমি মানি না। কিন্তু হতেও পারে সত্য। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চলে' যায়, যেমন ধূমকেতু আকাশে এসে চলে' যায়। তাকে এ আকাশে আর দেখা যায় না বটে। কিন্তু সে হয়ত আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে।—আবার এও হতে পারে যে কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে মানুষের জন্ম হয়। আবার তার বিচ্ছিন্নতায়ই তার মৃত্যু হয়। এই "আমি" বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, আর একটা বড় "আমি" দশটা ক্ষুদ্র "আমি"তে পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে মনে মনে প্রশ্নই তৈর কর্ব্বে, আর তা'র মীমাংসাই কর্ব্বে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে এস কার্য্য করি। সহজ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

শক্ত। কার্য্য! কি কার্য্য?

প্রতাপ। শক্ত! দেখ এই দীনা জন্মভূমিকে; এই পরপদদলিতা, হৃতালঙ্কারা, প্রপীড়িতা মাকে দেখ। এস, আমরা দুই ভাই তাঁর উদ্ধার কল্পে জীবন উৎসর্গ করি। এর চেয়ে কি মহৎ আছে, কি শোভন আছে, কি শ্রেয়ঃ আছে?

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রাণা"।

প্রতাপ। কি মন্ত্রী? সম্বাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তুত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল। অনেক কাজ কর্ব্বার আছে। চল কমলমীরে চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি

প্রতাপ চলিয়া গেলেন ; ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন— "জন্মভূমি? আমি তার কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি বলে'ই তার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে' সমুদ্র বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্ত্তাম। জন্মভূমি? সে ত এত দিন আমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল। চারটি খেতে দিতেও পারে নি। তার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে যাব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাণা, তুমি তার জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, আমি কর্ব্ব কেন? সে আমার কে! কেউ না।"—এই বলিয়া শক্তসিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদনিকটস্থ হ্রদতীর। কাল সায়াহ্ন। প্রতাপ সিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—"কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ নেই, একা সূর্য্য। চার প্রহর কাল আকাশের মরুভূমি বিচরণ করে', এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্বজগৎ প্লাবিত করে' অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল, সেই রকম গরিমায় নেমে যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভা ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে। আর ক্রমে ক্রমে যেন দেবারতির জন্য, সন্ধ্যা, সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে।—জয় সন্ধ্যা! প্রিয় সখি!

মুগ্ধে! কি চিন্তা তোমার ও প্রৌঢ় হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন? কেন এত নীরব? কেন এত কাতর?—বল, বল প্রিয় সখি।"

ইরার মাতা লক্ষ্মী বাই আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন।—"ইরা"! —ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন "কি মা?"

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে? কি কচ্ছিস্?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছি মা। দেখ দেখি মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মুখচ্ছবি!—আমি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখ্‌তে ভাল লাগে। সে পুরাণো হয় না। সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা' তা'তে নাই। কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা, কি যেন মধুর নীরব বিদায়, কি যেন অসীম অগাধ বিষাদ তাতে মাখানো!—বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

ইরা। আমার ঠাণ্ডা লাগে না। আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখ্‌ছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে দেখ্‌ছো না? পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখ্‌ছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয়মাস উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর। কখন বা প্রেমরাজ্যের সন্ন্যাসী, কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখি, তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!"—বলিয়া ইরা এক দৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন—"এখন ঘরে চল্ ইরা। সন্ধ্যা হয়ে এল।"

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাইত! এ নির্জ্জন উপত্যকায় কে ও?

দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

শঙ্করা—একতালা।

সুখের কথা বোলোনা আর, বুঝেছি সুখে কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি'।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধুলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

দুই জনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মী বাই কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে তাঁহার চক্ষু দুইটী বাষ্পভারাবনত।

ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন—"সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ হয় যে সুখের চেয়ে দুঃখের ছবি—মধুর"।

লক্ষ্মী। দুঃখের ছবি মধুর?

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও দেখে! কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটী অশ্রুসিক্ত, আনতচক্ষু, বিষণ্ণবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি কৌতূহল হয় না যে তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি? আগ্রহ হয় না তার দুঃখের কাহিনী শুন্তে? ইচ্ছা হয় না তার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, চুম্বন করে' তার অশ্রুটি মুছে নিতে? যুদ্ধে যে জয়ী হয়, ভাল লাগে তার ইতিহাস শুন্তে, না যার যুদ্ধে পরাজয় হয় তার ইতিহাস শুন্তে? কার সঙ্গে সহানুভূতি হয়? গান—উল্লাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর? উষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর? গিয়ে দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়—সালঙ্কারা, সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা, সঙ্গীতমুখরা, দিল্লী নগরী, না বিগতবৈভবা, ম্লানা, নীরবা মথুরাপুরী?—সুখে যেন মা কি একটা অহঙ্কার আছে। সে বড় স্ফীত, বড় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনয়ী, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে দুঃখ মহৎ, সুখ নীচ। দুঃখ যা জন্মায়, সুখ তা খরচ করে। দুঃখ সৃষ্টিকর্ত্তা, সুখ ভোগী। দুঃখ শিকড়ের মত মাটী থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র পুষ্পে বিকশিত হয়ে' সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শ্যামলা করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে। দুঃখ কৃষকের মত মাটী কর্ষণ করে, সুখ রাজার মত তার জাত শস্য ভোগ করে। সুখ উৎকট, দুঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বুঝি না ইরা। তবে বোধ হয়, যে এ পৃথিবীতে যা'রা মহৎ, তা'রাই দুঃখী, তা'রাই হতভাগ্য, তা'রাই প্রপীড়িত। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময়ে প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ আসিয়া ডাকিল—"মা"।

লক্ষ্মী। ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অমর?"

অমর। মা, বাবা ডাক্‌ছেন।

লক্ষ্মী। এই যাই—ইরাকে কহিলেন—"চল মা।"

লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন।

অমর সিংহ হ্রদতটে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল—"আঃ সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে' বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার নিদ্রা নাই, আহার নাই; কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম, মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র, তবু যুদ্ধ ব্যবসা শিখ্‌ছি সামান্য সৈনিকের মত! তবে রাজপুত্র হ'য়ে লাভ কি? তার উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, দুরপনেয় অভাব,—কেন যে, কিছুই বুঝি না।—ঐ কাকা যাচ্ছেন না?—কাকা—"

শক্তসিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে? অমর?"

অমর। হাঁ কাকা। এ সময়ে আপনি এখানে?

শক্ত। একটু বেড়াচ্ছি! এখানে একটু বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে এমন হ্রদ নাই?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন লাগ্‌ছে?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা, আপনাকে বাবা এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য?

শক্ত। না। তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে আগে নিরাশ্রয় ছিলেন?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈকি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন ভাই?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা!—ভাই ত!

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য পায়। কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম! কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত। 'তা জানি না।" ভাবিলেন—সমস্যা বটে! জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল যে শ্রেষ্ঠ, সেই রাজ্য পাবে। কেন সে নিয়ম হয় নাই কে জানে?—সমস্যা বটে।

অমর। কি ভাব্‌ছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ি চল। রাত্রি হয়েছে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। পৃথ্বী-রাজ ও সম্রাটের সভাসদ, মাড়বার, জয়পুর, গোয়ালীয়র ও চান্দেরী অধিপতি আরাম আসনে উপবিষ্ট।

মাড়বার। পড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা [জয়পুরের দিকে চাহিয়া] অতি সুন্দর কবিতা, অতি সুন্দর কবিতা।

জয়পুর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও কবিতা ফবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটির যেমন সুন্দর নাম, তেমনি সুন্দর ভাব, তেমনি সুন্দর ছন্দ।

চান্দেরী। কবিতাটার নাম কি?

পৃথ্বীরাজ। "প্রথম চুম্বন"।

চান্দেরী। নামটা একটু রসাল ঠেকৃছে বটে।—আচ্ছা পড়।

জয়পুর। প্রথম চুম্বন? সে বিষয়ে কথন কবিতা হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না।

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা। যতক্ষণ তর্ক কচ্ছ, ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি হয়ে যেত।—শোনই না।

জয়পুর। আরে রেখে দাও কবিতা। পৃথ্বী সভায় কোন নূতন খবর আছে?

পৃথ্বী। "আঁ—খবর আর কি—এক ঐ রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ।"

জয়পুর। হুঁঃ প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ! আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ!! তা কথন হয়, না হতে পারে? সম্ভব হ'লে কি আমরা কর্ত্তাম না?

গোয়ালীয়র। হুঁঃ!—তা'লে কি আর আমরা কর্ত্তাম না?

চান্দেরী। হুঁঃ।

মাড়বার। "নব বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে"।—সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী।

জয়পুর। মোটে ত মেবারের রাণা।

গোয়ালীয়র। একটা সামান্য জনপদ, তারি ত রাজা।

চান্দেরী। আর রাজাও ত ভারি! আর প্রধান দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় করে নিয়েছে।

জয়পুর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই।

মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর কি।

পৃথ্বী। হঁা, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি স্নুরু করেছে! সম্প্রতি তিনটে মোগল কটক হঠাৎ আক্রমণ করে' নির্ম্মূল করেছে।

জয়পুর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেরী "চল ওঠা যাক, আবার এক্ষণি ত রাজসভায় হাজিরি দিতে হবে"—বলিয়া উঠিলেন

মাড়বার "চল" বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়র ও জয়পুর নীরবে উঠিলেন।

জয়পুর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুর মত গোঁয়ার্ত্তমি।

যোধপুর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুর মত ক্ষেপামি।

চান্দেরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুর মত বোকামী।

চারি জনে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজদার।—এবার তৈয়ার কর্ত্তে হবে একটা কবিতা—বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় স্নুন্দর বিষয়। কি ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে কবিতা লিখ্‌তে বসলে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈকি! তা আর যাবো না! আজ সম্রাটের দরবারী দিন! আর আমিও লোকটাত বড় কেওকেটা নয়। মহারাজাধিরাজ ধুমধড়াক্কা ভারতসম্রাট পাতসাহ আকবরের সভাকবি। আবুল ফজেল হচ্ছেন নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর দুই।

যোশী। [কৃপাপ্রকাশক স্বরে] হায় তাতেও অহঙ্কার! যেটা অসীম

লজ্জার হেতু, সেইটে নিয়ে অহঙ্কার!”—ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন “সম্রাট আকবরের সভাকবি। হা অদৃষ্ট!”

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণা রসের উদ্রেক হোল! সম্রাট আকবর লোকটা বড় যানা তানা বুঝি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—জানো? সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যাঁর পদতলে!

যোশী। ধিক্! একথা বল্‌তে বাধ্‌লোনা?—নিজের দেশ, জন্মভূমি মোগলের পদদলিত, একথা বল্‌তে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুঞ্চিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয় প্রভু। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপসিংহ আছে। এখনো একজন আছে যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাটদত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হাঁ, কবিত্বহিসাবে এটা একটা অতি সুন্দর ভাব বটে। এর বেশ এইরকম একটা উপমা দেওয়া যায়—যে বিরাট সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে; কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে, এক অটল, নিশ্চল, দৃঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি সমুদ্রও দেখিনি, জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, পর্ণপত্রে আহার পর্ণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত।—কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিত্বহিসাবে দেখ্‌তে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম তার সঙ্গে খুব মেলে।—দেখ, পর্ব্বতশিখর যেমন উচ্চ, এও তেমনি উচ্চ; পর্ব্বতশিখর যেমন রুক্ষ, এও তেমনি রুক্ষ; পর্ব্বতশিখর যেমন দরিদ্র, এও তেমনি দরিদ্র। কবিত্বহিসাবে দেখতে গেলে, দারিদ্র্য একটা বেশ উঁচু রকম ভাব। কিন্তু সাংসারিক হিসাবে বড় সুবিধার নয়।

যোশী। সুবিধার নয় কি রকম ?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হতে স্বচ্ছলতা অনেকটা আরামের না ? দারিদ্র্যে বিলাস ত নেইই ; তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিষেরও অনাটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে ; খাবার সময় খেতে না পেলে, ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ করে ; যদি একটা জিনিষ কিন্‌তে ইচ্ছা হোল, যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই ; মেলা ছেলেপিলে হলে' তারা দিবারাত্রি ট্যাঁ ট্যাঁ কচ্চেই।—এটা অসুবিধার বল্‌তে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না, ভালবাসে ; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে ; দারিদ্র্যে নিভে যায় না জ্বলে' উঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী ! কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ সাদা চোখে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে ?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামির হিসেবে। যার ঘর বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা—বুঝতে পারি। কিন্তু ঘর বাড়ী থাকা সত্ত্বেও যে এরকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম—কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামীই সংসারে ধন্য হয় প্রভু ! মহৎ হতে হলে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হলেত ত্যাগ চাই। কিন্তু মহৎ নাই বা হলাম।

যোশী। প্রভো ! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়,

তা আমি জানি। কিন্তু যখন কাহারো মাতৃভূমি লাঞ্ছিত, প্রপীড়িত, তখন তাকে রক্ষা কর্ত্তে চেষ্টা করার নাম 'মহত্ত্ব' নয়, তা প্রত্যেক সন্তানের 'কর্ত্তব্য'—যৎসামান্য কর্ত্তব্য মাত্র। মায়ের অপমান দাঁড়িয়ে দেখা মহত্ত্বের অভাব বোঝায় না; মনুষ্যত্বের অভাব বোঝায়।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—স্ত্রীজাতি প্রথমতঃ অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চারটি চারটি করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত উদ্ভিদেও করে। যদি কারো জন্য কিছু উৎসর্গ কর্ত্তে না পারো, যদি মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে উদ্ভিদ আর মানুষে তফাৎ কি?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতা বেশী হয়েছে। আমার মাথায় আর ধচ্ছে না। ছাপিয়ে পড়েছে। আগে যা বলেছো তা হজম করি, পরে আবার বোলো। যাও—

যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। মাটী করেছে!—হার স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে! পার্ব্বো কেন? বোধ হচ্চে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, তার উপর যোশী উচ্চ শিক্ষিতা নারী। পার্ব্বো কেন? সেই জন্যইত আমি স্ত্রীলোকদের বেশী লেখা পড়া শেখার বিরোধী।—এঃ, একেবারে মাটি!

এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিত ভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন। কাল—প্রভাত। সশস্ত্র প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দূরবিসর্পী অরণ্যের প্রতি চাহিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন—"আকবর! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন কর্চ্ছি আমি। এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি। গ্রামবাসীদের পর্ব্বতদুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দ্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটী বাতি জ্বাল্‌তেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধূ ধূ কচ্ছে। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ কচ্ছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাকৃত, সেখানে আজ বন্যপশুদের বাসস্থান হয়েছে।—জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকৃতে পারি, ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেব মা!—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের ঘরে দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা! কিন্তু দাসীর সাজসজ্জা শোভা পায় না।"—বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল।

এই সময়ে এক জন মেষরক্ষক সমভিব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"রাণা!"

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন "কি সৈনিক!"

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোরদুর্গপার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেষরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"মেষরক্ষক! ইহা সত্য কথা?"

মেষরক্ষক। হাঁ সত্য কথা।

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, যে মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কর্ষণ কর্ব্বে কিম্বা গো মেষাদি চরাবে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড ?

মেষরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেষ চরাচ্ছিলে কি জন্য ?

মেষরক্ষক। মোগল দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিলাম।

মেষরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা কর্ব্বেন।

প্রতাপ। সে সম্বাদ আমিই 'পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে' রাখ। সপ্তাহ কাল পরে এর প্রাণ বধ হবে। মোগল দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সম্বাদ দিচ্ছি। দেখ্‌বে, এর প্রাণ-বধের পরে যেন এর মুণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখণ্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে, যে আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে লোকে বোঝে, যে মোগল চিতোর দুর্গ জয় কর্লেও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

সৈনিক মেষরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতাপ। নিরীহ মেষপালক! তুমি বেচারী বিগ্রহের মধ্যে পড়ে' মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংশ হয়ে গেল, দুর্য্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছি—জন্মভূমি, মা, তোমার জন্য। তাই মা তোমাকে ভূষণহীনা করেছি, প্রিয়তমা মহিষীকে চীরধারিণী কুটীর-বাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের দারিদ্র্যব্রত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সন্ন্যাসী হয়েছি।—

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্তসিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীর পদক্ষেপে সেস্থানে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখ্লে?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল সৈন্যের আগমন সম্বাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়। এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জ্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্ত্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখ্বো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্ত্তে ভালো পারে—তুমি কিম্বা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্ত্তে চাও?

শক্ত। হাঁ [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে!

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটী মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন।

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। দেখ এই আমার বল্লম।

শক্ত। এই আমার বল্লম।

প্রতাপ। আমার বল্লমে ও মরেছে।

শক্ত। আমার বল্লমে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্ত্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত।

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও শরই লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না।—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন প্রতাপ! আজই প্রমাণ হয়ে যাক না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সেকি শক্ত সিংহ!

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোকসানই বা কি? হৃদ্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈত নয়। দেহে বর্ম্ম আছে! মর্ব্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ব্বার ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল নিক্ষেপ কর।—[চীৎকার করিয়া] নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন, ভল্ল বর্ম্মে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

প্রতাপ। কি প্রমাণ হল শক্ত?

শক্ত। কিছু প্রমাণ হয় নাই। আবার—আবার এস।

প্রতাপ। না শক্ত! মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে, আর কাজ নাই। জানিকি ক্রীড়া শেষে দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। তখন ভ্রাতৃঘাতী হ'তে হবে।

শক্ত। না, প্রমাণ চাই। নেও, আবার ভল্ল নেও।

প্রতাপ। না আর কাজ নাই।

শক্ত। না প্রমাণ চাই।

শক্ত এই বলিয়া নূতন ভল্ল লইয়া প্রতাপের দিকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া কহিলেন—"একি? ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব? ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক। নহিলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না।—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বেরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নেও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। একি গুরুদেব! কি কল্লে তুমি?

পুরোহিত কহিলেন "কিছু না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্ব্বার জন্য এ কাজ করেছি। ভায়ে ভায়ে বিবাদ করো না, শক্ত; তাতেই দেশের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আর সে সর্ব্বনাশ বাড়িও না।" তাহার মৃত্যু হইল।

প্রতাপ। কি কল্লে শক্ত?

শক্ত উদ্ভ্রান্ত ভাবে কহিলেন "সত্যইত! কি কল্লাম!"

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হলো। শুনেছিলাম যে তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে তুমিই একদিন মেবারের সর্ব্বনাশের কারণ হবে।—এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোল!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে' মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ব্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখ্‌তে পারি না। তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও।—আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি। পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। যাও।

উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—অম্বরের প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফটিকনির্ম্মিত বারান্দা। কাল—অপরাহ্ণ। মানসিংহের ভগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন।

গীত।

হাম্বির—মধ্যমান।

ওগো, জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘনিশীথে, ভোরে, আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক।

রেবা। কেন?

পরি। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর এদিকে আমি তোমার জন্যে আঁতিপাতি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরি। দরকার কি?—ওমা কি হবে? বলে 'দরকার কি'?—কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়া পড়সির ঘুম নেই।' "দরকার কি"? তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে

দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কি গো! আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দুবার করে হয় বাছা? তা'হলে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়েসে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—যখন আমার বিয়ে হয় বাছা, তখন তোরা জন্মাসনি। তখন আমিই বা কতটুকু! এগার বছোরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখেনে এসে বিড়ির বিড়ির করে' বকতে হবে না।—যা! বুড়ি।

পরি। কথায় বলে "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।" আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে' চুমো খাবে; না বল্লে কিনা 'যা বুড়ি।' না হয় আজ আমি বুড়িই হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বুড়ি বলে' গাল দিতে হয়। হাঁগা বাছা!—না হয় আজ বুড়িই হইছি। চিরকাল ত বুড়ি ছিলাম না। এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চোখ দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবু টেবু, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। বলত 'প্রাণ-প্রিয়সি,' বলত 'দেখন হাসি,' বলত 'প্রেমের মৌচাক,' বলত 'রসের খোলাভাটি।' কত নাম দিয়েছিল তা, এখন মনেও নেই ছাই। এক-দিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুন্তে চাচ্ছে?—যা বিরক্ত করিসনে বলছি। ভাল হবে না।

পরি। ওমা সে কিগো! যাবো কি গো! তোমাকে ডাকতে এসেছি। তোমার মা ডাকছিল, তা শেষে বল্লে কি না "না ডেকে কাজ নহে।" বিয়ের সম্বন্ধ শুনেই একেবারে তেলে বেগুন। বর—বিকানীরের রাজা রায়সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ! ওমা সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক মাটি

বছরের বুড়ো, তিনকাল গিয়েছে, এককালে ঠেকেছে। দেখতে মর্কটের মত; না আছে রূপ, না আছে যৌবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত! তবে এখন যা।

পরি। দরকার নেই কিগো! ওমা বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখিনি। কুরুক্ষেত্তর! এই মারেত এই মারে।

রেবা। এঁ্যা!

পরি। সত্যি সত্যিই কিছু মারেনি।—তবে—

রেবা। তবে বল্‌ছিলি যে?

পরি। আঃ তোমার ঐ বড় দোষ। নিজেই বক্‌বে; আর কাউকে কথা কইতে দেবা না ত; তা আমি বলবো কি।—তোমার মা বল্লে 'যে না, এমন বুড়োর হাতে আমার সোণার মেয়েকে সঁপে' দিতে পার্ব্ব না।' তা তোমার বাপ তাতে বল্লে যে "ঠিক কথাই ত, এমন বুড়োর হাতে কিছু আর মেয়েকে সঁপে দিতে পার্ব্ব না।" তাই তিনি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মানসিংহকে পত্র লিখ্‌তে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগিন নি ত?

পরি। রাগিনি বটে; কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগ্‌তে কতক্ষণ! আমার মিন্সে! সে এক দিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোক রাঙানি! আমি বল্লাম 'ওগো তুমি রেগো না তোমার পেটের অসুক কর্ব্বে, ওগো তুমি রেগোনা তোমার পেটের অসুক কর্ব্বে।' তার পর মোর ভাই রাম সিং পাঁড়ে আসে, তাকে হাত ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষে।—নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্তর বাধ্‌ত নিচ্চয়। তার পরের দিন মিন্সে এসে আমায় কি সাধাসাধি! যত তার আদরের কথা সে জান্ত, তা বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর এক দিন—

রেবা। জ্বালাতন কল্লে। যা বলছি।—যাবিনে?

পরিচারিকা। "ওমা যাবে কি গো! তোমাকে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট লোক বলে' এমনি করে' মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রেবা। মাল্লাম কখন?

পরি। না বাছা, তুমি মারোনি ত, আমি মেরেছি। বল মহারাজাকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে করে' মানুষ কল্লাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বুড়ি হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সেও নেই, যৈবনও নেই; তা তোমাদের ধর্ম্মে নেয়, তাড়াও। কোলে করে' মানুষ করেছি।—তখন তুমি এমনি ছোট্টটি ছিলে। তখন আর কিছু এত বড় হও নি।—এক দিন তোমাকে লুকিয়ে রাসনীলে দেখ্‌তে নিয়ে গিইছিলাম। শুনে মহারাজ আমার গর্দ্দান নিতে বাকি রেখেছিল আর কি। বলে 'ওকে কি ওই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা।

পরি। ওই শুনলে?

রেবা "যাই মা" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া বসিয়া রহিল; পরে উঠিয়া কহিল—"যাই, আমিও যাই। আর কার কাছে বক্‌বো। একটু বেশী কথা কই। হাঁ তা বটে। সে কথা সবাই বলে। তা বুড়ো মানুষ। না হয় একটু কথাই কই। এখনত আর রূপও নেই, যৈবনও নেই। তা আর কি কর্ব্ব! আহা! সেদিনের কথা মনে করে' প্রাণ ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে। মিন্সে আমায় বড় ভালবাস্‌তো গো, বড় ভলবাস্‌তো।—তা কেউ নেই, কারে বলি।—যাই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—প্রভাত। আকবর ও শক্তসিংহ উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন ভাবে দণ্ডায়মান।

আকবর। আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই ?

ক্ত। আমি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আসার আপনার উদ্দেশ্য কি ?

শক্ত। রাণার বিপক্ষে আমি মোগল সৈন্য নিয়ে যেতে চাই। রাণাকে মোগলের পদানত কর্ত্তে চাই। রাণার সৈন্যদের রক্তে মেবার ভূমি রক্তাক্ত কর্ত্তে চাই!

আকবর। তা'তে মোগলের লাভ ? মেবার হ'তে ত এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল ধনভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাণাকে জয় কর্ত্তে পাল্লে প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে আস্‌বে। আজ রাণার আজ্ঞায় সমস্ত মেবার অকর্ষিত, নহিলে মেবার ভূমি স্বর্ণ-প্রসূ! সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক স্থানে মেষ চরাচ্ছিল; রাণা তাঁর ফাঁসি দিয়াছেন।

আকবর। [চিন্তিতভাবে] হুঁ!—আচ্ছা, আপনি আমাদের কি সাহায্য কর্ব্বেন ?

শক্ত। আমি রাজপুত, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজপুত্র, সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে মোগলসেনানী চালনা কর্ব্ব। আমি ক্ষত্রিয়, মর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধে মর্ত্তে প্রস্তুত।

আকবর। তাতে আপনার লাভ।

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র ?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসেনানী সাহায্য দিলে প্রতাপ সিংহকে জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন ?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পার্ব্বো। আমি প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধ কৌশল জানি, অভিসন্ধি জানি, সৈন্য চালনাপ্রণালী জানি। প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা! প্রতাপ ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজপুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ। এক দিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমর সিংহ বলেছিল যে "জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।" সে কথায় সে দিন ধাঁ ধাঁ লাগিইছিল। আজ সেটা সত্য বলে' জেনেছি।

আকবর।—"হুঁ।"—এই বলিয়া আকবর ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন—"দৌবারিক!"

নেপথ্যে। জনাব।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

আকবর। মহারাজা মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম" বলিয়া চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্ত সিংহের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুন্তে পাই যে আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।"

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে ?

আকবর। নয়? তবে আমি অন্যরূপ শুনেছি।—প্রতাপ সিংহ কখনো কি আপনার উপকার করেন নি ?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয়সিংহ যখন আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন—

আকবর সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? আপনার পিতা আপনাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন?"

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট্, আমার জীবনের ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বৎসর বয়স, তখন এক খানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, আমার হাতে বসিইছিলাম। আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি এক দিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো। আমার পিতা যখন দেখ্‌লেন, যে আমি এক খানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতে বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কল্লেন যে আমার কুষ্ঠী ফল্‌বে, আমার দ্বারা সব দুঃসাধ্য সাধন হ'তে পারে। তখন তিনি আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দিলেন।

আকবর। আশ্চর্য্য!

শক্ত। সম্রাট্ কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন? সম্রাট্ কি ভীরু উদয় সিংহকে জান্তেন না? তিনি যদি চিতোরদুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হলে চিতোরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত যেত না।

আকবর। যুবক! চিতোর রাজপুতের হাত হতে যে মোগলের হাতে এসেছে সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি?

শক্ত। কেন সম্রাট্?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্ব্বেন যে বর্ব্বর রাজপুত রাজ্য শাসন কর্ত্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ব্বর রাজপুত কি বর্ব্বর মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বল্‌তে শুনি নাই যে সে বর্ব্বর।

আকবর। যদি তা না হবে, তবে ঈশ্বরের নিয়মে হিন্দুর উপরে মোগল রাজা কেন?

শক্ত। রাজাধিরাজ! সুসভ্য রোমীয় জাতি বর্ব্বর গথ দ্বারা পরাজিত হয়েছিল কেন?

আকবর। রোমীয়গণ ধর্ম্ম হারিইছিল বলে' পরাজিত হইছিল।

শক্ত। 'আর গথ কি জয়ী হোল ধর্ম্মপ্রাণ জাতি বলে'?—না সম্রাট্! পৃথিবীতে চিরকাল ধর্ম্মই জয়ী হয় না। যদি অধর্ম্ম চিরকালই পরাজিত হত, তা'লে পৃথিবী হতে এতদিনে অধর্ম্মের উচ্ছেদ হত। সে তা'লে আজ পৃথিবীর অন্ততঃ তিন ভাগ অধিকার ক'রে ব'সে থাকৃতো না। তার উপরে দেখি, যেমন আজ আর্য্যাবর্ত্তে দেখ্‌ছি যে মধ্যে অধর্ম্মের বন্যা আপন ন্যায্য সীমা অতিক্রম করে' সভ্যতার রাজ্যে এসে পড়ে; আর তাকে ভগ্ন, মগ্ন, উন্মূলিত করে' রেখে যায়।—তবু শাস্ত্রে বিশ্বাস কর্ত্তে বলে, যে এক সর্ব্বশক্তি দয়াময়, ন্যায়বান্ ঈশ্বর এ সংসারের হাল ধরে' বসে' আছেন।

আকবর যুবকের স্পর্দ্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিষয়পরিবর্ত্তন মানসে কহিলেন—"আচ্ছা, শুনি তার পর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা আপনার বধের হুকুম দিলেন।—তার পর?"

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ কর্ব্বার জন্য বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখ্‌তেন। তিনি দৌড়ে রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণ ভিক্ষা চান, আর আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হন। আমি সালুম্ব্রাপতির পোষ্য পুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। তখন প্রতাপসিংহ মেবারের রাণা। তিনি সালুম্ব্রাপতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে' তাঁর রাজধানীতে আমাকে নিয়ে এসে, আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবেন এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন যে!

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হতে বঞ্চিত হইছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে ফিরে এনে, কতক ন্যায়কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা?—তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে, তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট্, কে শ্রেষ্ঠ তাই এক দিন পরীক্ষা কর্ত্তে গিয়াছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্ম-হত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ করে' প্রতাপ আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন, আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন তিনি আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ব্বার কে? আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই!

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?"

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধুভাবে ধরিয়ে দেননা কেন। যুদ্ধে প্রয়োজন কি?

শক্ত। সম্রাট্ তা আমার দ্বারা হবে না! তবে বন্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন। কেন? কি আপত্তি? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধ হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

শক্ত। সম্রাট্, আপনারা সভ্য মুসলমান জাতি; আপনাদের এ সব ফেরপেঁচ শোভা পায়। আমরা বর্ব্বর রাজপুত; বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়্গাঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতি-হিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী সমাজদ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত। তার অনুচিত আচরণ কর্ব্ব না।

আকবর। মানসিংহ কিন্তু, কৈ, সে বিষয়ে দ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অর্দ্ধেক জয়ই কৌশলে! সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময় কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্ব্বেন না? নহিলে তিনি মোগল সেনাপতি না হয়ে ত আমিই মোগল সেনাপতি হতাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত।

শক্ত। হাঁ তার মা বাবা, শুনেছি উভয়েই রাজপুত ছিলেন।

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুঝেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে?"

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব! টোকো আঁব গাছের এক একটা আঁব কি রকমে উতরে' যায়, মানসিংহ রাজপুত হয়েও, কি রকম উতরে গিয়েছেন। তার উপরে—" বলিয়া শক্তসিংহ সহসা আত্মসম্বরণ করিলেন।

আকবর। তার উপরে কি?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালক পুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছেন। একটু মহাশয়দের ধাঁজ পাবেন না?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কহিলেন—"আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে! যথাযথ আজ্ঞা আমি কাল দেবো।"

শক্ত। যে আজ্ঞা—

এই বলিয়া শক্তসিংহ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইলেন, আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কহিলেন—প্রতাপসিংহ,

যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মুষ্টিগত করেছি! এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্য্যাবর্ত্ত আজ জয় কর্ত্তে পার্ত্তাম। যদি মহারাজা মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হলে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান ব্যেপে থাকৃতো।—এই যে মহারাজা আসছেন।"

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে বিনীত অভিবাদন করিলেন।

আকবর। বন্দিকি মহারাজ।

মানসিংহ। বন্দিকি জনাব! সম্রাট আমাকে ডেকেছেন?

আকবর। হাঁ মহারাজ! প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহকে দেখেছেন?

মানসিংহ। হাঁ পথে যেতে দেখ্‌লাম। যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিদ্বান, নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়, সে এ বিশ্ব জগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছু দেখ্‌তে পায়নি। তবে ধাতু খাঁটী; গড়ে' নিতে পারা যাবে।

মান। তিনি চান প্রতিহিংসা?

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যার যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত তা না মিটিয়ে দিতে চায়, যার যতটুকু দেনা শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত আদায়কর্ত্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশগরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ?

আকবর। মহারাজ কি শুনেছেন যে প্রতাপসিংহ একজন মোগল মেষরক্ষকের ফাঁশি দিয়েছে?

মান। না শুনি নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ করে' তিনটি মোগল কটক নির্ম্মূল করেছে।

মান। সে কথা শুনেছি।

আকবর। আর কতদিন এ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায়? তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত?

মান। আমি ভাব্‌ছিলাম কি, যে আমি শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় পথে প্রতাপসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আস্‌বো। যদি কার্য্যে ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্ত্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয় যুদ্ধ হবে।

আকবর। উত্তম! মহারাজ বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়াছেন। তবে তাই হোক্। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে?

মান। পরশ্ব প্রত্যূষে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আজ্ঞা।

আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। "আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে' পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্ত্তে পারি। এই কলঙ্কিত জয়পুর বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই বিপুল রাজপুতকলঙ্কে,—প্রতাপ,—উড়ছে কেবল তোমারই এক শুভ্র পতাকা।—ধন্য প্রতাপ"—বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রায় মোগল প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—অপরাহ্ণ। আকবরকন্যা মেহেরউন্নিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতেছিলেন।

খাম্বাজ—খং।

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি',
পরাতে আপন গলে, নিজমনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজমনে গাই গান;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে' সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভাল বাসি,
—সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিন রাতি।

সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিলেন—"মেহের ঐ—দেখ্ দেখ্ এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে—দেখ্না বেকুফ!"

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তার আর দেখ্‌বো কি?—[গীত] "নিজ মনে কাঁদি হাসি—"

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছু আর দেখ্‌তে হবেনা? আশ্চর্য্য জিনিষ পৃথিবীতে কটা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিষ? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিষ খুঁজতে হয়?

দৌলৎ। শুনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিষ। শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিল। পরে একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া কহিল—

"তবে শোন্। এই দেখ্, প্রথমতঃ, এই পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিষ; কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে মচ্ছে, কেউ জানেনা কেন?—তার পর মানুষ একটা ভারি আশ্চর্য্য জানোয়ার; মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপরে সংসারতরঙ্গে দিন কতক ওলট-পালট্ খায়, তারপরে হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের কর্ত্তে পারে না। অর্থ কি? কেউ জানেনা।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করেনা; এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' বেড়ায়।—এ আর এক আশ্চর্য্য।—পুরুষমানুষগুলো—বুদ্ধি শুদ্ধি এক রকম আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে' থয়েবন্ধনে পড়ে—না পায় খৈ খেতে, না পায় হাত খুল্তে—এটা একটা ভারি আশ্চর্য্য রকম বোকামি।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য্য বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দস্তুরমত বুদ্ধির কাজ। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া দাওয়ার বিষয় ভাব্তে হয় না। তবে আমি সম্রাট্ আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর এক জনের পায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিই,—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি খাচ্ছি দাচ্ছি, আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দস্তুরমত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্ব্বিনে ঠিক করে' বসে' আছিস্।

মেহের। বিয়ে কর্ব্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু বসে' নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। "কি রকম? এই বয়স্থা কুমারী,—বিশেষ হাতে কাজ কর্ম্ম না থাক্লে যে রকম হয়, সেই রকম। শুচ্ছি, বসছি, উঠ্ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুলছি, তুড়ি দিচ্ছি। শুন্তে বেশ কুমারী। কিন্তু

এদিকে শুয়ে শুয়ে ওমরখাইয়াম পড়্‌ছি, চিত্তচকোরের চেহারাটা কড়ি কাঠের মধ্যে এঁকে নিচ্ছি। সুবিধা হ'লে ছাদের ফোঁকর দিয়ে উঁকি মেরে দুনিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষমানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হতে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কচ্ছি"—বলিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছু ঠিক করে' উঠেছিস্, না কেবল বিচারই কচ্ছিস্। মনের মতন কি কাউকে পেলি?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বল্‌তে যাবো?"

দৌলৎ। বল্‌বিনে কেন? আমি তোর বোন, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদ্দমদ্দ মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। হাড়ে ঠেকিনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের, মজ্জার জিনিষ, শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তারি জিনিষ। একথা তোকে খুলে বল্‌তে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাইত ধরাপাকড়া করিস্, আমার মনচোরের চেহারাটা ঈসারায় একটু বল্‌তে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা তাই শুনি, দেখি যদি তোর মনচোরকে চিন্তে পারি।

মেহের। তবে শোন্ আমার মনচোরের চেহারাটা কি রকম। নাক—আছে। কাণ—হাঁ বিশেষ লক্ষ করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাস্‌লে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। কাঁদ্‌লে, অবিশ্যি যদি সত্যি সত্যি কাঁদে, তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েওনা, আর গান গাচ্ছে বলে'ও ভ্রম হয় না।—আমার মনচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গড়ে' নিতে পার্ব্বি?

দৌলৎ। একবারে হুবহু। সত্যি কথা বল্‌তে কি মেহের, তোর মনচোরকে যেন চক্ষের সাম্‌নে দেখ্‌ছি।

মেহের। তা দেখ্। কিন্তু দেখিস ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্ না। বাস্‌লে যে বিশেষ যায় আসে তা নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাসলেই ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিল।

সেলিম। তোরা এখানে? তোরা এখানে কি কচ্ছিস্ মেহের।

মেহের। এই দৌলৎ বল্লে পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্য জিনিষ আছে তার একটা ফিরিস্ত দাও। তাই এতক্ষণ তার একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিষের কি ফিরিস্ত দিচ্ছিলি শুনি।

মেহের। আবার বল্‌তে হবে? বল্‌না দৌলৎ, মুখস্ত বল্‌না। এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখ্‌লি ত; বল্‌না। আমি কি বল্‌ছিলাম তা আমার মনেও নেই, ছাই। দেখ সেলিম, আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে; কিন্তু স্মরণ শক্তি নেই। দৌলৎ উন্নিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণ শক্তি আছে; আমি যেন একটা খরচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব, আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্ত্তে পারে না বটে; কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছিলাম বটে যে, কৃপণ খে[illegible]জীবন টাকাই রোজগার কর্‌ছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়োবার জন্যে;—ঐ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বলত সেলিম!

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বলত সেলিম!

সেলিম। দেখ্, তোরা আমার দুই বোন্, আর আমি তোদের ভাই। কিন্তু রোজ রোজ আমার সাম্‌নে এমনি ঝগড়া করিস্, যেন আমি তোদের স্বামী, আর তোরা দুই সতীন।

মেহের। তুধের সাধ ঘোলে মেটাই।

দৌলৎ। কি বলিস যে মেহের, তার ঠিকানা নেই।

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌ছিস, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপসিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই। এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে!

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমার সেঃ রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে রকম সম্রাট সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে, সেইটে আরও আশ্চর্য্য! ১০০ রাজপুত ৫০০ মোগল সৈন্যের সঙ্গে লড়্‌ছে। কখন হার্‌ছে, কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুরমত যুদ্ধ করে' তাদের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হবে। মানসিংহ শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময়, পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আস্‌বেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনত ভালো; নৈলে যুদ্ধ হবে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবোনা? আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে' থাক্‌বো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'লে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না। তোমরা আমাদের কাছে এসে "এমনি যুদ্ধ কল্লাম, অমনি যুদ্ধ কল্লাম" বলে' বড়াই কর। আমরা গিয়ে দেখ্‌বো তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করিনা ত বিনা যুদ্ধে কি জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমারত তাই বোধ হয়।—এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে; তার পর একটা টাকার এক পক্ষ নেয় এ পিট, এক পক্ষ নেয় ও পিট; তার পরে একজন সেটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দেয়—সেটা মাটিতে পড়লে যে দিকটা উপরে থাকে সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্য?

মেহের। একটা হাঁক ডাক কর্ত্তে, একটা লোক দেখানো। তুমি ত এই তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ কর্ব্বে! তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না।—কি বলিস্ দৌলৎ।

দৌলৎ। তা বৈকি।

মেহের। সেলিম ডুংের ছেলে, ও যুদ্ধ কর্ব্বে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখ্‌বে?

মেহের। হাঁ দেখ্‌ব। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখ্‌বো বৈকি!

সেলিম "আচ্ছা, আলবৎ দেখ্‌বে। আমি বাদশাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। দেখ, যুদ্ধ করি কিনা"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ দৌলৎ! সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এমনি দ্যামাক, যে তাতে ঘা পড়্‌লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা সসব্যস্তে প্রবেশ করিয়া কহিল—"সম্রাট আস্ছেন।"

মেহের। পিতা? এ সময়ে, হঠাৎ?

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আর্জ্জি কর্ত্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না আমি যাই।

মেহের। তুই ভারি ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেল্‌বেন না ত!

দৌলৎ "না আমি যাই" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া পরিচারিকা সহ প্রস্থান করিলেন।

মেহের। দৌলৎ সম্রাটকে ভারি ভয় করে। আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট। বাড়িতে তাঁকে কে মানে।

সম্রাট আকবর প্রবেশ করিলেন—

আকবর। মেহের এখানে একেলা বসে'?

মেহের সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "হাঁ আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আস্ছেন শুনে দৌড়্।

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি! সম্রাটকে শত্রুরা ভয় করে করুক। আমরা ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে ভয় কর না?"

মেহের। কিছু না। আমিত দেখি যে, আপনিত ঠিক মানুষের মতই দেখ্‌তে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন?

মেহের। "কেন"? মান্য কর্ব্ব না! বাবা! একে বাপ্ তাতে বয়সে বড়।

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি আমায় ভয় কর্ব্বি, তা'লে আমায় ভালবাস্‌বে কে?—সেলিম এখানে এসেছিল না?

মেহের। হাঁ বাবা, ভাল কথা, রাণা প্রতাপসিংহের সঙ্গে নাকি দ্ধ হবে?

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে যাচ্ছে। তিনি ফিরে এলে তবে এটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কর্ত্তে হবে। মানসিংহ চিরকাল থাক্‌বে না।

মেহের। পিতা! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আকবর। কি আর্জ্জি?

মেহের। মঞ্জুর কর্ব্বেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি? জানোনা কি মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

মেহের। বেশ! তবে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সেকি? স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে কি?

মেহের। কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয়, যে চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাক্‌বে। তাদের সখ নেই?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম? এ কখন হতে পারে?

মেহের। খুব হতে পারে। শুধু হতে পারে না, তাই হবে। বাপ আবদার কর্ত্তে পারে, আর মেয়ে আবদার কর্ত্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আবদার কল্লাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় করে এসে যে বল্লেন যে, মেহের হিন্দু শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বল্ দেখি যাতে কোন ধার্ম্মিক বীর ছলে শত্রুবধ করেছে। তা আমি বালিবধের কথা বল্লাম; দ্রোণ বধ করার কথা বল্লাম। তখন আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা আমি এ যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তাকি হয়?

মেহের। হয় কি না হয় দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন যা। পরে বিবেচনা করে' দেখা যাবে। যুদ্ধইত আগে হোক্।

উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—উদয় সাগরের হ্রদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন। একদিকে রাজপুত সর্দ্দারগণ—মানা, গোবিন্দসিংহ, রামসিংহ ও রোহিদাস, ও প্রতাপসিংহের মন্ত্রী ভীম সাহা সমবেত; অপর দিকে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান।

মান সিংহ। আমার অভ্যর্থনায় এ বিপুল আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপ সিংহের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মানসিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা থেকে কর্ব্ব। তবে আমরা জানি যে অম্বরের অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন্ এবং সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

মানসিংহ। ভীম সা! প্রতাপ সিংহের আতিথ্যগ্রহণ করা আজ প্রত্যেক রাজপুতের পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্য্যে তিনি প্রতাপের চিরশত্রু মোগলের পদলেহী।

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ কি আচরণ প্রত্যাশা কর্ত্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আজ আমাদের অতিথি। মানার কথা ধর্‌বেন না মহারাজ।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌বেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি; সে কার্য্য আমার স্বকৃত নহে। আর আকবরের পক্ষে যুদ্ধ করি, একথা স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মান। আকবর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানা। কোন্ স্বত্বে?

মান। শক্তির সত্বে। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি মানসিংহ। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ একবৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বত্ব পিতা হতে পুত্রে বর্ত্তে, সে স্বত্ব বংশপরম্পরায় চলে' আসে।

মান। কিন্তু তা' নিষ্ফল। প্রভূতবল, অপরিমিত শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' রক্তপাত করে' ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের

বিবেচনামতে কাজ করে' যাই। তার জন্যই আমরা দায়ী। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মান। ফলাফল বিবেচনা না করে' কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে! এই রকম মূঢ় হয়েই স্বাধ্বী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জ্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই রকম মূঢ় হয়েই ধার্ম্মিক হিন্দু মুণ্ড দেয় কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না।—জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা আছে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গে এমন একটা মহৎ সম্মান আছে যা মানসিংহের সম্রাট্‌পদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যা' হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা! ধিক্!

এই সময়ে অমরসিংহ প্রবেশ করিয়া মানসিংহকে কহিলেন "মহারাজ মানসিংহ! পিতা বল্লেন আপনি স্নাত হয়েছেন তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।"

মান। প্রতাপসিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ। আজ কিছু আহার কর্ব্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন।

মান। হাঁ! বুঝেছি অমরসিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বল্‌বে যে এতদিন তাঁর সম্মানরক্ষার্থে আমাদের মান খুইইছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি; তাঁকে বোলো যে আজ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহঙ্কার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। মহারাজ মানসিংহ! উত্তম! তাই হোক্। প্রতাপসিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজা মানসিংহ আজ রাণার অতিথি; নহিলে, এখানেই স্থির হয়ে যেত যে কে বড়—সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমরক্ষেত্রে রাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।

মান। উত্তম! তবে তাই হোক। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফু আকবরকে পারত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চুপ কর রোহিদাস।

মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হবে। আজ স্বহস্তে আমি অনল জ্বালিইছি। বীর রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্ব। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা, যে যুদ্ধে যাই হয়—জয় হয় কি পরাজয় হয়—মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা, যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপ সিংহের জয়!

[যবনিকা পতন]



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পৃথ্বীর অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি। পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ শয়ান পৃথ্বীরাজ; সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী যোশীবাই দণ্ডায়মানা।

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে—প্রতাপের সঙ্গে আর আকবরের সঙ্গে; একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট্।

পৃথ্বী। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মহৎ ভাব!—আমি ভাব্‌ছি যে এটার উপর একটা কবিতা লিখ্‌বো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায় সম্রাটকেই বড় কর্ব্বে?

পৃথ্বী। সম্রাট্‌কে বড় কর্ব্ব না? তিনি হলেন সম্রাট্, তাঁর উপরে আমি, তাঁর মাহিনা খাই! এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে' কি আমি নেমকহারামি কর্ব্ব?

যোশী। কলিকালই বটে! নহিলে প্রতাপের ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে?

নহিলে অম্বরপতি রাজপুতবীর মানসিংহ রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন রাজ্য মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর? নহিলে বিকানীরপতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথ্বীরাজ মোগল সম্রাট্ আকবরের স্তাবক? হায়! চাঁদ কবি বলেছিলেন ঠিক, যে হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথ্বী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী, হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা] "ঠিক্! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু!—ঠিক্!—হুঁ—ঠিক্।—" এই বলিতে বলিতে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিরঃ সঞ্চালন করিতে করিতে, পশ্চাতে সম্বদ্ধকরযুগ পৃথ্বী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। যোশী, নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পৃথ্বী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু!' এই রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায়, যে মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক, সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু মানুষ! বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে গর্ত্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে—সে শত্রু হ'লে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহংকার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথ্বী। বড় সুন্দর ব্যবসা!—উপমাগুলো সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে' দেয়। তা'রা বুঝিয়ে দেয়, যে কি বাস্তব জগতে কি সংসারক্ষেত্রে কি মনোরাজ্যে, সব জায়গায়, বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই, যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে!—উপমায়—উপমা কালিদাসস্য!—উঃ কি কবিই জন্মেছিলে কালিদাস। প্রণাম! প্রণাম!

কালিদাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!—হাঁ যোশী, আমার শেষ কবিতা সম্রাটের সম্ভাবর্ণনা শোননি? শোন—

যোশী। প্রভু এই অসার কবিতা লেখা ছাড়ো!

পৃথ্বী থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পরে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন—"কবিতা লেখা ছাড়বো? তার চেয়ে বঁটিটা নিয়ে এই গলাটা কেটে ফেল না কেন? কবিতা লেখা ছাড়বো? বল কি যোশী!"

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি রায়সিংহের ভাই! তুমি হ'লে সম্রাটের চাটুকার কবি! তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেঁথে এই দুর্লভ মানব জন্ম ব্যয় করে' দিলে! লজ্জাও করে না! প্রতাপসিংহ দেশের স্বাধীনতার জন্য শরীরের রক্ত দিতে প্রস্তুত; আর তুমি ক্ষত্রিয়, অসীম বিলাসে জীবনটা কাটিয়ে দিলে!

পৃথ্বী পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ—এও সেই কালিদাস বলে গিয়েছেন। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।—কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে ভাল বাসে; কেউ বা তা শুন্‌তে ভাল বাসে। কেউ বা রাঁধ্‌তে ভাল বাসে; কেউ বা খেতে ভাল বাসে। প্রতাপ যুদ্ধ কর্ত্তে ভাল বাসে, আমি কবিতা লিখ্‌তে ভালবাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে, আমি মসী ধরিছি!

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা! অসার কথার অসারতর মিল খুঁজে খুঁজে এ কার্য্যময় সংসারে বাঁশি বাজিয়ে, জীবনটা কাটিয়ে দেবে ঠিক্ করেছো?

পৃথ্বী। সেই রকম ত ইচ্ছা। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ যে পথের পথিক, আমি যদি সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছু লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ ব্যবসা নহে।

যোশী। হাঁ লেখো, তবে তার সময় আছে। কিন্তু যখন আর্য্যাবর্ত্ত প্রপীড়িত, জাতি হীনবীর্য্য, ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, তখন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম

যুদ্ধ ছেড়ে কি কবিতা লেখার সময়? আর লেখোই যদি কবিতা, তবে এমন কবিতা লেখো যা'র ভাবে বিদ্যুৎ, ভাষায় গর্জ্জন; এমন কবিতা লেখো, যার গম্ভীর সঙ্গীত বিরাট বন্যার মত আর্য্যাবর্ত্ত ছেয়ে পড়ে; এমন কবিতা লেখো, যা প'ড়ে ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে, সন্তান মায়ের জন্য কাঁদে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে; এমন কবিতা লেখো যাতে অন্যায়ের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে' পড়ে, অত্যাচারের মাথা থেকে মুকুট ভেঙ্গে পড়ে, অধর্ম্মের নীচে থেকে সিংহাসন নেমে যায়! গাও দেখি সেই গান, নাথ—একবার প্রাণ ভ'রে শুনি।

পৃথ্বী। আর আমায় শূলে চড়িয়ে দেক্, তুমি একবার নয়ন ভরে' দেখো।

যোশী। হায়! প্রাণের এত ভয়! যদি প্রাণ তুচ্ছ করে' গান না গাইতে পারো তবে আর গান গেয়ে কাজ নাই। দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব ভুলে অহোরাত্র এক যবন সম্রাটের গুণকীর্ত্তন! হায়! আকবর কি খাইয়ে তাঁর সভাদ্বারে তোমাকে দাঁড় করিয়ে অধম টিয়া পাখীর মত ঐ এক হুজুর বুলি বল্‌তে শিখিইছিল!—

পৃথ্বী। দেখ, তুমি যে কথাগুলো খুব তেজের সঙ্গে বলে' গেলে, ঐ গুলো একটু ঘসে মেজে লঘু ত্রিপদীতে চড়িয়ে দিলে, খাসা একটা কবিতা হয়। [শিরঃ সঞ্চালন সহ] অতি সুন্দর ভাব! প্রশস্ত! মধুর! চমৎকার!

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা!

পৃথ্বী। বুঝেছো ত? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে' যা'তে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে এই রকম খাদ্যের আয়োজন কর। যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে গৃহ মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"প্রতাপ!

তুমি গৃহপ্রতাড়িত হয়ে, রিক্তহস্তে, একা এই বিশ্বজয়ী, সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে ? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন ? এস, আমাদের দলে মিশে যাও ; পূর্ণ আহার পাবে, বাস কর্ব্বার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ সম্মান পাবে। না, এই একটা গোঁয়ার্ত্তমি করে', একটা আদর্শ খাড়া করে', কেন যত ক্ষত্রিয় পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও।”—এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হলদিঘাটের গিরিসঙ্কট ; সেলিমের শিবির। কাল—প্রাহ্ন। সেলিমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন।

মেহের। কৈ সেলিম ত এখানে নেই

দৌলৎ। তাই ত।

মেহের "ব্যাস্! আমি বসে' তার অপেক্ষা কর্ব্ব"—বলিয়া দৃঢ়ভাবে বসিলেন।

দৌলৎ "তুই যে আজ ভারি চটিছিস্ দেখ্ছি" বলিয়া বসিলেন।

মেহের। চট্‌বো না ?—এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে! তা কোথায় যুদ্ধ ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুনছি! না! আমার পোষালো না। আমি আর এরকম নিশ্চিন্ত উদাসীন ভাবে থাক্‌তে চাই না। আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আজই চলে' যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বুঝতে পাল্লাম না। তাড়াতাড়ি এলি দেখ্‌তে যুদ্ধ। এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস চলে' যাবো।

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনর দিন দুই সৈন্য মুখোমুখি করে' বসে' রয়েছে, আর চোখ রাঙাচ্ছে! একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাকৃতে পারে না! ঐ শোন্—ঐ সেই ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাকৃতে পার্ব্বো না! আমি এক্ষণি চলে' যাবো।—এই যে সেলিম আস্‌ছে।

সসজ্জ সেলিম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীদ্বয়কে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?"

দৌলৎ। দাদা, মেহের ত ভারি চটেছে—

সেলিম। কেন?

দৌলৎ। বলে আজই চলে যাবো।

সেলিম। কি রকম?

মেহের। [উঠিয়া] কি রকম? যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুত সৈন্য আর যত কাপুরুষ মোগল সৈন্য সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাঁক ডাক দিচ্ছে বটে? কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ; না বাজ্‌ছে বাদ্য! এই যদি যুদ্ধ হয়, ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ি রেখে এস!

সেলিম। তা কি হয়! যুদ্ধ হবে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি; তাই আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হতাম্—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও, তবে কি তুমি একটা কাঠের পুঁতুল হয়ে' এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে গিছি! আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাকৃবো না।

সেলিম। তা কেমন করে' হবে। আগ্রায় অম্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কিনা?

মেহের। "সোজাই হোক্, বেঁকাই হোক, আমাকে কাল সকালে

আগ্রায় পাঠিয়ে দেবে ত দাও—নহিলে আমি রসাতল কর্ব্ব”—বলিয়া ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন।

সেলিম। কি রসাতল কর্ব্বে ?

মেহের। আমি মহারাজা মানসিংহকে নিজে গিয়ে বল্‌বো, কি আত্মহত্যা কর্ব্ব,—আমার কাছে দুইই সমান। সোজা কথা। পরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—“আর আমি একদিনও এখানে থাক্‌ছিনে।”

সেলিম। তখন ত আস্‌বার জন্ত একবারে রসাতল! স্ত্রীজাতির স্বভাব যাবে কোথা! —তখন যে আমার পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের “যে টুকু বাকি রেখেছিলাম সে টুকু এখন কর্চ্ছি!”—বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।—“আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম সব বীর পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখ্‌ছি সব ভীরু, কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে তাও তোমাদের নেই।—এই পায়ে ধর্চ্ছি। হয় কালই একটা এস্পার ওস্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।”

সেলিম “আচ্ছা, তুই দাঁড়া, আমি একবার মানসিংহের কাছে যাচ্ছি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা তুই ধন্যি মেয়ে! ভাগ্যিস্ তুই মাত্র ছোট বোন্। তাতেই এই আবদার। যদি স্ত্রী হতিস্, তা'লে বোধ হয় মাথায় চড়তিস্” বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। আচ্ছা বায়না নিইছিস্।

মেহের। নেবো না? এতে কোন্ ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক্ থাক্‌তে পারে?

এই সময়ে “সেলিম, সেলিম!” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্তসিংহ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া—“ওঃ—মাফ কর্বেন” বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শুনেছি রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ। দিব্য চেহারা।—না!

দৌলৎ। হাঁ—না—তা—

মেহের "সেলিমের কাছে শুনে: শক্ত সিংহ খুব বিদ্বান, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রিয়! আহা, এসে এমন চট্ করে' চলে গেলেন! থাক্‌লে একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্রে!—অত জেনানাগিরি এখানে নাইবা কল্লাম। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, মুসলমানদের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি যদি দশজনে দেখলেই, কি অমনি ক্ষয়ে গেল! চল্ নিজের শিবিরে যাই—কি ভাবছিস্?—আয়"—এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন। সেলিম ও মহাবৎ মুখামুখী দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন।

সেলিম। মহাবৎ খাঁ, প্রতাপসিংহের সৈন্যসংখ্যা কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হবে। তার উপরে ভীল সৈন্য আছে।

সেলিম "মোট ২২০০০?"—পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন "আর কিছু নাহোক, প্রতাপের স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যে একাকী ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায় সে মানুষটাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

মহাবৎ। সমর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপসিংহ সৈন্যের পিছনে থাকে না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। "মহাবৎ, যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমর-কৌশলের উপর নির্ভর করি।" পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া—"দেখ্‌ব তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!"

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল এক রূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য মেবার সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ। তার উপরে আমাদের কামান আছে প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক!

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুন্তে শুন্তে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইষ্টদেবতা; যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহজাদা? তুষারধবল ককেশস্ হতে আরাকাণ, হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্য, কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট্ তা জানেন! আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শুনেছি, মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শুনেছি! শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে! মানসিংহ যদি এহেন দুর্জ্জয় বীর, তবে তিনি নিজের উষ্ণীষ রক্ষা কর্ত্তে পার্লেন না কেন? স্বাধীনতাগর্ব্বে উন্নত না হয়ে তা মোগল সম্রাটের পদতলে লোটায় কেন?

মহাবৎ। বিধাতার লিখন কুমার! বিধাতার লিখন!

এই সময়ে মানসিংহ এক খানি মান চিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

মান। বন্দিকি যুবরাজ! বন্দিকি মহাবৎ!—মহাবৎ মেবার সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত! কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সংকীর্ণ। দুদিকে অত্যুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন "তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য?"

মান। দুঃসাধ্য নয়! অসাধ্য! রাজপুতের সৈন্যে সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব!

সেলিম। সে কি মানসিংহ? আমারা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে' থাকবো?

মান। যতদিন পারি! দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি।

সেলিম। কখন না। আমরাই আক্রমণ কর্ব্ব।

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রু আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব!—যাও মহাবৎ, দেখো, এই আজ্ঞা রক্ষা করগে যাও।

সেলিম। তা হ'তে পারেনা। মহাবৎ! সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যূষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি।

সেলিম। আর আমি?—কি এ যুদ্ধে সাক্ষীগোপাল হ'য়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই, যে আপনি এসেছেন সম্রাটের নাম স্বরূপ, কর্ম্মান স্বরূপ, চিহ্নস্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সম্রাটের একখানি চর্ম্মপাদুকা নিয়ে এলে সমানই কাজ দেখ্‌তো!

সেলিম "এতদূর আস্পর্দ্ধা মানসিংহ" বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন।

মান। তরবারি কোষবদ্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন! আপনি জানেন সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এযুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্যে আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় সম্রাটের কাছে দিব।—মহাবৎ যাও আমার আজ্ঞা পালন কর।

মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ গম্ভীর দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ "বন্দিকি যুববাজ" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম "আচ্ছা, এযুদ্ধ শেষ হোক, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো!—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা।"—এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান সমরাঙ্গণ।—শক্তসিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা শক্ত একাকী দণ্ডায়মান।

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার

মন্ত্রণায় মোগল সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রস্থ মেবার ছেয়েছে। অচিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানের রক্তে বিরঞ্জিত হবে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিইছিল তা ফিরে পাবে। ব্যস্! শোধবোধ।—আর প্রতাপ! তোমার সঙ্গেও আমার শোধ বোধ হবে! তুমি আমাকে মেবার থেকে তাড়িয়েছো, আমি সে ঋণ পরিশোধ কর্ব্ব। রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত ক'রে দূর করে' দিইছিল, তার প্রতিশোধ বিভীষণ নিইছিল। আমাকে তুমি দূর করে দিইছিলে, আমিও তার প্রতিশোধ নোবো।—তোমাকে মেবার থেকে তাড়াবো। মেবার ছারখার কর্ব্ব। ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত আমি বিচরণ কর্ব্ব।—এই মাত্র! আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে দ্বেষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই। শুদ্ধ একটা প্রতাপের কাছে ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্ত্তে এইছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার—আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্ব্ব। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা সে উদ্দেশ্য সাধন কর্ত্তে পারিনা, তাই মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বল্‌তে পারে যে অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই। বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ের দিকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি। ঐ চত্তোর শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল, আমি সেই শান্তি ফিরিয়ে আন্তে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উন্নিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত—চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন "কে!"

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা, আকবর সাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—"আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!"

মেহের। "আপনি প্রতাপ সিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ শিবিরে?" শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"হাঁ আমি প্রতাপসিংহের বিপক্ষ শিবিরে।—আমি প্রতিশোধ চাই।"

মেহের। তা'লে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্ত্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন।

মেহের। কি রকম? আপনি যে অবাক হয়ে গেলেন

শক্ত। আমি ভাব্‌ছি।

মেহের "তা বেশ ভাবুন না! আমিও ভাবি!"—বলিয়া বসিলেন।

শক্তিসিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন—"আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?"

মেহের। পারেন বৈকি। খুব পারেন! আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি!

শক্ত। মুস্কিল! কি মুস্কিল?

মেহের। মহামুস্কিল! সেলিম আমার ভাই হন, তা জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলতউন্নিসা যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছি, তাও হয়ত শুনে থাক্‌বেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে; কিন্তু কৈ যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই। দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য ব'সে ব'সে কেবলত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা ত দেখ্‌তে আসিনি। এসে ব'সে ব'সে কি করি বলুন দেখি। দৌলৎ উন্নিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেস গল্প কচ্ছিলাম। তা সেও ঘুমিয়ে পড়লো।—বাবা কি ঘুম! এই গোলোযোগের মধ্যে কোন ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে!—আমি এখন একা কি করি! দেখ্‌লাম আপনিও এখানে একা বসে'। তা ভাবলাম আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনেছি আপনি একটা বিদ্বান লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা।—তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

মেহের। আপনি এটা নিশ্চয় একটু অসাধারণ বিবেচনা কচ্ছেন। আমি সম্রাট্ আকবরের কন্যা—আমার মা কিন্তু রাজপুত—এখানে যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছি। তার উপর আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ নেই, একেবারে আপনার শিবিরে এসে হাজির। আর আমাদের এরকম কড়াক্কড় জেনানা প্রথা। আপনি এরকম বোধ হয় অভ্যস্ত নন—

শক্ত। না। আমি এরকমে অভ্যস্ত নই।—সে যাহোক, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একাকিনী শুনে সেলিম বা কি বল্‌বেন, সম্রাট্ আকবরই বা কি বলবেন।

মেহের। সম্রাট আকবর কিছু বল্‌বেন না। সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই আইন কানুন। আর সেলিম? সেলিম বল্‌বেন আর কি? আমি তাঁর বোন। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়ে মানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হয়ে পড়ে। তাই আমি যা বলি; তিনি তাই শুনে যান, নিজে বড় কিছু বলেন না।—হাঁ ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিতা?

শক্ত। না! আমার বিবাহ হয়নি!

মেহের। আশ্চর্য্য ত!

শক্ত। কি আশ্চর্য্য?

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি?—তা আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাক্‌তেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আস্‌তেন, ত'লে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্ত্তাম! তা আপনার বিয়েই হয় নি! তা কি হবে।

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে! তবে বিবাহ করা একটা

প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আস্‌ছে—মেনে চল্‌তে হয়। আচ্ছা প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথা বার্ত্তা কি ধরণের? শুন্তে বড় কৌতূহল হয়। উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্ত্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বল্লেন "প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী তোমা বিহনে আমি বাঁচিনে," আর উনি বল্লেন যে "নাথ প্রাণেশ্বর! তোমাকে না দেখে আমি মলাম";—সব তুদিন কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনা শুনা ছিলনা, তুতিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল, যে পরস্পর না দেখে একেবারে বাঁচে না।

শক্ত। আপনি দেখছি কখন প্রেমে পড়েননি।

মেহের। না সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনেছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারা-খানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হইলেই গন্ধর্ব্ব-কুমার, আর নায়িকা হইলেই অপ্সরা হতেই হবে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমিত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারা খানা মোটেই ভালো নয়। চোখতুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়। ভ্রূতুটো শুনেছি যুগ্ম ভ্রূই ভালো। তা আমার ভ্রূতুটোর মধ্যে একেবারে ফাঁক। তারপরে আমার নাকটার মাঝখানটা একটু উঁচু হত ত, বেশ হত। তা আমার চেপ্টা;—চাইনিজি রকম! অথচ আমার বাবা মা তুজনার নাকই ভালো। গালতুটো টেবা।—না, আমি দেখ্‌তে মোটেই ভালো নয়। কিন্তু আমার বোন দৌলোৎউন্নিসা দেখ্‌তে খুব ভালো! আমি দেখ্‌তে যা খারাপ, সে

তা পুষিয়ে নিয়েছ! তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই লাভ বেশী। আমিই দিবারাত্র একখানা ভাল চেহারা দেখি;—কিন্তু সে—দিবারাত্রি কিছু আর আয়না সামনে ধরে' রাখ্‌তে পারেনা —

এই সময়ে সন্ন্যাসিনী বেশে ইরা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপ সিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা!—আমার শিবিরে? সন্ন্যাসিনীবেশে? একি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

ইরা বলিলেন "না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই—ইরা। আমি আপনাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি, পিতৃব্য!"—মেহের উন্নিসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া—"ইনি কে?"

শক্ত। ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উন্নিসা। পরে স্বগত কহিলেন,—"এ বড় আশ্চর্য্য যে, আমার শিবিরে এক সময়ে মোগল-রাজের কন্যা ও রাজপুত রাজের কন্যা অনিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত।"

মেহের। ইরার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন,—"তুমি প্রতাপসিংহের কন্যা?"

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট্ আকবরের মেয়ে বটি, কিন্তু তাঁর এরকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আবদার করিছি, তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি! আমি কিন্তু এবার নাছোড়বন্দ হয়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি।—আমার একটী পিসতত বোন এসেছে, তার নাম দৌলৎ উন্নিসা।

ইরা। তিনি কোথায়?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাবা কি ঘুম ! আমি চিমটি কেটেও তার ঘুম ভাঙ্গাতে পাল্লাম না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলোযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে ?—তুমিই বল !

ইরা। পিতৃব্য ! আমার কিছু বল্‌বার আছে।

মেহের "বলনা ! আমি এখানে আছি ব'লে কিছু মনে করোনা ইরা ! তোমার যদি এই ইচ্ছা যে তুমি তোমার খুড়োকে যা বল্‌বে, তা কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুন্‌বো, কাউকে বলবো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না ! আমি পারি ত সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেব ! নৈলে কেবল শুনে যাবো। তোমার নাম ইরা বল্লে না ? খাসা নাম ! আর চেহারাখানা নিখুঁত !—কৈ, কথাবার্ত্তা চলুক না। তবু চুপ করে' রৈলে যে ?—আচ্ছা বেশ তোমরা কথাবার্ত্তা কও। আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উন্নিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে"—বলিয়া দ্রুত বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে ! তুমি একাকিনী এসেছো ?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে' এলে ?

ইরা। নিরাপদে আস্‌বার জন্যই এ সন্ন্যাসিনীবেশ পরিছি !

শক্ত। প্রতাপসিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো ?

ইরা। না, পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপসিংহের কুশল ত ?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কচ্ছেন ?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ। কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কচ্ছেন, কখন সামন্তদের উত্তেজিত কচ্ছেন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া ?

ইরা। তিনি সুস্থ! কিন্তু গত দু তিন রাত্রি ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চৌকি দিচ্ছেন। পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন কখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন "আক্রমণ কর," কখন বা ভৎসনা কচ্ছেন, কখন বা বল্‌ছেন "ভয় নাই"! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন "শক্ত তুমিই শেষে সত্যই তোমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশের মূল হলে!"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা অবনত মুখে ডাকিলেন—"পিতৃব্য!"

শক্ত। ইরা!

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে যার জন্য, আপনি বাবার ভাই, আপনি তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; যার জন্য আপনি আজ হিন্দু হয়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন?

শক্ত। এর কারণ, ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

ইরা। শুনিছি। শুনিছি সেই ব্রহ্মহত্যা—সেই গরিব ব্রাহ্মণ দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল!—যে দেশকে উচ্ছন্ন কর্ত্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন!—আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য! সালুম্ব্রাপতি অনুগ্রহ করে' আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা—আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালুম্ব্রাপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালুম্ব্রাপতির বিরুদ্ধে, সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র ধরেছেন? যাঁরা আপনাকে বাঁচিইছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বদ্ধপরিকর।

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছেন, এ কথার তুমি উল্লেখ কর নাই!

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপরাধ

করে' থাকে পিতৃব্য !—পৃথিবীতে ক্ষমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ উপন্যাসেই আছে? চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা; যে তাকে চরণে দল্‌ছে, চষ্‌ছে, সে প্রতিদানে তাকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ; গরু তাকে মুড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নূতন পল্লব বিস্তার কচ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে ওঠে, মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশে ক্রোধে গর্জ্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আশীর্ব্বাদের মত সুমিষ্ট জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে।—পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই দ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা। পৃথিবীতে ক্ষমা আছে। কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ বেছে নিইছি।

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নির্ব্বাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিত করে যা'র জন্য সে দিন সে ব্রহ্মহত্যা হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দূরীভূত, প্রতাড়িত হইয়াছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয় সিংহ যা করেছিলেন তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে পিতা বাধ্য নহেন! তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে না হয় আবার সেই আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছুই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকার গুলোই মনে করে' রাখ্‌তে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন; ইহার পর কি উত্তর দিবেন? ভাবিলেন

"সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পাচ্ছি নে!" কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"ইরা আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে! ভেবে দেখবো।"

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিষ বুঝ্তে এত কষ্ট হচ্ছে। প্রতিশোধ! উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ ক'রে থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উচ্ছন্ন কর্ব্বার জন্য আপনি এই মোগল সৈন্য টেনে এনেছেন। যে দেশকে প্রতাপসিংহ রক্ষা কর্ব্বার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত! নিজের দেশকে পরের হাতে সঁপে দেওয়া, নিজের জাতিকে পরের চরণে দলিত করা, এ প্রতিশোধ রাক্ষসের প্রতিশোধ—মানুষের নয়। পুত্রে পুত্রে বিবাদ হ'লে কেউ তার মাকে সে বিগ্রহে জড়ায় না।

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হ'তে বঞ্চিত।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি।

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি!

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই। সে আমার কখনও কোন উপকার করে নাই।

ইরা। অপকারও করেনি। তবে তাকে মোগল পদদলিত করার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপসিংহ আপনার প্রতি

অন্যায় করে' থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, মেবার বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন—"ইরা তুমি বোধ হয় উচিত কথা বল্‌ছো! আমি ভেবে দেখ্‌বো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি, তার যথা-সাধ্য প্রতিকার কর্ব্ব, প্রতিশ্রুত হচ্ছি। কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইছি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।"

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত হ'তে সর্ব্বদা অনুরোধ করি! তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা আর মোগল শত্রু বলে' নয়। তা এই বলে' যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক্, আমারই ভুল। প্রতিশ্রুত হচ্ছি এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে আপনার সে চেষ্টা ফলবতী হয়। পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী; কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি, পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে।

ইরা চলিয়া গেলেন।

শক্ত। আমি বিদ্বান বুদ্ধিমান বলে' অহঙ্কার করি। কিন্তু এ বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!—তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দেখি ভেবে।

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উন্নিসা সমভিব্যহারে মেহের উন্নিসা প্রবেশ করিলেন।

মেহের। ইরা কোথায় ?

শক্ত। চলে গেছে ?

মেহের। চলে গেছে! বাঃ! এ ভারি অন্যায়! মহাশয়! আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আন্তে যাচ্ছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন ? এ কি রকম ভদ্রতা ?

শক্ত। মাফ কর্বেন সাহাজাদি! আমি সে কথা ভুলে গিইছিলাম।

মেহের। "ভুলে গিইছিলাম" কি রকম! আমি না হয় অনাহূত হয়ে আপনার শিবিরে এসেছি। কিন্তু আমি ত একটা ভদ্রমাহিলা বটে!—আকবরের কন্যা এ কথা না হয় নাই ধল্লেন! আমি কষ্ট স্বীকার করে' আর এক জনকে কষ্ট স্বীকার করিয়ে এতদূর হাঁটিয়ে আন্‌লাম—কি আপনার রূপ দেখ্‌তে ?

শক্ত। ক্ষতি কি।

মেহের। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আপনার রূপ একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে। তবে নাকটা আর একটু যদি ছোট হোত ত বেশ হোত।

শক্ত। ইনিই কি আপনার ভগিনী ?

মেহের। হাঁ, ইনি আমার ভগিনী দৌলৎ উন্নিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন ?—দৌলৎ! আর একটু ঘোমটাটা খোল্‌ত বোন্!

দৌলৎ "যাও"—এই বলিয়া ঘোমটা দ্বিগুণিত করিলেন।

মেহের। খোল্‌না। তোর মুখখানি ত একেবারে এমন কিছু কাঁচা গোল্লাটি নয় যে, যে দেখ্‌বে সে কেড়ে নিয়ে টপ করে' গালে ফেলে দিবে।—খোল্‌না ভাই, খুলে তার পর বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখিস্

যে যদি তার একটু খয়ে যায়, তা'লে আমাকে বকিস্। আমি এত জেনানাঘি ভাল বাসিনে! এই মুসলমানদের একটা কুপ্রথা।—যদিও মানি শক্ত সিং! আপনার পূর্ব্ব পুরুষ তাঁর স্ত্রী পদ্মিনীর চেহারাটা আলাউদ্দীনকে না দেখালে হয়ত চিতোরের ইতিহাস অন্য রকম হোত! —খোল্না।" সবলে দৌলৎএর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিলেন—এইবার ভাল করে' দেখুন—দেখ্‌ছেন সুন্দরী কি না?

শক্ত। সুন্দরী বটে! এত রূপ আমি দেখিনি। কি বলে' এ রূপকে বর্ণনা করি—জানিনা।

মেহের। আমি কচ্ছি।—নিস্তব্ধ নিশীথে এস্রাজের প্রথম ঝঙ্কারের মত, নির্জ্জন বিপিনে অস্ফুট গোলাপ কলিকার মত, প্রথম বসন্তে প্রথম মলয় হিল্লোলের মত—কেমন হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্নের মত—

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

মেহের। মুখ চেপে ধরিস্ কিলা? ছাড় হাঁফ লাগে। পরে শক্তকে কহিলেন "কি বলেন? আমি অনেক রূপ বর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এমন এক কথায় এমন বর্ণনা কর্ত্তে পারি যে আজ পর্য্যন্ত হাফেজ থেকে ফইজি পর্য্যন্ত কেউ সে রকম কর্ত্তে পারিনি।"

শক্ত। কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই যে বিধাতা এ মুখখানি এর চেয়ে ভালো কর্ত্তে গিয়ে যদি কোন জায়গায় বদলাতেন ত এর চেয়ে খরাপই হোত ভালো হোত না!—ও কিলা—একদৃষ্টে ওঁর মুখ পানে হাঁ করে' চেয়ে রইচিস্ কি! শেষে শক্ত সিংহের সঙ্গে প্রেমে পড়লি নাকি?

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ হচ্ছে। হাঁ করে চেয়ে থাকা, চোখো চোখি হলেই চোখ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হওয়া, তার উপর যার কথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, তার মুখে কেবল ঐ এক কথা—"যাঃ"—এসব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে যাচ্ছে যে রে! করছিস্ কি?—তা কি হয় যাদু!—ওঁরা হোলেন রাজপুত, আমরা হোলাম মোগল!—তা হবে নাই বা। কেন! মা রাজপুত্; তাঁদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ "যাঃ!" বলিয়া পলায়ন করিলেন! শক্ত ঈষৎ তদভিমুখে হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন "হয়েছে। আপনিও তাই। নহিলে ও যাচ্ছে নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান কি হিসাবে? কিন্তু মহাশয় এ রকম যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে লেখে না। দেখ্‌বেন! সাবধান। এমন কাজটি করবেন না।" এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়;—এক জন অপরূপ সুন্দরী, আর এক জন অসাধারণ মনীষিণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ উন্নিসা দুদণ্ড দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। আর মেহের উন্নিসাও দেখিবার জিনিষ বটে। এমন চপলা,—এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—হলদিঘাট; প্রতাপের শিবির। কাল—মধ্য রাত্রি। শিবির-বাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বদ্ধবাহুযুগল প্রতাপসিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন। পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন—"মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা কচ্ছেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা কচ্ছি।—আমি

আক্রমণ কর্ব্ব না। কমলমীরের পথ এই গিরিসঙ্কট রক্ষা কর্ব্ব। আক্রমণ কর্ত্তাম, কিন্তু একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত সেনানী, আর এদিকে অর্দ্ধশিক্ষিত বাইশ হাজার মাত্র রাজপুত সৈন্য। তার উপর মোগল সৈন্যের কামান আছে, আমার কামান নাই।—হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান পেতাম, তার জন্য এ দক্ষিণ হাত খানি কেটে দিতে রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।"—এই বলিয়া ক্ষিপ্র পদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন "রাণার জয় হোক্।"

প্রতাপ। কে? গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এতরাত্রে?

গোবিন্দ। বিশেষ সম্বাদ আছে।

প্রতাপ। কি সম্বাদ!

গোবিন্দ। মোগল সৈন্যাধিপতি মানসিংহ তাঁর মতলব বদ্‌লেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্ত সিংহ কমলমীরের সুগম পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছেন মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রতাপ। শক্ত সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহে সৈন্য চালনা সম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত সৈন্য আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তাহা প্রতিরোধ করেন। পরে শক্তসিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে' দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগল সৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; পরে কহিলেন—"গোবিন্দ

সিংহ আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যূষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ কর্ব্ব। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব না। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব। যাও।”

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—“শক্ত সিংহ?” শক্তসিংহ? হাঁ শক্তসিংহই বটে। জ্যোতিষী গণনা মনে আছে, যে শক্তসিংহ মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবে। আর বুঝি আশা নাই! সেই গণনাই ফল্‌বে!—হোক! তাই হোক! চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে না পারি, তার জন্যত মর্ত্তে পার্ব্বো।

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর! এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত। এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষে ঘুম আস্‌ছে না, লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরেই ঘুম আস্‌ছে না! মন হ'তে চিন্তা দূর কর দেখি!—যুদ্ধ! সেত ক্ষত্রিয়দের ব্যবসা! জয় পরাজয়? সে ত ললাট লিপি! যা ভবিতব্য তা হবেই! জীবন মরণ! সেওত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিইছি কাল প্রত্যূষে মোগল শিবির আক্রমণ কর্ত্তে। সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পাচ্ছিনা।

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক

পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি। প্রভাতে নূতন জীবন, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই কিন্তু পারি না! জানি, গাঢ় নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে?

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!—এস ঘুমাবে এস!

উভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—রমণী শিবির বাহির। কাল—মধ্যরাত্রি। মেহের উন্নিসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে রমণী শিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন;—

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান।

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ কেন তাঁরি চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

এমন সময় দৌলৎ উন্নিসা সেস্থানে প্রবেশ করিলেন।

দৌলৎ। কে মেহের? এত রাত্রে তুই জেগে?

মেহের। আর তুই বুঝি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছেনা।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা! আমারও ঘুম হচ্ছে না।

দৌলৎ। কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্ছে যে দেখছি!—তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দৌলৎ?

দৌলোৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি কর্ব্বি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এবার আমার হার—সম্পূর্ণ হার!—তবে শোন্! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও! উভয়েই জেগে তুইও, আমিও! কারণ এক—ঘুম হচ্ছেনা! যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছেনা! তার উত্তর—একই কারণ—সে কারণ প্রকাশ কর্ত্তে নেই—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলং। কি কারণ?

মেহের। বলছি না যে তা প্রকাশ কর্ত্তে নেই?

দৌলৎ। বল্ না ভাই—কি কারণ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়বন্দ! পরখ করে' দেখছিস্ টের পেইছি কিনা? টের পেইছিরে, টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল সৈন্যগুলো কি ঘুমুচ্ছে।

দৌলৎ। বল্ না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্ না।

মেহের। রাজপুত সৈন্যদের মশালের আলো দেখছিস্ দূরে?

দৌলৎ! বল্‌বিনে বল্‌বিনে বল্‌বিনে?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ শুন্তে চাইনে।

মেহের। না শোন।

দৌলৎ। না যাও শুন্তে চাইনে!

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না!

মেহের। আমি বল্‌বোই।

দৌলৎ। আমি শুন্‌বো না।

মেহের। তোর শুন্তেই হবে।

দৌলৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মেহের তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মেহের। তবে শুন্‌বি নে?—তবে শুনিস্‌নে।—আঃ [হাই তুলিয়া] ঘুম পাচ্ছে! ঘুমাইগে যাই।

দৌলৎ। কোথায় যাস্! বলে' যা!

মেহের। তুই ত এক্ষণি বল্‌ছিলি শুন্‌বি নে।

দৌলৎ। না, বল্! আমি পরক কচ্ছিলাম।

মেহের। হুঁ—আমিও পরক কচ্ছিলাম!

দৌলৎ। কি?

মেহের। যে যা অনুমান করেছি তা ঠিক কি না!—তা দেখলাম ঠিক। উপন্যাসে যা যা লেখে, মিলে যাচ্ছে! রাত্রিতে ঘুম না হওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবা,—তাকে পাবো কি না পাবো সে ভাবনা চেয়ে পাছে তা কেউ টের পায় এই ভাবনাই বেশী হওয়া—যেমন কেউ পিছলে পড়ে' গিয়ে আছাড় খেয়েই প্রথম ভাবনা যে কেউ দেখিনি ত। তা আমার কাছে গোপন করিস কেন?—আমি ত তোর শক্ত সিংহকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি নে।

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিল।

মেহের দৌলতের হাত ছাড়াইয়া কহিলেন,—বল্ ঠিক "রোগ ধরিছি কি না?—মুখ নীচু করে' রোইলি যে?"

দৌলৎ। যাও!

মেহের "বেশ যাচ্ছি!" বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

দৌলৎ। যাচ্ছিস্ কোথায় ভাই!—শোন্।

মেহের ফিরিয়া কহিলেন,—"কি।—যা বল্‌বি বল্‌না। চুপ করে' রইলি যে! ধরিছি কি না।"

দৌলৎ। হাঁ বোন্!—বল্—একি নিতান্ত দুরাশা?

মেহের। আশা?—কিসের?—মুখটি ফুটে বল্‌তে পারিস্‌নে? আচ্ছা সেটা না হয় উহ্যই থাকুক। দুরাশা কিসের? মোগলের সঙ্গে রাজপুতের বিবাহ—এই প্রথম নয়।

দৌলৎ। তিনি স্বীকার নন্।

মেহের। কেমন করে' জান্‌লি যে তিনি স্বীকার নন।

দৌলৎ। তিনি গর্ব্বী রাজপুত—রাণা উদয়সিংহের পুত্র।

মেহের। তুইও গর্ব্বী মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের দৌহিত্রী। তুইই বা কম যাচ্ছিস্ কৈ?

দৌলৎ। যদি সম্ভব হয়—তবে—তবে—

মেহের। একবার চেষ্টা করে' দেখলে হয়—এই কথা ত! আচ্ছা ধর্, সে ভারটা আমি নিলাম; যদিও—সে ভারটা আর কেউ নিলে ভালো হোত।

দৌলৎ। কেন ভাই?

মেহের। সে যাক্ মরুকগে ছাই। আচ্ছা দেখি, ঘটকালি বিদ্যাটা জানি কি না।

দৌলৎ। তোর কি বোধ হয় যে হবে?

মেহের। বোধ?—বোধ টোধ আমার কিছু হয় না! আমি জানি হবে। মেহের যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ পূরো হাসিল না করে' ছাড়ে না। এতে আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার। আর সত্য

কথা বল্‌তে কি—ব্যাপারটাতে আমার একটু কুতূহল গোড়াগুড়িই জন্মেছে।

দৌলৎ। কিসে?

মেহের। তোর আর শক্তসিংহের প্রথম প্রদর্শন আমিই করিইছি। সে মিলন সম্পূর্ণ না কল্লে আমার কি রকম বেথাপ ঠেক্‌ছে—কাঠামটা খাড়া করিছি, এখন মাটী দিয়ে গড়ে' না তুল্লে এতখানি পরিশ্রম বৃথা যায়। আমি বলিছি মেহের যা করে, অৰ্দ্ধেক করে' ফেলে রাখে না, শেষ করে' তবে ছাড়ে! এখন চল্‌ দিখি একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্‌ ভাই—তোকে আর কি বল্‌বো।

মেহের। কিছু বল্‌তে হবে না। যা আমি—যাচ্ছি'খনি!

দৌলৎ উন্নিসা চলিয়া গেলেন।

মেহের। ভগবান্! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে দৌলৎ উন্নিসা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জান্তে না পারে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্, আর আমিই জানি। ভগবান্, এই বর দেও যেন দৌলৎ উন্নিসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি। তা'লেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাহি না। কেবল এই বর চাই, যে দুৰ্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কর্ত্তে পারি। সেই শক্তি দাও! আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—হলদিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। প্রতাপসিংহ ও সমবেত রাজপুত সর্দ্দারগণ।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এত দিন ধরে' যে শিক্ষা আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে।—বন্ধুগণ! জানি, মোগল সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। হোক রাজপুত সৈন্য অল্প; তাদের বাহুতে শক্তি আছে।—বল্‌তে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু আমার শিবির শূন্য নহে। সালুম্ব্রাপতি, ঝালাপতি, চণ্ড ও পুত্তের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমার দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুলদেবতারা। আমরা যুদ্ধ কচ্ছি দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমাদের স্ত্রীদের ও কন্যাদের জন্য। মোগল যুদ্ধ কচ্ছে আমাদিগকে তা হতে বঞ্চিত কর্ব্বার জন্য।—যুদ্ধে জয় হোক, পরাজয় হোক, সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ কর্ব্ব। এমন যুদ্ধ কর্ব্ব যা মোগলের হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাক্‌বে, এমন যুদ্ধ কর্ব্ব যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হবে, এমন যুদ্ধ কর্ব্ব যা অন্ততঃ মোগল সিংহাসনখানি বিকম্পিত কর্ব্বে!—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদের বিপক্ষ রাজা কে! তিনি স্বয়ং সম্রাট্ আকবর—যাঁর পুত্র স্বয়ং আজ সমরাঙ্গণে, যাঁর সেনাপতি মানসিংহ উপস্থিত। এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কর্ব্ব!

সকলে। রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

প্রতাপ "রাম সিং, জয় সিং, মনে রেখো যে তোমরা বেদনোর পতি জয়মলের পুত্র—সেই চিতোর রক্ষায় বীর আকবরের গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে যে জয়মলের হত্যা হয়। সংগ্রাম সিং, শিশোদীয় বীর পুত্তের বংশে তোমার জন্ম—যোড়শ বর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে যুদ্ধ করেছিল। দেখ যেন তাদের অপমান না হয়। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিং, চন্দাওৎ রোহিদাস, ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূর্ব্ব পুরুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন।

মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মরণ করে' এ সমরানলে ঝাঁপ দেও।"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

"জয় রাণা প্রতাপসিংহের জয়" বলিয়া সকলে নিক্রান্ত হইল।

দূরে শিঙ্গা বাজিল। দামামা বাজিল।

দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হলদিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। সেলিম ও মহাবৎ।

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপসিংহকে চিন্তে পাচ্ছেন ?

সেলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখ্‌ছেন লোহিত ধ্বজা, তারি নীচে।—ঐ তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—ঐ উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ—প্রভাত সূর্য্য কিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ কচ্ছে; পার্শ্বে শাণিত ভল্ল! ঐ প্রতাপ।

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপ সিংহের ঠিক দক্ষিণ দিকে ?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে ?

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ।

সেলিম। কি বিশ্বাস উহাদের মুখে! কি দৃঢ়তা উহাদের ভঙ্গিমায়! ওরা আমাদের আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। ধিক্ মোগল সৈন্যদের। তারা এখনও প্রস্তর খণ্ডের মত নিশ্চল। আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা!—আমি যাবো বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ মানসিংহের আজ্ঞা অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা।—মানসিংহের আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পঞ্চ সহস্র পার্শ্বরক্ষকে। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন না!

সেলিম। মহাবৎ তুমিও আমার অবাধ্য! যাও এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ "যে আজ্ঞা যুবরাজ।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেলিম্ "মানসিংহের স্পর্দ্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের যে ক্ষমতা আমার সে ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মান্‌তে চাহে না।—গর্ব্বিত মানসিংহ তোমার শির বড় উচ্চে উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক। তোমার স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

দৃশ্যান্তর। (২)

স্থান—হলদিঘাট সমরাঙ্গণ। কাল—অপরাহ্ন। অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দারগণ।

প্রতাপ। কৈ? মানসিংহ কৈ?

মানা। মানসিংহ নিজের শিবিরে—প্রভু উষ্ণীষ আমায় দিন!

প্রতাপ। কেন মানা?

মানা। ঐ উষ্ণীষ দেখে সকলেই আপনাকে রাণা বলে' জান্তে পাচ্ছে!

প্রতাপ। ক্ষতি কি?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্তে পেরে আপনার দিকেই ধেয়ে আস্‌ছে।

প্রতাপ। আসুক! প্রতাপ সিংহ লুক্কায়িত হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক, মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক যে আমি প্রতাপসিংহ! সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর মানা। ঐ সেলিম না?

রোহিদাস। হাঁ রাণা।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন।

সেলিম। তুমি প্রতাপ সিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপ সিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ কর!

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন;—সেলিম হঠিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

"কে কুলাঙ্গার মহবৎ?"—এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন।

"হাঁ প্রতাপ!"—এই বলিয়া মহবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ ক্ষত বিক্ষত হইলেন, এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই। আপনি ফিরে যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আস্‌ছে। আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি জানো মর্ত্তে মানা, আমি মর্ত্তে জানিনা? আসুক শক্ত।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা স্খলিতপদে এক মৃত দেহের উপর পড়িয়ে গেলেন। মহাবৎখাঁ প্রতাপসিংহের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সসৈন্যে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিলেন।

মানা। গোবিন্দ সিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

গোবিন্দসিংহ সসৈন্যে মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। রাণা, আর আশা নাই, আমাদের সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল ফিরে যান!

প্রতাপ। "কখন না, যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ প্রাণ আছে পলায়ন কর্ব্ব না।" উঠিয়া কহিলেন—"দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শক্রর বিরাট তরঙ্গ আসছে।

প্রতাপ। "আসুক! তরবারি কৈ?"—তরবারি গ্রহণ করিয়া "অশ্ব কৈ?" এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগলসেনানীবন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই ছিল।

অষ্টম দৃশ্য।

একাকী শক্ত। স্থান—শক্ত সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

শক্ত।" যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন। উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয় চীৎকার। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, যুদ্ধভঙ্কার

উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে। এক দিকে অগণ্য মোগল সেনানী, এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত; এক দিকে কামান, এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি :—কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে চক্ষু ভরে' আস্ছে। আজ তার পদতলে ভক্তিতে গর্ব্বে লুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাধ্যক্ষের মুখে তোমার বীরত্ব কাহিনী শুন্ছি, আর গর্ব্বে আমারি বক্ষ স্ফীত হচ্ছে। সে প্রতাপ রাজপুত, সে প্রতাপ আমার ভাই। আজ এই সুন্দর মেবার রাজ্য মোগল সৈন্যদ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখ্ছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুইয়ে পড়্ছে। আমিই এই মোগল বাহিনী এই চির পরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনিছি।

এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সম্বাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্ত সিংহ! এই যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে'? এই তোমার ক্ষত্রিয় বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কাযের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ। এত দিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্ত?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়! নহিলে যুদ্ধের সময় শক্ত শিবিরে বসে থাক্ত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই। তুমি বীর যা তা বোঝা গেছে।

শক্ত "আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?"—এই বলিয়া তরবারি নিষ্কাশন করিলেন।

মহাবৎ "প্রস্তুত আছি কাফের" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাশন করিল।

ঠিক এই সময়ে নেপথ্যে শ্রুত হইল—"প্রতাপ সিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তার মুণ্ড চাই।"

শক্ত "একি! সেলিমের গলা নয়? প্রতাপসিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই আস্‌ছি মহাবৎ। আমার অশ্ব?"—এই বলিয়া দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ "অদ্ভুত আচরণ! শক্তসিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপ সিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে! কি বিধিনির্ব্বন্ধ! একদিকে প্রতাপসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের তরবারির আঘাতে ভূপতিত! আর প্রতাপসিংহের ভাই শক্ত ছুটেছে প্রতাপের শেষ রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে।"—এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিত ভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম দৃশ্য।

স্থান—হলদিঘাট, নির্ঝর তীর। কাল—সন্ধ্যা। মৃত চৈতক ঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ! তিন দিনের মধ্যে সব শেষ! আমার পনর হাজার সৈন্য ধরাশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল, ভূপতিত। আমাকে এখানে

কে নিয়ে এসেছে? আমার চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্ত্বেও বাধা বিপত্তি নিষেধ না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়াছে—আমার প্রাণ রক্ষার্থে! পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাক্‌লে "হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার! খাড়া হো" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি। চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে। যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাস্‌ছে, বল্‌ছে, প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি! লজ্জায় আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে! আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসাহন ও মুলতান পতি প্রবেশ করিল।

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—"মরিনি এখনো! যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি যবন, প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ কর্ব্বে কিম্বা মর্ব্বে। অসি বার কর।"

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপসিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল "হো নীল ঘোড়াকা সোয়ার।"

প্রতাপ। আরো আস্‌ছে। আর আশা নাই।

মুলতান। আত্ম সমর্পণ কর। তরওয়াল দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্তসিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মুলতান। মারো একে।

"তবে মর।"—এই বলিয়া শক্তসিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও মুলতান পতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপাতিত করিলেন।

"আর ভয় নাই! এখন প্রতাপ সিংহ এক রকম নিরাপদ।—দাদা! দাদা!—অসাড়! ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।"—এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপ সিংহের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন—"দাদা দাদা! দাদা!"

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার সূর্য্য অস্ত যায় নাই।—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত! আমাকে মেরে ফেলে তার পরে আমার ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মুনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, যে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এসেছে! তা'কে কোন রূপেই ফেরাতে পাল্লাম না। যদি সময়ে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হইছি, আমাকে বন্দী করে' সে লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে ডেকে আর করুণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আর আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে, আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে'! আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে বেঁধে নিয়ে

যেওনা! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার করে, থাকি' বিনিময়ে আমার এ মিনতি সামান্য ভিক্ষা, শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না। বধ কর। এই প্রসারিত বক্ষে তোমার তরবারি হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ প্রসারিত বক্ষে আমাকে স্থান দেও, প্রতাপ।"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশ রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব, প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড় এত দিন তা বুঝিনি। এক দিন ভেবেছিলাম তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সে দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি, মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে তুমি মহৎ আমি ক্ষুদ্র, তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। ক্ষুদ্র প্রতিশোধ দিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করেছি! কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুত-কুলপ্রদীপ। বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই!

ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন।

[যবনিকা পতন।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন। সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্তসিংহ দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে জয়পুর, মাড়বার, চান্দেরী ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া চিত্রার্পিতবৎ আসীন।

সেলিম। শক্তসিংহ! সত্য কহ! প্রতাপসিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী?—সেলিম!—তোমার বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে! প্রতাপসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি! এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

জয়পুর। স্পষ্ট জবাব দাও! তাঁর পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তাঁর ঘোটক চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাশিলেন।

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য সম্বরণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কাশিলেন

জয়পুর। শক্তসিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ পরিহাস কর্ব্বার জন্য ডাকা হয়নি। এ বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবেছিলাম যে এটা বাসর ঘর! আমি বিয়ের বর, সেলিম বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকা-সম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবার হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্ত্তে হয় তুমি কর; সোজা উত্তর দেবো। এই সব পরভুক রাজপারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে।

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে বধ করেছে।

শক্ত। আমি!

চান্দেরী। তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমান শক্তি কি প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছো?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্চ্ছিত ভাই প্রতাপকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য!

জয়পুর। তবে তুমিই এ কাজ করেছো? কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

শক্ত। "মায়ের চেয়ে মাসীর টান বেশী দেখ্‌ছি ভগবানদাস!"—পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার কাশিলেন—"জয়পুরাধিপতি! আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি, কৃতঘ্ন হ'তে পারি, কিন্তু ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক

যুদ্ধশ্রান্ত ধরাশায়ী শক্রকে বধ করিতে উদ্যত; আমি একাকী একত্রে দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছো স্বীকার কর্চ্ছ!

শক্ত। হাঁ কর্চ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্ছ যুবরাজ! আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব্ব না? আমি এর পূর্ব্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে, স্বীয় ভায়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ কল্লাম! আমাকে কি সম্রাট বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্রয় দেননি? অন্যায় যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্ব্বার জন্য জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম; এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হতে রক্ষা কর্ত্তে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি। আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাস্ত্র হ'য়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, যে দেশের জন্য কেঁদে কেঁদে বনে বনে বেড়ায়, যার উপর আমার জাতীয় গৌরবের জীবন মৃত্যু নির্ভর কর্চ্ছে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা।

মাড়বারপতি নির্ব্বিকার ভাবে চান্দেরীপতির সহিত গুপ্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

জয়পুর। যে প্রতাপসিংহ পর্ব্বত দস্যু রাজবিদ্রোহী!

শক্ত। প্রতাপসিংহ বিদ্রোহী বটে আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বলতে চাও প্রাতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী? আর আকবরসাহ চিতোরের ন্যায্য অধিকারী? কিম্বা তা হতেও পারে। রাজনৈতিক পরিভাষায় সব অর্থই ঐ রকম বিকৃত করা হয়। "ডাকাতি" করার নাম "আক্রমণ";

"কেড়ে নেওয়ার" নাম "জয়"; নিরুদ্বেগে লুণ্ঠিত রাজ্যভোগের নাম "শান্তি"; অপহৃতসম্পত্তি ব্যক্তির নীচ দাসত্বের নাম "রাজভক্তি"; আর তার স্বাধীন হবার নাম "বিদ্রোহ"!—কি চমৎকার এই রাজনৈতিক অভিধান! যা অতি তুচ্ছ, অতি অসার, অতি ঘৃণার্হ, তা এই পরিভাষিক চাতুরীতে প্রশস্ত বলে' গণ্য হয়। আর যা অতি উচ্চ মহৎ, তা এই শব্দের ভোজবাজিতে অন্যায় পাপ বলে' বর্ণনা হয়।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতি প্রকাশ শিরঃসঞ্চালন করিলেন।

সেলিম। তুমি তবে সম্রাট্‌কে কি বল্‌তে চাও?

শক্ত। আমি বল্‌তে চাই যে, সম্রাট্ ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাতের দলসংখ্যা কম, আকবরের দলসংখ্যা বেশী; তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিলেন।

সেলিম। "হুঁ।—প্রহরী! শক্তসিংহকে বন্দী কর।"—প্রহরীগণ তাহাকে বন্দী করিল।

সেলিম। শক্তসিংহ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয় মৃত্যু! মরার বাড়া ত আর গাল নাই! আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তা হলে মিথ্যা বল্‌তাম, সত্য বল্‌তাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম ত, স্বেচ্ছায় মোগলশিবিরে ফিরে আস্‌তাম না। যখন সত্য কথা বল্‌তে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো!—মোগলের সঙ্গে অনেক দিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন,

কপট, রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নির্ব্বোধ, অনক্ষর, বিদ্বেষপরায়ণ, রক্তপিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন।

সেলিম। "আর তুমি গৃহ প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমক-হারাম কুক্কুর।"—পদাঘাত করিয়া,—"চোখ রাঙাচ্ছ কি! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বে এই পদাঘাত!"—পুনরায় পদাঘাত করিলেন—"কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও; এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গ ভঙ্গী করিলেন। প্রহরীগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দৌলৎ উন্নিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন। মেহের ও দৌলৎ সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন।

বাঁরোয়া—ভরতঙ্গ।।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়?
তা হলে, কি পান করি মরি যাতনায়?
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টক জ্বালা ঘুচিবার নয়।

দৌলৎ মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্‌না কি হয়েছে।"

মেহের। গুরুতর!—'প্রেমের সুখ সে সখি'।—

দৌলৎ। কি গুরুতর?

মেহের। বিশেষ গুরুতর।—'পলকে ফুরায়'।

দৌলৎ। কি রকম বিশেষ গুরুতর?

মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর। 'প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।'

দৌলৎ। যাঃ, আমি শুন্‌তে চাইনে!

মেহের। আরে শোন্ না!—দৌলৎ!

দৌলৎ। না, আমি শুন্তে চাইনে।

মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্ত সিং কি কর্ব্বে বল।

দৌলৎ উন্নিসা উৎসুক ভাবে চাহিলেন।

মেহের।—কি কর্ব্বে বল। ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল!

দৌলৎ। মেহের!—

মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই করেছে—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার আর অপরাধ কি!

দৌলৎ। মেহের কি বল্‌ছিস।

মেহের। কি আর বল্‌বো! লড়াই ফতে করে এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম বড়ের কিস্তি দিয়ে মাৎ করে' দিলে।

দৌলৎ। সেলিম কি তবে শক্ত সিংহের প্রাণবধ আজ্ঞা দিয়েছে।

মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

দৌলৎ। না, তামাসা।

মেহের। ভালো! তামাসা! কিন্তু শক্ত সিংহের কাছে বোধ হয়

সেটা তত তামাসার ঠেকছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।

দৌলৎ। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কি হিসাবে?

মেহের। খরচের হিসাবে! সেলিম বেশ বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন যে, বিধাতা যখন শক্ত সিংহকে তৈর করেছিলেন তখন একটু ভুল করেছিলেন!

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব যথা স্থানেই বসিইছিলেন, তবে সেলিম দেখ্‌লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বিধির ভুলটা শোধ্‌রাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে শক্তসিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্লে না—

দৌলৎ। কিসের প্রতিবাদ!

মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া গিইছিল! অন্যের সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর, আর একজন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখ্‌তে কি রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার মাথাটা পায়ের তলায় পড়ে'। দেখেই চক্ষুঃ স্থির আর কি!—কি তুই যে চাখড়ির মত সাদা হয়ে গেলি!

দৌলৎ। মেহের! বোন! তুই তাঁকে রক্ষা কর। জানিস বোন! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়, তার পরে আমি এক দিনও বাঁচ্‌বো না। আমি শপথ কচ্ছি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হলে' আমি বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ কর্ব্ব।

মেহের। প্রাণত্যাগ কর্ব্বি ত কর্ব্বি! তা আর অত জাঁক কেন! ঈঃ! তোর আগে অনেক লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে—অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়। আমার ত বিশ্বাস যে

আত্মহত্যা করাতে এমন একটা বিশেষ বাহাদুরী কিছুই নাই, যা'তে সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়—বিশেষ কর্ব্বার আগে! আত্মহত্যা ত কর্ব্বিই! সেত সবাই করে থাকে।

দৌলৎ। তবে কি কোনও উপায় নেই।

মেহের গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত তুই কর্ব্বিই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর উপায় এক আত্মহত্যা করা।—তবে দেখ্ দৌলৎ! যদি আত্মহত্যা কর্ব্বিসই তা'লে এমন ভাবে কর্ব্বি যাতে একটা নাম থেকে যায়।"

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, তুই তোর নিজের কার্পেট মোড়া কামরায় মখমলমোড়া গদিতে হেলান দিয়ে বোস্। সাম্নে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রূপোর পেয়ালা—সেটা বেনারসি কাজ করা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছিস? তাকে তোর স্বর্ণালঙ্কৃত শুভ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিম্বাধরে ঠেকা! একটুমাত্র ঠেকাবি,—যাতে চিবুকটা উঁচু না কর্ত্তে হয়। তার পরে একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে; শক্ত সিংহকে উদ্দেশ করে' একটা গান গাইবি—রাগিণী সিন্ধু থাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে' যা, সেই ভাবেই,—ঢং বদ্লাস্ নে। তা'লে তোর একটা নাম থেকে যাবে; ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখ্বার একটা বিষয় হবে।

দৌলৎ। মেহের! তুই তামাসা কর্ব্বার কি আর সময় পেলিনে।

মেহের। তামাসা কর্‌বার এর চেয়ে সুবিধা কখন হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল—কুঞ্জে নয়, যমুনা পুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে বক্ষরস হ্রদে নৌকা বক্ষে নয়।—দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—অত্যন্ত গদ্যময় অবস্থায় বল্‌তে হবে! তাও নিভৃতে নয়, আর এক-

জনের সম্মুখে, এমন কি সেই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, আর অমনি প্রেম ;—না দেখ্‌লে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তাঁর বিহনে আত্মহত্যা কর্ত্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি ত কিসে কর্ব্ব ?

দৌলৎ। মেহের! সত্যই কি এর উপায় নাই! তুই কি কিছুই কর্ত্তে পারিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না ?

মেহের। উঁহুঃ!—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলৎ। কি কর্ত্তে হবে বল্। মানুষে যা কর্ত্তে পারে আমি তা কর্ব্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শুয়ে পড়্, যাতে বোঝা যায় যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন যায় তখন যায়, এই রকম। হাকিম্, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি বলি সেলিমকে যে, এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না; এর এক বিষমন্ত্র আছে; আর সে মন্ত্র এক শক্তসিংহই জানে। ডাকু শক্ত সিংকে। শক্তসিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ।—সঙ্গীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন্—আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে' থাকি, হাস্যাস্পদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন্ দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ! সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লি যে!—না না কাঁদিস্‌নে। থাম্! দৌলৎ! বোন, মুখ তোল্।—ছিঃ কাঁদিস্‌নে। ভয় কি! আমি শক্তকে বাঁচাবো। তা যদি না পার্ত্তাম, তালে কি তার প্রাণদণ্ড নিয়ে রঙ্গ কর্ত্তে পর্ত্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্, বোন্—দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিইছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভৃতে আগুলিয়া তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শুদ্ধ

বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের শুরু করে, সে কাজ অসম্পূর্ণ রাখেনা। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্‌ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মুখ ধুয়ে আয়। এক ঘড়িকের মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইয়ুফ্রেটিস নদী বহিয়ে দিলি —যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে গদগদস্বরে কহিলেন—"দৌলৎউন্নিসা! জাসিস্‌না বোন, আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুণ চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে চাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি? হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্ত্বে হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই চলেছে। না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্ব;—নিজের সুখের জন্য নয়; অবোধ অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলৎউন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান্‌!—বড় ব্যথা পাবে।—বড় ব্যথা পাবে।

এই সময়ে অলক্ষিত ভাবে সেলিমের সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"মেহের উন্নিসা!"

মেহের। কে? সেলিম!

সেলিম। মেহের উন্নিসা একা! দৌলৎ কোথায়?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আস্‌ছে।—সেলিম! তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেছো?

সেলিম। হাঁ, করেছি।

মেহের। কবে প্রাণ দণ্ড হবে?

সেলিম। কাল।—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম! তুমি ছেলে মানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে', এক জনের প্রাণ নিয়ে খেলা কর্ব্বার বয়স তোমার নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে খেলা কি? আমি বিচার করে তার প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার! বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কর্ব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদসাহের পুত্র! আমার বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদসাহের কন্যা; তবে আমারও বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দাও।

সেলিম। তোমার কথায়?

মেহের। হাঁ! আমার কথায়।

সেলিম উচ্চ হাস্য করিলেন।

মেহের। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যা'ই কর, এই দণ্ডে শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দাও, নহিলে—

সেলিম। "নহিলে?"

মেহের। নহিলে আমি গিয়া স্বহস্তে তাকে মুক্ত ক'রে দেবো। আগ্রা নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমায় বাধা দেয়। তা'রা সকলেই সম্রাট্‌কন্যা মেহেরউন্নিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি দিবে না?

সেলিম। জানো যে শক্তসিংহ দুইজন মোগল সেনানায়ককে হত্যা করেছে?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখ যুদ্ধে বধ করেছে? না—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষ হয়ে—

মেহের। সেলিম! এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাসঘাতকতা স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত। শক্তসিংহ যদি তার ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কর্ত্ত, তুমি বোধ হয় তাকে প্রশংসা কর্ত্তে?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—সেলিম! সংসারে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড়? ঈশ্বর যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিইছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভৃত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিইছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ মেঘ ক্ষণিকের; তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র; সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট, কুৎসিৎ বটে, তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম! চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উন্নিসা! শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছো। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে। তুমি শক্তসিংহের পক্ষ নেবে এর আর আশ্চর্য্য কি? তুমি তার প্রণয়ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা!

সেলিম। মিথ্যা কথা ?—তুমি নিভৃতে তার শিবিরে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি ?

মেহের। করি না করি সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয় ?

মেহের। শক্তসিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি না ?

সেলিম "না! তোমার যা ইচ্ছা তা কর"—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে একটু হাসিলেন; পরে কহিলেন—"সেলিম তবে আমায়ই এ কাজ কর্ত্তে হবে? ভেবেছো পার্ব্বোনা—দেখ পারি কি না ?"—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তসিংহ উপবিষ্ট।

শক্ত। রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে। সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আস্‌ছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ প্রভাত। এই পেশল সুগৌর, সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটাবে। সবাই দেখ্‌তে পাবে! আমিই দেখ্‌তে পাবনা। "আমি"? এ আমি কে? কোথা থেকে এসেছিলাম? আজ কোথায় যাচ্ছি? ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছু বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে', এর মীমাংসা পাই নি। কে আমি? ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম?

কাল' কোথায় থাক্‌বো? আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।—কে?

হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন।

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা।

শক্ত। মেহের উন্নিসা! আকবরের কন্যা?

মেহের। হাঁ আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ হতে উদ্ধার কর্ত্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে!—কেন! আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্র আগ্রহ নাই।

মেহের সাশ্চর্য্যে কহিলেন—"সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?"

শক্ত। কিছু না। পুরাণো হয়ে গিয়েছে? রোজই সকালে সেই একই সূর্য্য উঠা, রাত্রিকালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই আকাশ। নেহাইৎ পুরাণো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছু নূতন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনার স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এতদিন দেখা গেল। নেহাইত অসার। দেখা যাক মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্ত্তি দেখ্‌ছি। অথচ তার বিষয়ে কিছু জানি না। আজ জান্‌বো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়্‌তে কষ্ট হচ্ছে না।

শক্ত। "প্রিয়জন কেউ নাই। থাক্‌লে হয় ত কষ্ট হোত। কাউকে ভাল বাস্‌তে শিখি নাই। আমাকে কেউ ভালবাসে নাই। কাহার কিছু ধারিনে। সব শোধ দিইছি।" পরে স্বগত কহিলেন—"তবে

একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।"

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হতে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন—"হাঁ চাই সাহজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হলে' আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে' দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।"

মেহের ডাকিলেন—"প্রহরী"!—প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন—"শৃঙ্খল খোল"।

প্রহরী শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরকহার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন—"এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মুদ্রা হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণ পোষণের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।—যাও।"—প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?"

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?—

শক্ত। কৌতূহল মাত্র।

মেহের ভাবিলেন—বলিই না ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ না। পরে শক্তকে কহিলেন—"তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলৎ উন্নিসাকে মনে পড়ে?"

শক্ত। হাঁ পড়ে।

মেহের। সে—সে আপনার অনুরাগিণী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ আপনার। আর যদি ভুল বুঝে না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ আপনি।—অপলাপ কচ্ছেন কেন ?

শক্ত। আমার মুক্তিতে তাঁর লাভ ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।—রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে। আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলৎ উন্নিসাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ ?—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ ? কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ বাপ্পারাও করেন নি ?

শক্ত। সে আসুরিক বিবাহ।

মেহের। হোক্ আসুরিক। বিবাহ ত বটে।—আর শাস্ত্র ?—শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত সিংহ ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালবাসা। যে বন্ধনকে ভালবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উল্কা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবী লতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তা'র পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা করে ?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহাজাদি ! যে সমাজ মানে না, তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি।

মেহের। তবে আপনি স্বীকার ?

শক্ত ভাবিলেন মন্দ কি ! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী চরিত্র পরীক্ষা করে' দেখা হয় নাই।—দেখা যাক্।

মেহের। কি বলেন, স্বীকার ?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম্ম সাক্ষী।

শক্ত। ধর্ম্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন "ধর্ম্ম সাক্ষী"।

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্ত সিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন করে' তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম্ম সাক্ষী

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন। যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন—"এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চল্‌ছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁষে গেল।"

মেহের। তবে চলে' আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পৃথ্বীর অন্তর্ব্বাটি। কাল—রাত্রি। যোশী একাকিনী হতাশ-ভাবে উপবিষ্টা।

যোশী। যাক্ নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজপুতনায় একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপ সিংহ আজ মেবার হতে দূরীভূত, বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান—

এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথ্বী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথ্বী। রাজসভার শেষ খবর শুনেছো?

যোশী। না, তুমি না বল্লে শুন্‌বো কোথা থেকে।

পৃথ্বী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে ?

পৃথ্বী। হয়েছে বলে হয়েছে—তুমুল ব্যাপার।—চুপ করে' রৈলে যে।

যোশী। আমি কি বল্‌বো ?

পৃথ্বী। তবে শোন ! শক্ত সিংহ কারাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে ?

পৃথ্বী "আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলৎ উন্নিসাও"—এই বলিয়া পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।

যোশী। সে কি ?

পৃথ্বী শোন, আরো আছে।—সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাট্‌কে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট্ গুর্জ্জর হ'তে কাল ফিরে আস্‌ছেন।

যোশী। কেন ?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে!—আবার "কেন" ?—বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়্‌তে পারে না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে ?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বল্‌বেন—'আহা মানসিংহ আশ্রিত'; আর মানসিংহকে বল্‌বেন—'আহা সেলিম ছেলে মানুষ!'

যোশী। রাণা প্রতাপসিংহের খবর নাই ?

পৃথ্বী। খবর আর কি! চাঁদ এখন বনে বনে ঘুর্চ্ছেন! বলেছিলাম

না যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি।

যোশী "প্রভু! জান্তাম যে তুমি অক্ষত্রিয়। কিন্তু জান্তাম না যে, তুমি এতদূর কাপুরুষ যে, বিজাতীয়ের কাছে স্বদেশী বীরের নিগ্রহ নিয়ে আমোদ উপভোগ কর" এই বলিয়া ক্ষোভে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন ও তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পৃথ্বী "বুঝেছি! রক্তের টান! রক্তের টান যাবে কোথা? কিন্তু একটা বেশ দেখেছি যে, যোশী সব তাচ্ছিল্য নীরবে সহ্য করে; কিন্তু প্রতাপ সিংহকে নিয়ে নিন্দা কি ব্যঙ্গ শুন্‌লেই দপ্‌ করে' বাড়বাগ্নির মত জ্বলে উঠে—যদিও সত্য কথাটা কি—বাড়বাগ্নি জিনিষটাই আমি চখে কখন দেখি নি"—এই বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল প্রভাত। আকবর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতে ছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান।

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্ত্তে পার্ত্ত? আমি দিল্লী-শ্বরের পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র, হলদিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাকে তাচ্ছিল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে একবার নয়; বার বার।

আকবর চিন্তিত ভাবে কহিলেন "হুঁ! কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।"

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ দেখ্‌বেন কেন? মানসিংহ যে আপনার শ্যালকপুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔদ্ধত্য সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম সাবধানে কথা কহ!—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তার অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাঁকে দিইছিলাম! তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানো কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিইছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে, তোমাকে পাঠিইছিলাম যুদ্ধ শিখ্‌তে।

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্। শেখো কি রকম করে রাজ্য জয় কর্ত্তে হয়, জয় করে' শাসন কর্ত্তে হয়!—জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত—শুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কেন, আফগানিস্থান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট্ ঋণী হতে পারেন, কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর! পরকে শাসন কর্ত্তে হলে' সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবোনা সেলিম! যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হলে' আমি তাকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব্ব। কিন্তু যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্ত্তে হবে।

সেলিম "সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যদি সম্রাট্ এ অপমানের প্রতিকার না করেন, আমি

আল্লার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিশোধ নেবো। আমি দেখ্‌বো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ"—এই বলিয়া তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন।

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট আমি; তুমি নও!—কি সেলিম!—তোমার চক্ষের বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখ্‌ছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাহো। নহিলে ভাবী সম্রাট তুমি নও।

সেলিম "সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেনা জান্‌বেন"—বলিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত ভাবে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন—"হা মূঢ় পিতা সব! এই সন্তানের জন্য এত করে' মর! ইচ্ছা কল্লে যাকে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ কর্ত্তে পারো, তা'র দুর্ব্বিনীত ব্যবহার এরূপ নিঃসহায় ভাবে সহ্য কর!—ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহ-দুর্ব্বলই করেছিলে! এও নীরব হয়ে সহ্য কর্ত্তে হোল!—কে?—মেহের উন্নিসা!"

মেহের উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"হাঁ পিতা আমি।" —এই বলিয়া তিনি সম্রাটকে যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

মেহের। সেলিম দেখ্‌ছি এসে সে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাটপদে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্তসিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী

মেহের। হাঁ সম্রাট! আমি তাকে স্বহতে মুক্ত করে' দিইছি।

আকবর। আর দৌলৎ উন্নিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্তসিংহের সঙ্গে বিবাহ দিইছি।

আকবর ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন,—"উত্তম!—শক্ত সিংহের সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! কাফেরের সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নূতন নয় সম্রাট্! আকবর সাহের পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট সে পথের অনুবর্ত্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ!

আকবর। একই কথা নয় মেহের।—তুমি বালিকা; রাজনীতি কি বুঝ্‌বে?

মেহের। রাজনীতি বুঝি না বুঝি, ধর্ম্মনীতি বুঝি।

আকবর। ধর্ম্মনীতি মেহের উন্নিসা? ধর্ম্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল যে, তুমি তাকে এই বয়সে আয়ত্ত করে ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম কেন? একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সুধী মহাত্মা আছেন; কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুনলাম, এত ব্যাখ্যা শুনলাম; হিন্দু, পার্শী, খৃষ্টীয়, মুসলমান মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা কল্লাম; কৈ? কিছুই ত বুঝ্‌তে পারিনি! আর, তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে' রেখেছো?

মেহের। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝিনা! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে।

ধর্ম্ম?—আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট্, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—এই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে তাঁর পবিত্র নাম করে' পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, হিংসা কচ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তা'রা ভিন্ন নয়। শক্তসিংহও মানুষ, দৌলৎ উন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্তসিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উন্নিসা ভারতসম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্তসিংহ গৃহহীন, প্রতাড়িত পথের কুক্কুর।

মেহের। শক্তসিংহ মেবারের রাণা উদয়সিংহের পুত্র! শক্ত প্রতাড়িত,বটে, কিন্তু আজ না হয় শক্ত প্রতাড়িত, আকবর ভারতের সম্রাট্; কালই কিন্তু এ ব্যবস্থা উল্টে যেতে পারে, কে জানে? একদিন সম্রাট্ আকবরের পিতা এই শক্তের মতই প্রতাড়িত হয়েছিলেন।

আকবর। শক্তসিংহ যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হ'ত এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত—নীচ, বিধর্ম্মী, কাফের—

মেহের। স্তব্ধ হউন সম্রাট্। এরূপ অবজ্ঞার সঙ্গে বরাবর এই কাফের নাম উচ্চারণ কর্ব্বেন না! জানেন আমার মাতা—সম্রাজ্ঞী এই কাফের। মনে থাকে যেন।

আকবর। সম্রাজ্ঞী কাফের! কিন্তু সম্রাট্ কাফের নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি? সত্যই কি ভারতসম্রাট্ রাজাধিরাজ স্বয়ং আক-

শ্বরের মুখে এই কথা শুনলাম ? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ ! সম্মানের বস্তু নহে' ? সম্রাট্ জানেন কি যে, এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তাঁরও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে ?—স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী ? আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দু শাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বলতে পারে যে, স্বামী প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু ! সে তা বলে না, কারণ তা'র হৃদয় মহৎ ; সে তা বলে না, কারণ স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর কাজেই তা'র উৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ জাত ! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম, যে, নারী দুর্ব্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার কর ; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বহ জীবনকে আরও দুর্ব্বহ কর !

"মেহের উন্নিসা ! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না ; বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না ! তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে কোন প্রশ্ন না করে' আমার আজ্ঞা পালন করা।—মনে থাকে যেন"—আকবর এই বলিয়া বিরক্তিভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মেহের ক্রুদ্ধদৃঢ়স্বরে কহিলেন—"সম্রাট্, আমার কর্ত্তব্য কি, তা আমি জানি। আমার কর্ত্তব্য এই যে, যে পিতা আমার মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদির মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্ত্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য, এস তবে উন্মুক্ত আকাশ, এস শীতের প্রখর বায়ু, এস জনশূন্য নিবিড় অরণ্য ! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও ! আজ আমি

আর সম্রাট্‌কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও ভালো”—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রায়—মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ একাকী কক্ষ মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বোধ হয় তার বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে, সে বিবাহ মোগল পরিবারেই হয়। উঃ আমরা কি অধোগামীই হইছি? ভেবেছিলাম যে, মেবারের পবিত্র বংশগরিমায় এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো? কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে। প্রতাপসিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। আমরা বংশগরিমা হারিইছি! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখ্‌বো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্ত্তে পারি কি না?—তোমাকে বন হতে বনে বিতাড়িত কর্ব্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন আর অন্য ছাউনি রাখ্‌বো না।

এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মানসিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন—“যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দিকি যুবরাজ!”

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয় সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের।—মামুদ!

কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল।

সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া মানসিংহকে কহিলেন—"এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে লও।"

মান। যুবরাজ আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব্ব?

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব্বে! তুমি সম্রাটের শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র। তোমার পিতার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের অজেয় সেনাপতি। সম্রাট্ তোমার দম্ভ সইতে পারেন, আমি সইব না! —নেও বেছে নেও।

মান। যুবরাজ স্বীকার করি, আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব না—যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়্‌বো না! মানসিংহ অস্ত্র নেও; আজ এখানে স্থির হয়ে যাবে যে, কে বড়—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন যুবরাজ সেলিম!—শুনুন।

সেলিম। কাফের! বৃথা যুক্তি। অস্ত্র নেও! আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কথা শুন্‌বো না। নেও অস্ত্র!"—এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান করিলেন।

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কহিলেন—"যুবরাজ আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?"

সেলিম "হাঁ ক্ষিপ্ত হয়েছি, মহারাজ মানসিংহ"—বলিয়া মানসিংহকে

আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ স্বীয় শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন।

"রক্ষা নাই"—এই বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন।

মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন; গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তবে তাই হোক! যুবরাজ! আপনাকে রক্ষা করুন"—এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করিলেন; ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন।

মানসিংহ। এখনো ক্ষান্ত হোন! নহিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে লোটাবে।

সেলিম "স্পর্দ্ধা"—বলিয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন।

এই সময়ে আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন—"অস্ত্র রাখুন! এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন নয়।"

সেলিম সেই রূপজ্যোতিতে যেন ক্লিষ্টদৃষ্টি হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন; তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন তখন সে জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ উচ্চারিত স্বরে কহিলেন—"কে ইনি?—দেবী না মানবী? অঙ্গে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ! কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার! চক্ষে স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ!—দেবী না মানবী"—বলিয়া স্তম্ভিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—উদিপুর জঙ্গলস্থ পর্ব্বতগুহার বহির্ভাগ। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপসিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্রতাপ। কমলমীর হারিইছি! ধুর্মেটী আর গোগুণ্ডা দুর্গ শত্রু-হস্তগত। উদিপুর মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিইছি! এ দুঃখ সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিইছি। আবার ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি। কিন্তু মানা আর রোহিদাস! তোমাদের যে সেই হলদীঘাট যুদ্ধে হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন।

প্রতাপ। ইরা! খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ বাবা আমি খেইছি।—বাবা! এ কোন্ জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জঙ্গল।

ইরা। বড় সুন্দর জায়গা। পাহাড়টি কি ধুম্র, কি স্তব্ধ, কি সুন্দর।—

খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। ছেলে পিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমাদের খাবার এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? কি খাবো লক্ষ্মী? আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে! সমস্ত দিন খাওনি!

ইরা। খাও বাবা! নহিলে অসুখ কর্ব্বে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কহিলেন—"আমি যাই ছেলেপিলেদের শোবার আয়োজন করিগে"—এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন; পরে কহিলেন—"এই ত রাজপুতের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফল মূল ভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা।

এই ত রাজপুতের জীবন। দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল আহার স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।—

এই সময়ে ভীল সর্দ্দার মাহু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল।

প্রতাপ। কে মাহু ?

মাহু। হাঁ রাণা ! হামি আছি, হামি আপনার আসার কথা শুনে পা দুখানি দেখ্‌তে এলাম !

প্রতাপ। মাহু ! ভক্ত ভীল সর্দ্দার !

ইরা ! মাহু ! ভাল আছো ?

মাহু। এই যে বহিন হামার ! বহিন যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য মাহু !—এই রুগ্ন শরীর, তার উপরে সেবার কথা দূরে থাকুক, বাসস্থান নাই, বিশ্রাম নাই, সময়ে আহার নাই। এই সমস্ত দিনের পরে এখন থান দুই রুটি খেলো।

মাহু। মরে' যবে বহিন মরে' যাবে। বড় কাহিল আছে। এ রকম কল্লে বাঁচ্‌বে না।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব মাহু ! বিঠুর জঙ্গলে থাবার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় ৫০০০ মোগল সৈন্য ঘেরাও কল্লে। আমি দুশ অনুচর সঙ্গে করে' পার্ব্বত্য পথে এই দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি ! এদের ডুলি করে এনেছি !"—মাহু হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল।

মাহু। এক খবর আছে রাণা !

প্রতাপ। কি ?

মাহু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে কেবল তাঁর ১০০০ সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ !—কোথায় সে ?

মাহু। এখানে। আজ তার জন্ম দিন। ভারি ধূম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশর বেশী সৈন্য নাই।

মাহু। হামার হাজারো ভীল আছে। তারা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা!

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুত হ'তে হুকুম দাও। আজ রাতে তা'র শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।—যাও শীঘ্র যাও।

"যে আজ্ঞা, তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দিবে বাবা। প্রণাম হই রাণা।—বহিন্ শরীরের যতন করিস্, যতন করিস্। নৈলে বাঁচ্‌বিনা। মরে' যাবি"—এই বলিয়া মাহু চলিয়া গেল।

প্রতাপ। ভক্ত ভীল সর্দ্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্ল্লভ। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত আছো।

ইরা অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"বাবা।"

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধ বিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! যদি আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্ত্তাম, তা হলে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—সে স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যে দিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ—

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে আগিয়ে নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছাইয়ে দিই কেন?

এই সময়ে বালকবেশিনী মেহের উন্নিসাকে লইয়া অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। কে? অমরসিংহ?—এ কে?

অমর। "এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।"—মেহের এক দৃষ্টিতে প্রতাপ সিংহকে দেখিতেছিলেন।

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই কুটীর আপনার বাসস্থান, এই ফলমূল আপনার ভক্ষ্য, এই শষ্প আপনার শয্যা।

প্রতাপ। হাঁ আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে? সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বলবো না। কিন্তু সত্য ব'লতে ভয় হয়; পাছে আপনি শুনে আমাকে পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুতকুলের প্রদীপ। আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। অনেক কথা বিশ্বাস করেছি, অনেক কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তা অদ্ভুত, কল্পনার অতীত, মহিমাময়। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, এই দৈন্য স্বীকার, যখন একবার বশ্যতা স্বীকার কল্লে সম্রাটের দক্ষিণে আপনার আসন গ্রহণ কর্ত্তে পারেন—এ ব্যাপার বিশ্বাস কর্‌বার জন্য চাক্ষুষ করা প্রয়োজন।—রাণা আমি মানসিংহের চর নহি।—বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রতাপ। তবে?

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী? এ বেশে? এখানে?

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যে আপনার পরিবারের সেবা করি।

প্রতাপ। বালিকা—তুমি কে তা এখনও বল নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জানবার প্রয়োজন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার পরম শত্রু,—প্রতিজ্ঞা করুন যে, পিতার নাম শুন্‌লে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমি আপনার আশ্রয় নিইছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম শত্রু আকবর স্নাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"সত্য কথা? না প্রতারণা!"

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা।

প্রতাপ। আকবর সাহার কন্যা আমার শিবিরে কি জন্য?—অসম্ভব।

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা।—আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্য?

মেহের। বিস্তারিত বল্‌ছি এখনই—

ইরা। মেহের না?—হাঁ চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, এঁকে চেনো?

ইরা। হাঁ চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার কন্যা মেহের উন্নিসা!

প্রতাপ। এঁর সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইছিল?

ইরা। হলদীঘাট সমর ক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন—"মেহের উন্নিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা। কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—আমি নিজেই নিরাশ্রয়। তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না! এস মা গুহার ভিতরে লক্ষ্মীর কাছে চল!"

অতঃপর সকলে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাস্তা। কাল—প্রভাত। পথিক বর্গ সমবেত হইয়াছিল।

১ পথিক। এবার খুসরোজে মজা হবে।

২ পথিক। কি রকম?

১ পথিক। এবার শুনিছি একটা পেল্লায় বড় তাঁবু খাটানো হবে! সেখানে বেগম সাহেব এক দরবার কর্ব্বেন, আর যে মায়া মানুষ সবচেয়ে খুবসুরৎ তার গলায় নিজের হাতে হীরার মালা পরায়ে দেবেন।

৩ পথিক। আচ্ছা এই খুসরোজে নাকি পাতসাহ এসে থাকেন।

১ পথিক। আসেন বৈকি।

৩ পথিক। এ কিন্তু ভারি অন্যায়। মায়া মানুষের মাঝে এক পুরুষ মানুষ।

২ পথিক। ওরে তাতে কি! পাদসাহ ত আর মানুষ ন'ন—

৩ পথিক। মানুষ ন'ন কি রকম?

২ পথিক। দেবতা, দেবতা।

৩ পথিক। হুঁঃ দেবতা বল্লেই হোল!

২ পথিক। আরে!—মীরবক্স নিজের চক্ষে দেখেছে।

৩ পথিক। কি দেখেছে? যে আকবর সা দেবতা?

২ পথিক। নিজের চক্ষে দেখেছে যে গোলাম বক্স পাকা আঁবি ছাড়িয়ে দিচ্ছে আর আকবর সাহ গিল্‌ছে।

শ্রোতৃদ্বয় হাসিয়া উঠিল।

২ পথিক। আরে! হাস দাও কেনে?—গিল্‌ছে।—চাকৃছে না; চেবাচ্ছে না, একেবারে গিল্‌ছে। দেবতা নৈলে পারে? হুঁঃ!

১ পথিক। চল্ চল্। হাঃ হাঃ হাঃ!

৩ পথিক। চল্।

২ পথিক। চলনা, মানা কচ্ছে কে?

সকলে প্রস্থান করিল।

গল্প করিতে করিতে তুইজন সৈনিক প্রবেশ করিল।

১ সৈনিক। এবার খুসরোজ আর আকবর সাহের জন্মমাস এক দিনে পড়েছে।

২ সৈনিক। তবে খুব ধূম হবে!

১ সৈনিক। ধূম বলে ধূম!

এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

ঢেঁড়াদারেরা প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিল,—"শোন শোন পুরবাসিগণ! যে ব্যক্তি এই পরশু রোজ থেকে দশদিন ধরে' লাল ভিন্ন অন্য কোন কাপড় পর্ব্বে, বাড়িতে লাল নিশেন না উড়োবে, ঘরে ঘরে রোশনাই না কর্ব্বে, "আকবর সাহকি জয়" ভিন্ন আর কোন কথা মুখে আন্‌বে সে রাজদ্রোহী।—তার রাজদ্রোহীর শাস্তি পেতে হবে"—বলিয়া চলিয়া গেল।

গাহিতে গাহিতে একদল রাজ ভক্ত প্রবেশ ও প্রস্থান করিল।

আজি এ শুভদিনে, শুভক্ষণে, উড়ায়ে দি' জয়ধ্বজায়
উপাধি পেয়েছি যা, রাখ্‌তে তা'ত হবে বজায়।
আমাদের ভক্তি যা এ, সে যে গো মানের দায়ে;
এখন ত উচিত কার্য্য—এদিক ওদিক বুঝে চলাই—
সাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাবা বলায়।

গাহিতে গাহিতে অপর একদল রাজভক্ত প্রবেশ ও প্রস্থান করিল।

আজি, এ শুভরাতি, জ্বালবো বাতি, ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে;—
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।
আমাদের ভক্তি যা এ, এ যে গো পেটের দায়ে;
নিয়ে আয় চেরাগগুলো, নিয়ে আয় দিয়েশলাই—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

গাহিতে গাহিতে তৃতীয় দল প্রবেশ ও প্রস্থান করিল।

"জয় জয় মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র" বলে' জোরে ডঙ্কা বাজাই;—
পাহারা ফির্চ্চে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই।—
আমাদের ভক্তি যা এ, এ যে গো প্রাণের দায়ে;
কি জানি কখন ফাঁসি পিছন থেকে পড়ে গলায়—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

গাহিতে গাহিতে চতুর্থ দল প্রবেশ ও প্রস্থান করিল।

"আমরা সব রাজভক্ত রাজভক্ত" বলে' চেঁচাই উচ্চরবে;—
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বল্‌তে হবে।
আমাদের ভক্তি যা এ, মানের, প্রাণের, পেটের দায়ে;
দেখে সে, রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায়—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

গাহিতে গাহিতে পঞ্চম দল প্রবেশ ও প্রস্থান করিল।

ভোলানাথ শুয়ে আছেন—ঈশ্বর তাঁকে সুখে রাখুন;—
কালী জিভ মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন;
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটে আঁকা;
আমরা সব নিইছি শরণ মোগলদেবের চরণ তলায়—
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—ফিনশরার দুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা। শক্তসিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন।

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চুপ করে' এই দুর্গে বসে' আছি বলে' মনে কোরোনা যে আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ভুলে গিয়েছি। আগ্রা হতে পথে আস্‌তে কতিপয় রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে', এই ফিনশরার দুর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা করেই নিশ্চিন্ত নাই। প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজ্‌ছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীর হত্যা করেছি আরো কত হত্যা কর্ত্তে হবে কে জানে!—অন্যায় কর্চ্ছি? কিছু না! শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশবৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিছু অন্যায় কচ্ছিনা।

জনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

শক্ত। সম্বাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ। রাণা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জ্বালিয়ে দেওয়ার সম্বাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব।—দুর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও!

দূত চলিয়া গেল। শক্ত কহিলেন—মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলত উন্নিসা আস্‌ছেন।

সসঙ্কোচে দৌলৎ উন্নিসা প্রবেশ করিলেন।

শক্ত দৌলৎকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও দৌলৎ?"

দৌলৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন—"সুশীতল ছায়া।"

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিছু কি বক্তব্য আছে দৌলৎ?—নীরব রৈলে যে!

দৌলৎ "নাথ"—বলিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইলেন।

শক্ত। হাঁ "নাথ"। তার পর?—আচ্ছা দৌলৎ!—এই দুপর রোদ্রে "নাথ, প্রাণেশ্বর" এই সম্বোধন গুলো কি রকম বেথাপ ঠেকেনা?। প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো এক রকম চলে যায়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে দিবা দ্বিপ্রহরে "নাথ, প্রাণেশ্বর" এই শব্দগুলো কি অনেকটা উত্তপ্ত রন্ধনশালায় পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকেনা?

দৌলৎ। নাথ! পুরুষের পক্ষে কি, জানি না! কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পুরুষের কাম তৃপ্ত হয়। রমণীর কাম তৃপ্ত হয় না। এই ত!

দৌলৎ। স্বামী স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভূ?

শক্ত। পুরুষ নারীর ত এই সম্বন্ধ। পুরোহিতের গোটা দুই অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর আমাদের সে টুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রীও নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলৎ উন্নিসার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইল। তিনি কহিলেন—"প্রভু—!"

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধরসুধাপান ভিন্ন পুরুষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উন্নিসা ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলৎ দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন—"এই ত নারী! নেহাৎ অসার! —নেহাতই কদাকার! আমরা লালসায় মাত্র তা'কে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে স্বীয় পুষ্টির জন্য নেয় যত সুন্দর সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিষ; আর"—ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পীড়িত করিয়া কহিলেন—"আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্তও দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং, মৃত্যুর পরে তাঁকে দুদিন গৃহে রাখ্‌লে, মন্দার সৌরভ ছড়াতে থাকেন।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?"

শক্ত। হাঁ প্রত্যূষে। পাঁচ হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল।—আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দুর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন—"সেলিম! আকবর! মোগল সাম্রাজ্য! তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিষ্পিষ্ট ক'র্ব"—এই বলিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরিক দৃশ্য। কাল—সন্ধ্যা। রেবা একাকিনী মালার গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মান। বিবিধবেশধারিণী

রমণীগণ সেখান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেজের উপর বাম কফোনি এবং বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময় একজন মহার্ঘভূষাভূষিত ললনা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কি বিক্রয় হয়' ?

রেবা। ফুলের মালা।

আগন্তুক। দেখি একছড়া।—এ কি ফুল ?

রেবা। অপরাজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি; কিন্তু মালাটি ছোট।—কত দাম ?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা।

আগন্তুক। "এই নেও মুদ্রা! দাও মালাগাছটি। সম্রাটের গলায় পরিয়ে দেবো।"—মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। ইনি ত সম্রাজ্ঞী! কৈ সম্রাট্‌কে দেখ্‌লেম না তো।

এই সময় অনুরূপ বেশধারিণী অপর এক মহিলা আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয় ?"

রেবা। হাঁ বিক্রয় হয়।

২ আগন্তুক "দেখি" বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মালা গাছটি কি ফুলের ?"

রেবা। কদম্ব।

২ আগন্তুক। এত বড় ফুল!—দাম কত ?

রেবা। দুই স্বর্ণ মুদ্রা।

২ আগন্তুক। "এই নেও দাম!"—বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। কি আশ্চর্য্য মেলা! এমন জিনিষ নাই যে এখানে নাই! কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের স্ফটিকপাত্র, চীনের মৃৎপুত্তলি, তুর্কীর কার্পেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই ?—এরূপ মেলা দেখিনি!

মালা গলায় সম্রাট প্রবেশ করিলেন।

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের ?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের ভগিনী।

রেবা। হাঁ।

আকবর স্বগত কহিলেন "সেলিমের উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত বটে।" পরে রেবাকে কহিলেন—"তোমার আর মালাগুলি দেখি" বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। "এ সমস্ত মালার দাম কত ?"

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর—"এই নাও দাম। আমি সবগুলিই ক্রয় কর্ল্লাম" বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন।

রেবা। আপনি সম্রাট্ আকবর ?

আকবর—"যথার্থ অনুমান করেছো" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দৃশ্যান্তর। (১)

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর। কাল—রাত্রি। নৃত্য গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

একি, দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'।
একি, নিশীথ পবনে, ভবনে ভবনে, বাঁশরি উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধসমুচ্ছ্বসিত তোরণে, গুম্বে, প্রাঙ্গণে ;
একি, রূপ-তরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায়—"জয় জয় মোগল রাজ ভারত ভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয় ;
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে—ভুবনে ভুবনে ;
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকা রাজি।

দৃশ্যান্তর। (২)

স্থান—খুসরোজ মেলার ঈষৎ অন্ধকারময় রাজপ্রাসাদ-পথ। কাল—রাত্রি। যোশী একাকিনী পথ খুঁজিতেছিলেন। এমন সময়ে আকবর সহসা, বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিলেন।

আকবর। তুমি এখানে কেন সুন্দরী?

যোশী। আমি পথ হারিয়েছি। আপনি বুঝ্‌ছি স্বয়ং সম্রাট্‌ আকবর! আমাকে অনুগ্রহ ক'রে পথ দেখিয়ে দেন।

আকবর। কিসে বুঝ্‌লে যে আমি স্বয়ং সম্রাট্‌।

যোশী। শুনেছি এ মেলায় স্বয়ং সম্রাট্‌ ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ!

আকবর। সত্য অনুমান করেছো। আর জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি সুন্দরি, যে তুমি কে?

যোশী। আমি রাজকবি পৃথ্বীরাজের স্ত্রী, মেবারের কন্যা যোশীবাই।

আকবর। আপনি!—এই আপনার—এই মেলায় প্রথম পদার্পণ?

যোশী। হাঁ সম্রাট্‌। এ স্থান আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমায় অনুগ্রহ ক'রে পথ দেখিয়ে দিন।

আকবর। সুন্দরি! এখানে প্রবেশের পথ অতি সরল; কিন্তু নিষ্ক্রমণের পথ অতি দুর্গম!—যদি—

যোশী। আমায় পথ দেখিয়ে দিন! এই কি পথ?—বলিয়া গমনোদ্যত হইলে, আকবর সম্মুখে আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"সুন্দরি!—যদি এখানে অনুগ্রহ ক'রে এসেছো, তবে ততোধিক অনুগ্রহ ক'রে আমার নিভৃত কক্ষে এসো!"

যোশী। পথ ছাড়ুন!

আকবর। বুঝেছি তুমি নিতান্ত বালিকা! জানোনা সম্রাট্‌

আকবর সুন্দরীর পক্ষপাতী।—সুন্দরি!—এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন।

যোশী। জানি, এ বার্ষিক মেলা সম্রাটের পাপলিপ্সা চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য! বালিকা হ'লেও জানি, সম্রাট্ আকবর যেরূপ পরস্বাপ-হারী, সেইরূপ লম্পট! কিন্তু তথাপি এ কথা জান্‌তাম না যে, সম্রাট্ এত নীচ যে, নিজের আলয়ে পেয়ে কুলনারীর অপমান ক'র্ত্তে মনে দ্বিধা করেন না!—পথ ছাড়ুন।

আকবর। আমি তোমাকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করে স্বগৃহে ফিরে পাঠিয়ে দেবো!

যোশী। ভগবান্!—এও শুন্তে হ'ল!

আকবর। আমি তোমাকে আমার এক সাম্রাজ্যখণ্ড দিব।

যোশী। আপনার সাম্রাজ্যে আমি পদাঘাত করি।

আকবর। সুন্দরি! তোমার রোষরক্তিম বদনমণ্ডল সমধিক লোভনীয়!—এস!—আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ কর্ব্ব না। এর পরে আমরা ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ কর্ব্ব—অপরি-চিতের ন্যায়। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, তোমার সম্মান বাড়্‌বে বৈ কম্‌বেনা, তোমার গর্ব্বিত শির উচ্চতর হবে বই হেঁট হবে না। এস—" এই বলিয়া আকবর যোশীর হাত ধরিলেন।

যোশী। [হাত ছাড়াইয়া ছুরিকা উত্তোলন করিয়া] "অধম!—" আকবর সচকিতে পিছাইয়া আসিলেন—"জেনো আমি হিন্দুনারী! যত কুলাঙ্গার হিন্দু নরপতি এই নীচ পাশব পৈশাচিক খুসরোজে আপনাদের সম্মান খুইয়ে তোমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়েছে! কিন্তু তা'রা আর হিন্দু নাই। এই দুর্দ্দিনে হিন্দু হিন্দুত্ব হারিয়েছে! তুমি সম্রাট্? তুমি সমগ্র ভারতের অধিপতি?—পথ ছাড়ো, হেয়! কাপুরুষ! লম্পট!—নহিলে"—ছুরিকা উত্তোলন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন "নহিলে জেনো এ ছুরিকাতে ধার আছে!"

আকবর। বীরনারী! পথ ছেড়ে দিচ্ছি! আকবর লম্পট হ'লেও প্রকৃত সতীত্বের মর্য্যাদা জানেন। তিনি কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কলঙ্কিত ক'র্ত্তে চাহেন না। আকবর মহৎ না হলে'ও মহত্ব চেনেন!—আসুন এই বাহিরে যাবার পথ।

এই বলিয়া সম্রাট্ যোশীবাইকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি। পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন।

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
ভারত সম্রাট্ আকবর সাহা—

এই শেষটা ঠিক খাপ্ খাচ্ছে না। আকবর কথাটা যদি তিন অক্ষরের হ'ত, শুন্তে হ'ত ঠিক! কিন্তু—

এমন সময় যোশী প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আস্‌ছো!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আস্‌ছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখ্‌লে! কি বিপুল আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলেছিলাম না? তা হবে না আকবরসাহার খুসরোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
সম্রাট্ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি ক'র্ত্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়শির নুয়ে পড়্‌ছে না? গণ্ড আরক্তিম হ'চ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হ'চ্ছে না? এই নীচ স্তুতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ!—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তুতির যোগ্য ব্যক্তি! যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিরাট রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্; যিনি হিন্দু-মুসলমান জাতিকে এক সূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র, বিবেচনা করেন—বলে যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি, তাই বল্‌ছ!

যোশী। দেখিছি প্রভু! আজ দেখছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাক্‌তো তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত!

পৃথ্বী কহিলেন—"কি বল্‌ছো যোশী!"

যোশী। কি বল্‌ছি? প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও। নহিলে আমি মনে কর্ব্ব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বত্ব নাই, যে স্বত্বে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বল্‌বো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষ-জাতির উপর ধিক্কার জন্মে; ঘৃণা হয়;—ইচ্ছা হয় যে, আমরা নিজের

রক্ষার্থে নিজেই তরোয়াল ধরি!—হায়, এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামা-লিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি—এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুন্‌ছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী?

যোশী। "সত্য কথা? কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যা ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে?—যাও তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট শোনগে যাও—আরও শুন্‌বে;—যে সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, সম্রাট্ দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল; আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই রায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধূ ব'লে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর্লেন। আর্য্য-জাতির কি এতদূর অধোগতি হ'য়েছে? যে রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে?—ধিক্!" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। কি শুন্‌ছি! এ সত্য কথা? কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। এখন কি করি?—কি আর কর্ব্ব? আকবর সাহা সর্ব্বশক্তিমান্! কি আর ক'র্ব্ব! উপায় নাই—উপায় নাই!

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—গিরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা। ইরা রুগ্ন শয্যায়—নিকটে মেহের উন্নিসা বসিয়াছিলেন।

ইরা। মেহের!

মেহের। দিদি!

ইরা। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহিরে গেল কেন?—আমি ম'র্ত্তে যাচ্ছি ব'লে?

মেহের। বালাই! ও কথা ব'ল্‌তে নেই, ইরা!

ইরা। ও কথা বল্‌তে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন কদিনের জন্য? কিন্তু মরণ চিরদিনের। মরণ সমুদ্রে জীবন ঢেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হতে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব। চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্যক্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে যায়।—মেহের!

মেহের। বোন্!

ইরা। তুই মোগল কন্যা, আমি রাজপুত কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের—এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব জন্মের। তবু তোর সঙ্গে আলাপ ক'দিনের?—সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন্।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়া দিলে। সে স্বপ্ন বড় ছোট, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয় আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিল্‌বো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবার মিল্‌বো!—কোথায়?

ইরা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ঐখানে! এখন তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না; কারণ জীবনের তীব্রালোকে তাকে ঢেকে রেখেছে যেমন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতি কোটি নক্ষত্রের জ্যোতিকে ঢেকে রাখে। যখন এজ্যোতি নেবে যাবে, তখন সে অপূর্ব্ব জ্যোতির রাজ্য মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!

মেহের নীরব হইয়া রহিল। ইরা আবার কহিতে লাগিল—"ঐ যে দেখ্‌ছিস্ মেহের, ঐ আকাশ—কি নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর!—ঐ

সন্ধ্যার সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণবন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ রঞ্জিত মেঘমালা—কি রঙের খেলা, যেন একটা নীরব রাগিণী—এ সব কি আসল জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ মনে করিস্?

মেহের। তবে কি বোন্?

ইরা। এ সব একটা পর্দ্দার উপর আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম সৌন্দর্য্য আছে—এর পিছনে—ঐ আকাশের পিছনে, ঐ সূর্য্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিল।

ইরা। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন "ঘুম আস্‌ছে! ঘুমাই।"

এই সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রতাপ প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘুমোচ্ছে?"

মেহের। হাঁ এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও বিশ্রাম করগে, আমি বসছি!

মেহের। না আমি বসে' থাকি—আপনি সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।—যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো!

মেহের "আচ্ছা।"—বলিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায়?

মেহের। ছেলেপিলেদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ডেকে দেবো?

প্রতাপ। কাজ শেষ হলে' একবার আস্‌তে বলো।

মেহের উন্নিসা প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ "এই আমার জীবন। তিন দিন একাদিক্রমে বন হ'তে বনান্তরে ফিরছি মোগলসৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা আহার হয়নি, খাবার অবসরের অভাবে। তার উপর এই রুগ্ন কন্যাকে নিয়ে আর একাহারী পুত্র কন্যাদের নিয়ে সসব্যস্ত"—এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্র কন্যার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রাতাপ। কাল মোগল হস্তে বন্দী হতাম। কেবল বিশ্বস্ত ভীল সর্দ্দারের অনুগ্রহে সে অপমান থেকে রক্ষা পেইছি। ভীল সর্দ্দার নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে। এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণ রক্ষার্থে। তাদের স্ত্রীরা অনাথা হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে, আমার জন্য—আমাকে বাঁচাতে! প্রতিজ্ঞা আর থাকে না; আর রাখ্‌তে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইরা ঘুমোচ্ছে?"

প্রতাপ। হাঁ ঘুমোচ্ছে।—লক্ষ্মী! ছেলেরা কাঁদ্‌ছিল কেন?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে রেখেছে, এমন সময়ে বন্য বিড়াল এসে রুটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছে!

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায়?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিইছি। আমরা এক দিন নিরাহারে থাকৃতে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন—"লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী। প্রাণেশ্বর!

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে' অনেক সয়েছো। আর সইতে হবে না। এবার আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে? কেন নাথ!

প্রতাপ। আর পারি না। চক্ষের সাম্‌নে তোমাদের এ কষ্ট দেখ্‌তে পারি না। আর কত কাল এই রকম শৃগালের মত বন হতে বনে প্রতাড়িত হবো! আহার নাই! নিদ্রা নাই! বাসস্থান নাই! অমি সব সহ্য কর্ত্তে পারি। কিন্তু তুমি!—

লক্ষ্মী। আমি! নাথ! তোমার অজ্ঞা পালন করে'ই আমার আনন্দ!

প্রতাপ। সহ্য করারও একটা সীমা আছে। আমি কঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি নারী—

লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা করো না। নারী জাতি স্বামীর সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নারী জাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিঁধে আমার বক্ষে। আমরা নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি; স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে' রক্ষা কর্ত্তে চাই; সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি।

প্রতাপ। আর এই পুত্র কন্যারা?—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র কন্যা আগে?

প্রতাপ। লক্ষ্মী তুমি ধন্য! তোমার তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো! কিন্তু আমি যে আর পারি না। আমি দুর্ব্বল; তুমি আমাকে বল দেও; আমি তরল, তুমি আমাকে কঠিন কর; আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি তুমি আমাকে আলো দেখাও।

ইরা। মা!

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো মা?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা?

ইরা। মৃত্যু! এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুক্ত আত্মা তা'তে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম সৌন্দর্য্যময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কর্চ্ছে! কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা মূর্ত্তিময়ী, কামনা বর্ণময়ী, ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন "স্বপ্ন দেখেছে!"

ইরা সচকিতে জাগ্রত হইয়া কহিলেন—"যাঃ ভেঙে গেল।—একি মা আমরা কোথায়?"

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি;—মেহের কোথা?

লক্ষ্মী। ডাক্‌বো?—ঐ যে আস্‌ছে।

নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন।

ইরা। তুমি কোথা গিইছিলে! এ সময় ছেড়ে যেতে আছে? আমি যাচ্ছি, দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লে যাবো!

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বল্‌ছো ইরা?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি। তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছোনা। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি। মা আমি যাচ্ছি। যাবার আগে দুটো কথা বলে যাই; মনে রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর। আর সইবে না।—বাবা! আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা করেছো। সম্রাট্ মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন; হোন! কি হবে কাটাকাটি মারামারি করে? সব ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা! —তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন্!—বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে গেলাম। তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার

মত, দেখো। কি শুভক্ষণে মেহের এখানে এসেছিল; সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম? মেহের!—তুই আর আমি যে রকম বন্ধু হইছি, তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এঁদের মধ্যে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস্। মনে থাকে যেন বোন্।

মেহের। মনে থাক্‌বে ইরা!

ইরা। "তবে যাই! বাবা—! মা! চরণ ধূলি দেও।" পিতামাতার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে কহিলেন "মেহের যাই বোন্। বড় সুখের মৃত্যু এই। আমি বাপ মায়ের কোলে তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা কয়ে মর্ত্তে পাল্লাম! তবে যাই!"

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা! ইরা!—মা চলে' গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—আকবরের মন্ত্রণা কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর পত্রহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান।

আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার অজেয় শত্রু নাই! তুমি প্রতাপের মত দৃঢ় শত্রুকেও বিচলিত করেছো। কৈ পৃথ্বী এখনো এলেন না?

মহাবৎ প্রবেশ করিল।

মহাবৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক।

আকবর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও, প্রতি সৌধচূড়ায় শুভ্র-চীনাংশুক পতাকা উড়ুক; রাজপথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক; দিল্লীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত ও মুসলমান উৎসব সমিতি করুক; মন্দিরে, মসজিদে, ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক; দিল্লীনগরী আলোকিত হোক; দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর! আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বুঝেছো মহাবৎ! যাও শীঘ্র যাও।

মহাবৎ "যো হুকুম জাঁহাপনা"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"পৃথ্বী! ভারি সুখবর। এ বিষয় তোমাকে একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে।"

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপানা?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। একি পরিহাস জাঁহাপনা?

আকবর। এই পত্র দেখ। পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন; পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন।

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব বল দেখি?

মানসিংহ। "এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাঁহার আগমনের জন্য মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা কর্চ্ছে।"—পরে স্বগত কহিলেন —"কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান যে মুক্তার কাছে নকল মুক্তা।"

পৃথ্বী। জাঁহাপনা এ জাল পত্র!

আকবর চমকিয়া উঠিলেন "কিসে বুঝিলে জাল?"

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য! আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মকে কুৎসিৎ, সঙ্গীতকে কর্কশ কল্পনা কর্ত্তে পারি, কিন্তু প্রতাপের এ সংকল্প কল্পনা কর্ত্তে পারি না! এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়।

"প্রতাপ সিংহেরই হস্তাক্ষর! পৃথ্বী কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দিল্লী নগরীতে উৎসবের আজ্ঞা দিয়াছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন কোন ত্রুটি না হয় মানসিংহ।" আকবর এই বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন "কি বল পৃথ্বী?"

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা—শেষ আশাদীপ নির্ব্বাণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বুঝেছি পৃথ্বী তোমার মনের ভাব। তোমার আক-বরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে।—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত কর্ত্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইবনা।

পৃথ্বী। "মানসিংহ! তুমি মহৎ।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

"প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কল্লে কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হলো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে পড়লো।"—এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—পৃথ্বীর বহিঃকক্ষ। কাল—প্রভাত। বিকানীর, মাড়োয়ার, গোয়ালিয়র, চান্দেরী ও পৃথ্বীরাজ আসীন।

মাড়োয়ার। খুশরোজ শেষ হোল।

গোয়ালীয়র। হাঁ, এই সাম্বৎসরিক রাজপুত মহিলার অপমান লীলা শেষ হোল।

চান্দেরী। বিকানীর কি ভাবছো? কথা কচ্ছ না যে!

বিকানীর। কিছু কহিবার নাই।

চান্দেরী। বিকানীরের চেহারাটা বড় সুবিধা রকম ঠেকছে না। কিছু হয়েছে?

গোয়ালীয়র। এবার খুশরোজে একটা ঘটনা হয়েছে। তার অস্ফুট জনরব কানে পঁহুছিয়েছে। তা কি সত্য বিকানীর?

বিকানীর। না, মিথ্যা কথা।

গোয়ালীয়র। মিথ্যা কথা!—খুশরোজপ্রত্যাগত বিকানীরের রাণীর অলঙ্কারের ধ্বনি আমরা নিজের নিজের বাড়ীতে কামরায় ব'সে শুনতে পেলাম! আঃ কি রকম বাজছে—রিণিকি ঝিনিকি রি নি নি—এ রকম আওয়াজ দেশী সেকরার নয়ত দাদা। সে হদ্দমদ্দ বলবে "ঠিনিক ঠিনিক ঠিনি নি"। কিন্তু রি নি নি ঝি নি নি রি নি নি"—এ দাদা মোগল সেকরা নৈলে গড়তেই পারে না।

মাড়োয়ার। তোমার রাণী কি রকম অভ্যর্থনা পেইছিলেন? শুনি না।

বিকানীর। অভ্যর্থনা যথাযথ হইছিল। একটু উষ্ণ সমাদর।

গোয়ালীয়র। তবু কি রকম, বিকানীর, কি রকম শুনি!

চান্দেরী। হাঁ হাঁ বলনা! খুলেই বলনা।

বিকানীর। রাজগণ! নিজের নিজের পত্নীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন। তাঁরা কিরূপ সমাদর পেয়েছেন শুনবেন! তাঁদের ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলতে বলবেন; নিজেদের সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে বলতে বলবেন, তাঁরা কিরূপ সমাদর পেইছিলেন! হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে কাজ কি?

এই সময়ে উন্মুক্তকেশী, বিস্রস্তবসনা, আরক্তনেত্রা ভৈরবীবেশিনী যোশী বাই মূর্ত্তিমতী ঝটিকার মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া তড়িদাহতবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। যোশী পরে দুই হস্ত ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চ স্পষ্টস্বরে কহিলেন;—

"শোন, সমবেত রাজবৃন্দ! শোন, রাজপুত জাতি! শোন, ধর্ম্ম! আমি যোশী বাই, পৃথ্বীরাজের স্ত্রী! লজ্জার মাথা খেয়ে, কুলবধূ আমি আজ তোমাদের সাক্ষাতে বেরিইছি! কেন?—নিজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ কর্ত্তে। সে কথা বক্ষে চেপে রাখ্‌তে পারি না। পুড়ে যাচ্ছি! পুড়ে যাচ্ছি। শোন—আমি খুশরোজে গিইছিলাম; ফিরে এসেছি। গিইছিলাম মান নিয়ে, এসেছি মান হারিয়ে। এ আমি একা নহি! এই সাম্বৎসরিক লালসালীলায় অর্দ্ধেক রাজপুত মহিলাই সম্মান হারিয়ে এসেছেন; অপরার্দ্ধ ধর্ম্ম হারিয়ে এসেছেন। লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা, যে এ কথা আমাদের আজ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশ কর্ত্তে হোল! কিন্তু নিদ্রা যখন নিতান্ত গভীর হয় তখন এই রকম পাদুকাঘাতে সে নিদ্রা ভঙ্গ কর্ত্তে হয়। শুন্তে পাই হিন্দু আর কিছু না করুক, হিন্দু নারীর সতীত্বরক্ষার্থে প্রাণ দেয়। আজ কি হিন্দু সে বলটুকুও হারিয়েছে? সে মনুষ্যত্বও হারিয়েছে? রাজপুতদের মধ্যে কি একজনও নেই, যে হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য একটা অঙ্গুলি তোলে?

যোধপুর। আছে এক জন, সে রাণা প্রতাপ।

যোশী বলিলেন "না আর নাই। এই দেশব্যাপী নীচতার মধ্যে এত দিন ছিল ঐ এক জন মাথা উঁচু করে'—সে রাণা প্রতাপ। এই মানের গৌরবের বিরাট ধ্বংসের মধ্যে ছিল এক অজেয় হৃদয়—সে প্রতাপের। রাজপ্রসাদভোজী নীচ রাজপুত রাজকুলাঙ্গারদের মধ্যে গরিমাময় গর্ব্বিত দৈন্যে এত দিন ছিল এক মহাপুরুষ—সে প্রতাপ। কিন্তু আর নাই। সে প্রতাপেরও শির আজ সম্রাটের নিকট নুয়ে গিয়েছে। এতদিন সতী হিন্দুনারী সেই প্রতাপের নাম জপ করে' ছিল। কিন্তু সে প্রতাপ সিংহ আর নাই। তবে আর কেন? যখন রাজপুত নারীর সম্মান না রাখে, যখন স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্ম না রাখে, যখন তার এক মাত্র উপায়, শেষ অবলম্বন এই"—ছুরিকা উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"দেখি এতেও যদি

হিন্দু উদ্দীপিত হয়, এতেও যদি তার মনুষ্যত্ব জাগে।”—এই বলিয়া যোশী বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া পতিত হইলেন।

সকলে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পৃথ্বী “যোশী! যোশী! কি কল্লে যোশী”—বলিয়া যোশীর নিকটে গেলেন।

যোশী। যাও স্বামী! আমার অপমানকারীর পদলেহন করগে। তার গুণ কীর্ত্তন করো। যখন ধর্ম্ম আর তুমি ভিন্ন, তখন ধর্ম্ম আমার; তুমি আমার নও। যখন স্বামী পত্নীর ধর্ম্ম রক্ষা করে না, তখন সে নিজের ধর্ম্ম নিজে রাখে।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি। প্রতাপ ও লক্ষ্মী।

প্রতাপ। মেহের উন্নিসা কোথায় লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। রন্ধন কচ্ছে!

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের মত ভাল বেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে আমার ভাবী পুত্র বধূ যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীরব রহিলেন।

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার? কন্যা ইরা পুণ্যধামে গিয়েছে! সে জন্য দুঃখ কি?

লক্ষ্মী “নাথ”—বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ। আর, আমাদের আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবো।—কেঁদোনা লক্ষ্মী!

"আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদবো না। তুমি গুরু আমি শিষ্যা, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যাই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর!"—বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া রাণাকে কহিলেন—"রাণা আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' দিল্লী নগরে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল; প্রতি সৌধচূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।

প্রতাপ, ম্লান সহাস্যে উত্তর করিলেন—"সম্মানের কথা বটে!"

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় রাণার স্থান তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম আসন নির্দ্দেশ করেছেন!

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ।

এই সময়ে সেই গুহায় শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কে? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসিছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক্ মেবার, যাক্ চিতোর, যাক্ কমলমীর।

শক্ত। পৃথিবী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক।

শক্ত। মাড়বার, যোধপুর হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক।

শক্ত। মানসিংহ হাস্‌বে।

প্রতাপ। দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ উত্তর করিলেন—"হাসুক! কি কর্ব্ব।"

শক্ত। দাদা! তোমার মুখে এ কথা শুনবো যে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব ভাই।—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের দুর্দ্দিন গিয়েছে এখন তার সুদিন আস্‌বে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন। শক্ত আবার কহিলেন—"জান দাদা, এখানে আস্‌বার আগে আমি ফিনশরার দুর্গ জয় করে' এসেছি।"

প্রতাপ। তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখানে দিয়ে এসেছি, চীৎকারে বল্‌তে বল্‌তে এসেছি যে 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ। যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে—কে আস্‌বে এসো।'—তা শুনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো, পিতা ছেলে ছেড়ে এলো; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো; রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধল্লে; কুব্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে যে-কি যাদু আছে তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীম সাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুহায় এই সময়ে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলেন।

কৈ রাণা প্রতাপ?

প্রতাপ। কে? পৃথ্বীরাজ! তুমি এখানে?

পৃথ্বী। আমি এখানে। প্রতাপসিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো ?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপসিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কল্লে।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি। আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল, যে প্রতাপের গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম। বল্‌তে পার্ত্তাম যে, এই সার্ব্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথ্বী! লজ্জা করেনা যে, তুমি, তোমার ভাই বিকানীর, গোয়ালীয়র, জয়পুর, মাড়োয়ার, সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্ব্বে; আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য যে দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জ্জন করে', তোমাদের গৌরব কর্ব্বার আদর্শ যোগাবো ?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জ্জন গরিমায় বাস করে! দীপ অনেক জ্বলে নেবে; কিন্তু সূর্য্য এক! শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্ব্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে' থাকে! প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে, সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারী উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে', নীরন্ধ্র কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! তুমি এসেছো শুধু দেশ উদ্ধার কর্ত্তে নয়—কি রকম করে' দেশ উদ্ধার কর্ত্তে হয় তাই শেখাতে! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট কর্ব্বে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে, আর্য্যবর্ত্তকে মোগল সম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্ব, ত মোগল সিংহাসন কদিন টিঁকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কল্লাম;—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে! হা ধিক্!—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বশান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথ্বী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে! না খেয়ে, জঙ্গলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নাই। আমি এখন তার কঙ্কালমাত্র!

পৃথ্বী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—"কি ইরা নাই?"

প্রতাপ। না, নাই! দারিদ্র্যের কঠোর তুষারসম্পাতে ঝ'রে গিয়েছে।

পৃথ্বী। হা ভগবান্! মহত্ত্বের এই পরিণাম! প্রতাপ! আমি সমদুঃখী! তুমি মহৎ, আমি নীচ; কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান!—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই?

পৃথ্বী। নাই! সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তার মৃত্যু হোল পৃথ্বী?

পৃথ্বী। তবে শুন্‌বে প্রতাপ আমার কলঙ্ককাহিনী? খুসরোজে আমার নবোঢ়া বনিতার নিমন্ত্রণ হয়; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে সম্রাট্ পৈশাচিক লালসায় তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে! সে শোণিত ছুরিকার সাহায্যে আপনাকে রক্ষা করে! শেষে বাড়ী ফিরে এসে সে সেই ছুরী সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে।

প্রতাপ। আকবরের এতদূর স্পর্দ্ধা! হিন্দুরাজগণের অপমান করে'ও তৃপ্তি হয় নি? শেষে হিন্দু মহিলার প্রতি আক্রমণ। আকবর! তুমি ভারতবিজয়ী বীর পুরুষ!

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি। এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ!

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে' থাক্‌বে?

প্রতাপ। কি ক'র্ব্ব আমার যে কিছুই নাই!—আমি একা কি ক'র্ব্ব? আমার সৈন্য নাই! পাঁচ জন সৈন্যও নাই।

শক্ত। আমি নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্ব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাকৃতো, তা হলে' আবার নূতন সেনাদল গঠন ক'র্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য। অর্থ নাই!

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বল্‌ছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়? মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই!

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল না উন্মাদ?—কোথা অর্থ?

ভীম সাহা। রাণা! চিতোরের সুদিনে আমার পূর্ব্বপুরুষরা রাণার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের! আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি!

প্রতাপ। মন্ত্রী! প্রভূত অর্থ! কত?

ভীম সাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধরে' বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবা-

রের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্যে অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে। তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্ত্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীম সাহা। "প্রভু! এমন দিন আসে যখন ভৃত্যের নিকটে গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমানকর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে; দেশ গিয়েছে, ধর্ম্ম গিয়েছে, শেষে এক যা আছে নারীর সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর!—রাণা! আমি আমার পূর্ব্ব পুরুষের ও আমার এ আজন্ম অর্জ্জিত ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নহে, তোমার হস্তে দিচ্ছি দেশের জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য, হিন্দুনারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য। ইহা দেশের জন্য ব্যবহার কর।" এই বলিয়া জানু পাতিলেন।

শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন—"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা।"

প্রতাপ। তবে তাই হোক! এ দান আমি নেবো। যতদিন এক-জনমাত্র রাজপুত সৈন্য থাকবে; তত দিন হিন্দুনারীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। আকবর! তুমি সাপের গর্ত্তে পা দিয়েছো।

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! সুপ্তসিংহ জেগেছে।—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়েছিলেন। সে কিন্তু সত্যযুগে! কলিকালেও যে তা সম্ভব তা জান্তাম না।

ভীম সাহা। পৃথ্বীরাজ! হিন্দুনারীর সতীত্ব যখন বিপন্ন, তখন কোন্ হিন্দু সন্তান আছে আপনার সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা রক্ষা না করে?

শক্ত। দাদা! আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ করিগে যাই। এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র সেনার বন্দুকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া

কহিলেন—"দাঁড়াও আমিও যাবো।—এক দিন যোশী বলেছিল যে "গাও সেই গান যা আর্য্যাবর্ত্ত ছেয়ে পড়ে।" আজ সে গান গাইব। সে গানে আকাশ ধ্বনিত হবে; সে গানে দেশে আগুন জ্বল্‌বে; সে গানে রাজপুতনার প্রতি পাহাড়ের প্রত্যেক কঠিন হিম প্রস্তর জেগে উঠ্‌বে।—জয় মা কালী!

সকলে। জয় মা কালী!

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—গিরিসঙ্কট। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণ। দূরে পল্লীবাসীগণ। পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত।

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া,
যখন বিপন্না জননী জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে,
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে।
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালি!

সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে, শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী?
মোগল-চরণবিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?
কোষনিবদ্ধ র'বে তরবারি,
যখন বিলাঞ্ছিত ভারত নারী?
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে ; শত্রুকরে কভু হবনা বন্দী ;
ডরি না, থাকে যা'ই অদৃষ্টে—অধর্ম্ম সঙ্গে করি না সন্ধি !
রবনা, হবনা, মোগল ভৃত্য,
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রু সৈন্যদল করিব বিচ্ছিন্ন ;
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব নাহি যবন পদচিহ্ন।
মোগল রক্তে—করিব স্নান ;
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মানসিংহের বাটী। কাল সন্ধ্যা। মানসিংহ ও মহাবৎ।

মানসিংহ। কি! শক্তসিংহ আমার প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছে!

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ!

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে!

মহাবৎ। প্রতাপ সিংহ কমলমীর দখল করে' সেখানে দুর্গ তৈরি কচ্ছে।

মানসিংহ। যাও তুমি দশ হাজার মোগল সৈন্য নিয়ে শক্তসিংহের ফিনশরার দুর্গ আক্রমণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা! বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। কি অদ্ভুত এই দেবারের যুদ্ধ।—কি সাহস! কি কৌশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ সিংহ! তোমার

মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও যদি গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম; সে আমার কি সম্মান, কি মর্য্যাদার কারণ হ'ত! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমাদের ভাগ্য চক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হতে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর, আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা কর্চ্ছি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি। যাবনিক প্রথার উপর আমার বর্ত্তমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্রাটের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। তাই তিনি সেলিমের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নূতন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন। আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে আমার প্রতি সেলিমের বিদ্বেষক্ষত আরাম কর্ত্তে মনস্থ করেছেন!—কি বিচক্ষণ, গভীর কূট রাজনৈতিক এই আক্‌বর!

এই সময়ে রেবা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"দাদা"

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা—

মানসিংহ। কি রেবা?

রেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ। হাঁ রেবা!

রেবা। কুমার সেলিমের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি!

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—এই বিবাহ সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা!—এ সম্রাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্রাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হ'তে পারে! কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে!—এ বিবাহ হবেনা।

মানসিংহ।—কি বল রেবা!—আমি কথা দিয়াছি।

রেবা। কথা দিয়েছো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না করে'? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না করে' ঘোড়া-বেচার মত যার তার হাতে তাকে সঁপে দিতে পারো?

মানসিংহ। কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি!

রেবা। সম্রাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে?

মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম! তবে আমার আপত্তি নাই।

মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে! তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য জানি! তোমার মতেই আমার মত।

মানসিংহ। রেবা! এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

"যদি হই সেই টুকুই লাভ—কারণ তার আশা করি না" এই বলিয়া রেবা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমার ভগিনীর মত চরিত্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর!—যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায় রেবা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে, আমি চিরদিন তারি ;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার, দিব নয়নের বারি।
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, র'ব তারি অনুরাগী ;
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে, পশিব তাহার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি, তাহে অভিমান নাইরে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু হবে দুজনারই ঠাঁইরে ;
নিরবধি কাল—হয় ত কখন ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ—হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—ফিনশরার দুর্গের অভ্যন্তর।—কাল প্রভাত। সশস্ত্র শক্ত-সিংহ একাকী সেইস্থানে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

শক্ত। "হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকাণ্ড কষাই-খানা। ভূকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বার্দ্ধক্যে প্রত্যহ পৃথিবীময় কি হত্যাই হচ্ছে ; আর, তার উপরে আমরা, যেন তাতেও তৃপ্ত না হয়ে,—যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বপ্লাবিনী রক্তবন্যার ভৈরব স্রোত পুষ্ট কচ্চি।—পাপ? আমরা হত্যা কল্লেই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্লাদগিরি কিছু নয়। আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা কল্লে তার নাম হয় হত্যা ; আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব! মানুষ কি চরম ধর্ম্মনীতিই তৈ'র করেছিল!" দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "ঐ আবার আরম্ভ হোল—হত্যার ক্রিয়া—ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!"

কক্ষে সসব্যস্তে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল।

শক্ত। কি সম্বাদ?

দুর্গাধ্যক্ষ। প্রভু! দুর্গের পূর্ব্ব দিকের প্রাকার ভেঙ্গে গিয়েছে; আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণা প্রতাপ সিংহকে দুর্গ অবরোধের সম্বাদ পাঠিইছিলে, তাঁর সম্বাদ পাও নাই?

দুর্গাধ্যক্ষ। না।

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—জহর!

দুর্গাধ্যক্ষ কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে! দুর্গের পূর্ব্ব দিকের প্রাকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই। দুদিন আগে না হয় দুদিন পিছে। মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মুক্তকেশী বিস্রস্তবসনা দৌলৎউন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্নিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যূষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!—উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও।—কি দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝ্‌তে পাল্লে না? তবে শোন, ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌ছি।—মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে, তা জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। "বেশ! এখন তা'রা দুর্গজয় সম্পূর্ণপ্রায় করেছে! রাজপুত জাতির একটা প্রথা আছে যে, দুর্গ সমর্পণ কর্ব্বার আগে প্রাণ সমর্পণ

করে। তাই আমরা সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে' মর্ব্ব।" আবার কামান গর্জ্জন করিল। "ঐ শোন।—পথ ছাড়ো। যাই।"

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে!—যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়ীযুগলের মিলন শয্যা নয়, দৌলৎ। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ। আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণ বিসর্জ্জন অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়! এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থির।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী; মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহেঁ।—আমিও যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে কহিলেন—"কেন? মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স; সংসারটা দিনকতক ভোগ করে' নিলে হত না?"

দৌলৎ উন্নিসার পাণ্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল।

শক্ত। বুঝি—ও চাহনির অর্থ বুঝি। ওর অর্থ এই "নিষ্ঠুর! আর আমি তোমাকে এত ভালবাসি।"—তা দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্তসিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইলেন। পরে স্থির স্পষ্ট স্বরে কহিলেন—"প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হ'তে পারে; কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছিল্যে, নারীর প্রেম—ধ্রুবতারার মত স্থির।"

শক্ত। "ভগবদ্গীতা আওড়ালে যে।—উত্তম! তাই যদি হয়! তবে এস! মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস! কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?"—আবার দূরে কামান গর্জ্জন করিল।

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

শক্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"বাগ্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ?"

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগল নারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বর্ম্ম চর্ম্ম পরে' এস!—কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগুলো এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না—যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎউন্নিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্তসিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন—"সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে! সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শুদ্ধ বিলাস নয়, শুদ্ধ সম্ভোগ নয়?—এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে!"

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"সৈন্য প্রস্তুত?"

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর।

স্থান—ফিনশরার দুর্গের প্রাকার। কাল—প্রভাত। প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্ম্মপরিহিতা দৌলৎ দণ্ডায়মান।

শক্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন—"ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য? আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ কর্ব্ব! পার্ব্বে?"

দৌলৎ। পার্ব্বো।

শক্ত। তবে চল।—অশ্ব প্রস্তুত।—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী, জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। তবে এস।—কি? বিলম্ব কচ্ছ যে!—ভয় হচ্ছে?

দৌলৎ। ভয়!—তোমার কাছে আছি, আবার ভয়? তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়? আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয়? এত দিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা এক দিন বাস্‌বে; হয় ত বা এক দিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে; হয় ত বা এক দিন স্নেহগদ্‌গদ স্বরে আমাকে "আমার দৌলৎ" ব'লে' ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে' ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হতে চলেছে।—আবার ভয়?

শক্ত। উত্তম! তবে চল!

"চল।—তবে—" এই বলিয়া দৌলৎ শক্তসিংহের হাত দুই খানি ধরিয়া তাঁহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।"

শক্ত। 'তবে'?

দৌলৎ। নাথ! মর্ত্তে যাচ্ছি। মর্ব্বার আগে, এই শত্রুসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে,

মর্ব্বার আগে একবার বল 'ভালবাসি'।" নেপথ্যে যুদ্ধকোলাহল প্রবলতর হইল।

শক্ত। দৌলৎ! পূর্ব্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র, বাসরশয্যা নয়?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎউন্নিসার একটী সাধ—শেষ সাধ রাখো!—প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিইছি—এই দীর্ঘকাল ধরে' একবার সে কথাটি শুন্তে চেইছি, শুন্তে পাই নাই। আজ মর্ব্বার আগে, সে সাধটি মেটাও।—বল, হাত দুইখানি ধরে' বল 'ভালবাসি'।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। "এই সময়!—ঐ দেখ্ সূর্য্য উঠ্ছে,"—আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—"ঐ শুন মৃত্যুর বিকট গর্জ্জন—পশ্চাতে জীবন—সম্মুখে মরণ;—এখন একবার বল 'ভালবাসি!'—যা কখনও বল নাই, যে সুধার আস্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শুনিবার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ব্বার আগে একবার বল—'ভালবাসি!'—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।"

শক্ত। দৌলৎ।—একি! চক্ষু বাষ্পে ভরে' আসে কেন?—দৌলৎ—না বল্তে পার্ব্বো না।

দৌলৎ। "বল!"—সহসা শক্তসিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন—বল, একবার বল।"

শক্ত। "বিশ্বাস কর্ব্বে? আজ"—বাষ্পগদ্গদ হইয়া শক্তের কণ্ঠরোধ হইল।

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যার চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে' দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক্; প্রশ্ন কর্ব্ব না, দ্বিধা কর্ব্ব না, কথা ওজন করে বোলো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর

আগেও কর্ব্ব না। তবে কথাটি কেন শুন্তে চাই যদি জিজ্ঞাসা কর—তবে তার উত্তর--আমি নারী—নারী জীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ মর্ব্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনে মর্ব্ব।—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।—বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতি!—তোমার কণ্ঠে এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি।—মূর্খ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবেছিলাম।—এ ত কখন ভাবিনি!—দৌলৎ! দৌলৎ! কি কর্ল্লে! আমার জীবনগত ধর্ম্ম, আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। "বল 'ভালবাসি'!—ঐ রণবাদ্য বাজ্‌ছে। আর বিলম্ব নাই। বল নাথ"—পুনরায় চরণ ধরিয়া কহিলেন—"একবার—একবার—

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য।—বল্‌ছি ভালবাসি। প্রাণ খুলে বল্‌ছি—ভালবাসি। এতদিন আমার প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষাণ চেপে রেখেছিল। আজ তুমি তা সরিয়ে দিয়েছো। দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী—একি! আমার মুখে আজ এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারি-স্রোত ছুটেছে। আর চেপে রাখ্‌তে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে ভালবাসি! কত ভালবাসি তা দেখাবার আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ মর্ত্তে যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন—"দৌলৎ উন্নিসা"—

দৌলৎ। আর নয়। বড় মধুর মুহূর্ত্ত! বড় মধুর স্বপ্ন! মর্ব্বার আগে ভেঙে না যায়।—চল, এই সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—ঐ অশ্ব প্রস্তুত।

উভয়ে সেস্থান হইতে অবতরণ করিলেন।

নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল হইতেছিল। প্রাকার নিম্নে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন।

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে কিন্তু জয়াশা নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল সৈন্য, অপরদিকে এক হাজার রাজপুত।—উঃ কি ভীষণ গর্জ্জন! কি মত্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল "জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ কি!"

নেপথ্যে পুনর্ব্বার শ্রুত হইল "জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

"আর ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গরক্ষার জন্য এসেছেন আর ভয় নাই।"—দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপ সিংহের শিবির। কাল -সন্ধ্যা। প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথ্বীরাজ সশস্ত্রদণ্ডায়মান।

প্রতাপ। কালীর কৃপা।

পৃথ্বী। স্বয়ং মহাবৎ বন্দী।

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস গোবিন্দ সিং।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দ সিংহ ও প্রহরীদ্বয়।

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—"শৃঙ্খল খুলে দাও।"

প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য্য করিল।

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মুক্ত। যাও আগ্রায় যাও! মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে বোলো' যে প্রতাপ সিংহ ভেবেছিলেন, এ সমরক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হ'লে হলদীঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনাপতি মহারাজকে জানিও—আমি একবার সমরাঙ্গনে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী।—যাও!

মহাবৎ নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

পৃথ্বী। উদিপুর রাণার করতলগত হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বী।

পৃথ্বী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড়।

এই সময়ে শক্ত সিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

"এস ভাই—" এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্ত সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন।—"আর এক দণ্ড বিলম্ব হলে' তোমাকে জীবিত পেতাম না, শক্ত।"

শক্ত। "আমাকে রক্ষা করেছো বটে দাদা,—কিন্তু" দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ কহিলেন "এ যুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।"

প্রতাপ। কি হারিয়েছ শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা!

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা?

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলে!

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন—"ভাই, ভাই! কি করেছ! এতদিন যে সর্ব্বস্ব পণ করে' এ বংশের গৌরব রক্ষা করে' এসেছি"—এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপ কিয়ংকাল স্তব্ধ রহিলেন; পরে শুষ্ক, স্থির, দৃঢ় স্বরে কহিলেন—"না। আমি জীবিত থাকৃতে তা হবে না।—শক্তসিংহ! তুমি আজ হতে আর আমার ভ্রাতা নও, কেহ নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিনশরার দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হতে তোমাকে বঞ্চিত কর্ব্বার আমার অধিকার নাই। কিন্তু এই দুর্গ ও তুমি আজ হ'তে মেবার রাজ্যের বাইরে।"

পৃথ্বী। কি কর্চ্ছ প্রতাপ!

"আমি কি কর্চ্ছি আমি বেশ জানি, পৃথ্বী!—শক্তসিংহ আজ হ'তে তুমি মেবারের কেহ নও! এ রাণা বংশের কেহ নও!"—এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া চক্ষুদ্বয় আবৃত করিলেন।

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর গোবিন্দসিংহ! এ পবিত্র বংশগৌরব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে' এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাক্‌ব এ বংশগৌরব রক্ষা কর্ব্ব। তার পরে যা হবার হ'বে।

পৃথ্বী। প্রতাপ! শক্তসিংহ এই যুদ্ধে—

"দক্ষিণ হস্ত, তাও জানি। কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পরিত্যাগ কর্ল্লাম"—এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

"হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!"—এই বলিয়া পৃথ্বীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গোবিন্দসিংহ নীরবে পৃথ্বীর পশ্চাদ্গামী হইলেন।

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার মত। কিন্তু তোমার আজ্ঞামত দৌলৎ উন্নিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না। একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল বাদ্য বাজে নাই, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হয় নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না। তবু আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এই টুকু স্বীকার করে'ই আমার সুখ। প্রতাপ তুমি দেবতা বটে; কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি যদি আমার চোখ খুলে পুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়েছো; সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থপরই ভেবেছিলাম; তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহাতন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে মনে করেছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ প্রভাতে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কি আলোক উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ীরূপে মণ্ডিত!—মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চিরজীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে ধৌত করে দিয়েছিল; পৃথিবী যেন তার পদতলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছবি!—সেই হত্যার ধূমীভূত নিঃশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি লগ্ন, কি সে মূর্ত্তি!

এই বলিয়া শক্তসিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কমলমীরে উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন।

গাড়া ভৈরবী—মধ্যমান।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে!
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কাণে বাজে;
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে!
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে—ভেঙেছে মোর;
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরধনে।

কি সুন্দর এই রাত্রি!—আজ এই স্তব্ধ নিশীথে এই শুভ্র চন্দ্রালোকে,—কেন তার কথা বার বার মনে আস্‌ছে!—এতদিনেও ভুল্‌তে পাল্লাম না!—কেন আর আপনাকে ছলনা করি। পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ করে' দিল্লীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলাম বটে; কিন্তু এখেনে টেনে এনেছে কে?—শক্তসিংহ। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চখের দেখাও দেখ্‌বো না; সে প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করেছি। কিন্তু তবু এস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না কেন? কারণ, এখানে তবু শক্তসিংহের সেই প্রিয় নাম দিনান্তে একবারও শুন্তে পাই। তাতেই আমার কত সুখ।—কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইরাকে সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধরে'ছিলাম, তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে, চিন্তা হতে' এতদিন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছিলাম। কিন্তু সে অবলম্বনও গিয়েছে! আর নিজেকে ধরে' রাখ্‌তে পারি না।—না, এ স্থান পরিত্যাগ করাই ঠিক! প্রলোভন বড়ই অধিক; হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! দৌলৎ উন্নিসা জান্তে পেলে বড় কষ্ট পাবে।—বোন্ কতদিন তোকে দেখিনি। তোর সম্বাদ পাই

না। বোধ করি রাণার ভয়ে শক্তসিংহ সে কথা প্রকাশ করেননি। আমিও সেই কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট জনবব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম।—প্রেমের মুক্তরাজ্যে এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য আমি তা' বুঝিনা। কি জানি!—কিন্তু যা করেছি, বোন্ দৌলৎ উন্নিসা, তোরই সুখের জন্য। তুই সুখে থাক্। তুই সুখী হ' বোন্।—সেই আমার সুখ। সেই আমার সান্ত্বনা।

এই সময়ে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল—"সাহজাদি!"

মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—"কে?"

পরিচারিকা। সাহাজাদি! রাণা ফিরে এসেছেন। মা আপনাকে ডাক্‌ছেন। বাদসাহের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে।—কুমার অমরসিংহ এদিকে আসেন নি?

মেহের। না।

"তবে তিনি কোথায় গেলেন?—দেখি"—বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা! পিতা! এত দিন পরে তোমার কন্যাকে মনে পড়েছে!—দেখি যাই কে?—অমরসিংহ?

অমরসিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িত স্বরে কহিলেন—"হাঁ, আমি অমর সিংহ।"

মেহের। পরিচারিকা তোমাকে খুঁজতে এসেছিল চল যাই। রাণা-

অমর "কোথায় যাবে দাঁড়াও!"—এই বলিয়া মেহের উন্নিসার হাত ধরিলেন।

মেহের। কি কর অমরসিংহ!—হাত ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা আছে।—দাঁড়াও।

মেহের। "সুরাজড়িত স্বর দেখ্‌ছি।" পরে অমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল।"

অমর। কি বল্‌ছিলাম জানো?—ঐ দেখ ঐ হ্রদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছো?—কি সুন্দর! কি সুন্দর!—দেখ্‌ছো মেহের! দেখ্‌ছো?

মেহের। দেখ্‌ছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস!—দেখছো?—এই তার সৌন্দর্য্য কিসের জন্য তৈর হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না।—চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য। মেহের! ভোগের জন্য।

মেহের। পথ ছাড় অমর সিংহ।

অমর। সম্ভোগ। প্রকৃতি কেন এই পূর্ণপাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধর্চ্ছেন—যদি সে তা পান না কর্ব্বে মেহের?

মেহের "চল গৃহে যাই"—বলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন; অমর পথ রোধ করিলেন।

অমর। এত দিন চেপে রেখেছি; আর পারি না। শোন মেহের উন্নিসা! আমি যুবক! তুমি যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি মধুর রাত্রি!—

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান করেছো। কি বল্‌ছো জানো না।

"জানি মেহের উন্নিসা"—এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিলেন।

মেহের উচ্চস্বরে কহিলেন—"হাত ছাড়ো।"

"মেহের উন্নিসা! প্রেয়সি"!—এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন।

মেহের। "অমর সিংহ!—হাত ছাড়।" হাত ছাড়াইতে চেষ্ট করিতে করিতে কহিলেন "এই কে আছো?"

এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপ সিংহ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। "এই যে আমি আছি।"—পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"অমর সিংহ!"

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন।

প্রতাপ "অমর সিংহ।—এ কি!—হুঁ! আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস, তার যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হতেই হবে।—তবু আশ্রিতা রমণীর প্রতি এই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। কুলাঙ্গার! এর শাস্তি দিব! দাঁড়াও।"—বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন।

অমর শুদ্ধ "পিতা" বলিয়া প্রতাপসিংহের পদতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ত্তে ভয়!—দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন; কহিলেন—"মার্জ্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এতদিন আমি বুঝেও বুঝি নাই।"

প্রতাপ। অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র ব'লে ক্ষমা কর্ব্ব না।

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—

প্রতাপ। সুরাপান!—অমরসিংহ!

অমর। ক্ষমা করুন পিতা।

"ক্ষমা!—ক্ষমা নাই।—দাঁড়াও।"—এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন।

মেহের। পুত্র হত্যা কর্ব্বেন না রাণা!

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"তার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর।"

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল।—লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন।

মেহের। এ কি সর্ব্বনাশ!—মা—মা—দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপ। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!—

লক্ষ্মী। "নাথ! অমরসিংহকে ক্ষমা কর! আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হইছি। আমাকেও ক্ষমা কর।—মৃত্যুকালে চরণে স্থান দাও" —প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

প্রতাপ। মেহের! আমি করেছি কি, জানো?

অমরসিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মেহের' উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন।

"জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি পাপ করেছিলাম, যে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই আমাকে সহিতে হবে!—ওঃ—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি!" —বলিয়া প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর ও মানসিংহ মুখোমুখী দণ্ডায়মান।

আকবর।—শুনেছি, মানসিংহ! সমস্ত শুনেছি। দুর্গের পর দুর্গ

মোগলের করচ্যুত হয়েছে; শেষে মহাবৎখাঁ প্রতাপসিংহের হস্তে পরাজিত, ধৃত, পরে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লীতে ফিরে এসেছে।—এও শুন্তে হোল!

মানসিংহ। জাঁহাপানা! প্রতাপসিংহ আজ মূর্ত্তিমান প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য?

আকবর। এই কথা শুনিবার জন্য মহারাজকে আহ্বান করি নাই।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন।

আকবর। মহারাজ মানসিংহ। আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শুদ্ধ মোগলের পরাজয় নহে? এর অর্থ মোগলের অপমান; এর অর্থ দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি; এর অর্থ দেশীয় রাজগণের রাজভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক; ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক। পাপই সংক্রামক নয়, ধর্ম্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে, লক্ষ্য করেছেন কি?

মানসিংহ অবনতবদনে কহিলেন—"করেছি।"

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্ত্তে হবে। এই প্রতাপ সিংহের গতিরোধ কর্ত্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন।

আকবর তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; কহিলেন—"মহারাজ! প্রতাপসিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব; আমি স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাত্মীয় ভগবান দাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন—আপনার এরূপ ইচ্ছা নহে যে আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপসিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সংকল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু, মহারাজ! আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তা হলে এ সাম্রাজ্য হারাবো; এর সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাত্মীয় ভগবান দাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জান্‌বেন।

মানসিংহ। সম্রাট্! চিতোর যাতে মোগলের করচ্যুৎ না হয় তার বন্দোবস্ত কর্ব্ব!

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

"তবে আমি আসি" বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট্ কক্ষমধ্যে ধীরে পাদচারণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিইছিলাম যে, পরকে শাসন কর্ত্তে হ'লে আগে আপনাকে শাসন কর্ত্তে হয়; কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে সেই প্রাণাধিক কন্যাকে হারাইলাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিইছি। দেখি, বুদ্ধি-বলে আবার সব ফিরে পাই কি না—মহারাজ মানসিংহ! তোমাকে আবার আমার কড়ে' আঙুলে জড়িইছি! এখন অন্য রাজগণের ভক্তি ফিরে পাবার বড় চাল চাল্‌তে হবে।—আর কন্যা মেহের উন্নিসা! এতদিন মহাবৎ খাঁর মুখে তার সম্বাদ পেয়েছি। মেহের প্রাণাধিক, কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, শেষে পিতৃশত্রুর আশ্রয় নিয়েছিস্! এও শুন্তে হোল!—এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব্ব, না' আমিই ক্ষমা চেয়ে, তোকে আমার ক্রোড়ে ফিরে আস্‌তে লিখেছি।

পিতা হয়ে, কন্যার অপরাধের জন্য, কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে!

এই সময় দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

আকবর। মেহের উন্নিসা! মেহের উন্নিসা! ফিরে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি; তুই আমার এক অপরাধ ক্ষমা কর্।

দৌবারিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল—"খোদাবন্দ্—মেবার থেকে দূত এসেছে"।

আকবর চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—"কি! মেবার থেকে!—কি সম্বাদ নিয়ে?—কৈ?"

দৌবারিক। সঙ্গে সম্রাট্কন্যা মেহেরউন্নিসা।

"সঙ্গে মেহের উন্নিসা! কোথায় মেহের উন্নিসা!" এই বলিয়া সম্রাট্ আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে মেহেরউন্নিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া, "পিতা! পিতা" বলিয়া সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন।—দৌবারিক অলক্ষিত ভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

আকবর। মেহের! মেহের! তুই! সত্যই তুই!—

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন! আমি আপনার উগ্র, মূঢ়, নির্ব্বোধ কন্যা। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে, দৌলৎউন্নিসার সর্ব্বনাশ করেছি, রাণার সর্ব্বনাশ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ করেছি।—ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের। আমি কি তোকে লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি?—ভারতের দুর্জ্জেয় সম্রাট্ যে তোর কাছে তৃণখণ্ডের মত দুর্ব্বল।—মেহের তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছেন।

আকবর। যদি না কর্ত্তাম, ফিরে আস্‌তিস্ না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে, বিবেচনা করে ফিরে আসি নি। আপনার পত্র পেলাম, পড়্‌লাম, থাক্‌তে পাল্লাম না, তাই ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি আগে জান্তাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "পিতা এতদিনে বুঝেছি যে নারীর কর্ত্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা; নারীর কার্য্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে; নারীর ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার নয়, সেবা।"

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ কখন তোর প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। "অত্যাচার", সম্রাট্? তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার হতে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। কিরূপ?

মেহের। একদিন রাণার পুত্র অমরসিংহ সুরাপান করে' আমার প্রতি বল প্রয়োগ করেন। রাণা তাই দেখ্‌তে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্রকে গুলি করেন। রাণার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হত হয়েন।

আকবর। প্রতাপসিংহ! প্রতাপসিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হ'তে তা হলে তোমার আসন হত আমার দক্ষিণে। আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শত্রু আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হতাম ত আমি রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে চাইতাম। আমি সম্রাট্ বটে; ভারত শাসন কর্ত্তে চাহি; কিন্তু আপনাকে সম্যক্ শাসন কর্ত্তে শিখি নাই। আর তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, ক্ষাত্র ধর্ম্মের পদে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলি দিতে পারো।—এত মহৎ তুমি!

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপ সিংহ শত্রু হলেও প্রকৃত বীর; তিনি মনুষ্য নহেন—দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্য্যাতন আমার পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা পরিত্যক্ত, পুত্র উচ্ছৃঙ্খল।—তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত চিতোর অর্পণ করেছি।

মেহের। "তিনি তা গ্রহণ করেন নাই।—হাঁ, ভুলে গিইছিলাম পিতা, যে, প্রতাপসিংহ আমার হাতে সম্রাট্‌কে এই পত্র দিয়াছেন।" প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন।

মেহের। "কি স্বয়ং রাণা প্রতাপসিংহের পত্র! কৈ?" এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহের হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া কহিলেন—"আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়।"—বলিয়া মেহেরকে পত্র প্রত্যর্পণ করিলেন।

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"প্রবল প্রতাপেষু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা আর ইহ জগতে নাই! ফিন্‌শরার যুদ্ধে যোদ্ধৃবেশিনী দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার যথারীতি সৎকার করাইয়াছি।"

আকবর। দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনেছি—তার পর!

মেহের পড়িতে লাগিলেন "দৌলৎ উন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সাহজাদি মেহের উন্নিসার নিকটে শুনি। তাহার পূর্ব্বেই মেবারকুল-কলঙ্ক শক্তসিংহকে বর্জ্জন করিয়াছি। শক্তসিংহ আমার ভাই ছিল।

এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল।—কিন্তু আজ শক্তসিংহ আর আমার বা মেবারের কেহ নহে।

"আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারতলুণ্ঠনকারী আকবরের শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

"আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলৎ উন্নিসার কলঙ্ক ও মেহের উন্নিসার আচরণ যেন বহির্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবে না।

"আমি যদি মেহের উন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নহে। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাহাতে আমি বাধা দিবার কে? তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহিনা।—পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি

রাণা প্রতাপসিংহ।"

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন—"প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে, তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্, আমি প্রজা।—ভেবেছিলাম যে তুমি বিজিত, আমি জয়ী; না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে যাও! তোমার অনুরোধ রক্ষা করলাম। আজ হতে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র! কোন মোগলের সাধ্য নাই যে, আর তার কেশ স্পর্শ করে!—যাও মা অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আস্‌ছি।

এই বলিয়া সম্রাট্ সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মেহের। "সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্লেশ ও অশান্তি যে আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পেরেছি।" পরে উদ্যানাভিমুখী বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন—"এই আবার আমি আমার শৈশবের দোলা শুদ্ধ সুখস্মৃতিময় চিরপরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি। এই সেই স্থান। ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজ্‌ছে। ঐ সেই স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমিই বদলিইছি। আমার মূঢ়, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্তসিংহের, দৌলৎ উন্নিসার, রাণা প্রতাপসিংহের আর আমার সর্ব্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। কেবল আমি একা সমগ্র সংসারনিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িইছি সরল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হ'য়ে, ত্যাগ স্বীকার করে। আমি আজ এ কোলাহলময় রঙ্গভূমি হতে অপসৃত হচ্ছি—নীরব নিভৃত নির[illegible]র কর্ত্তব্য সাধনায়। ভগবান আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার [illegible], ঘৃণার পাত্র নহি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মানসিংহের বাটির নিভৃত কক্ষ। কাল—রাত্রি। মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীয়র, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন।

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ! তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বল্‌ছি? যদি এটি

বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত, তা হ'লে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দুবার চিন্তা কর্ত্তাম না। কিন্তু মোগল রাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন; পীড়ন নয়, রক্ষা; অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরিমাণে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না জয়সিংহ! কিন্তু আকবর সম্রাট্ হলেও, তিনি মানুষমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি রিপু-বর্গের অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সকলেরই হ'য়ে থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার করেছেন; মার্জ্জনা চেয়েছেন; ভবিষ্যতে ভারতমহিলার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য।

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমসত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়র। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান; কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্ত,—আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি পণ্ডিত ও মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম্ম স্থাপন কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছের্ন, যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মচারী সমান উচ্চপদস্থ। ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়র। "ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞীও হিন্দুনারী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী!" পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন "বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা? ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র!"

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হ'লে জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ লৌকিক মাত্র, আচারগত;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার, প্রভেদ—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।—সে দিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আস্‌তে পারে, যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হতে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত, জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

গোয়ালীয়র। কি সে ধর্ম্ম? [ব্যঙ্গস্বরে] মুসলমান ধর্ম্ম বোধ হয়?

মানসিংহ। না—গোয়ালীয়র পতি!—সে ধর্ম্ম "মা"! আচারের বন্ধনমুক্ত হয়ে' যে দিন হিন্দু জন্মভূমিকে প্রাণভরে "মা" বলে' ডাক্‌বে, সেই দিন আবার হিন্দু এক হবে।—আমরা কেউ তা বল্‌তে পারি না, তাই হিন্দু পরাধীন।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে বহন কর্চ্ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধ-রজ্জু আমি অত্যন্ত গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি

যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই, তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক।

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। "কৈ?"—এই বলিয়া পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিকানীর। আমি পূর্ব্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়র। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা চাহি না। আমরা প্রতাপ-সিংহের সঙ্গে যোগ দিব। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট্ আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন, এবং মন্ত্রণা কক্ষে আপনাদের ডেকেছেন! আর এই কথা লিখেছেন "কুমার সেলিমের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যেন তাঁহারা আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

চান্দেরী। আপ্যায়িত হলাম!

মাড়বার। আর এ শুভবিবাহ উপলক্ষে সম্রাট্ কি কর্চ্ছেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান শত্রু প্রতাপসিংহকে ক্ষমা কর্চ্ছেন। আর প্রতাপসিংহের জীবদ্দশায়—আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন "দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগল সেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপসিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অদ্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।"

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। না মহারাজ! প্রতাপ সিংহ আজ মৃত্যুশয্যায়—

বিকানীর। প্রতাপ মৃত্যুশয্যায়! কে বল্লে!—মিথ্যা কথা!

মানসিংহ। মিথ্যা কি সত্য অবিলম্বেই জানা যাবে। মিথ্যা সম্বাদ প্রচার করে সম্রাটের লাভ নাই।

গোয়ালীয়র। এ সত্য। নিশ্চয় সত্য। দুঃসম্বাদ কখন মিথ্যা হয় না।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট্ এই মুহূর্ত্তে আহ্বান করেছেন।— আমাকে বিদায় দিন।

এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গোয়ালীয়র। আমরাও উঠি।

সকলে উঠিলেন।

মাড়বার। যা'ই বল—সম্রাট্ মহৎ!

চান্দেরী। হাঁ শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীয়র। মার্জ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দু রাজপুতগণকে শ্রদ্ধা করেন।

বিকানীর। প্রতাপ! প্রতাপ!

চান্দেরী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে, সম্রাট্ জেতা বিজেতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না।

যোধপুর। আর হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীয়র। আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

বিকানীর। মোবার প্রদীপ! বীরোত্তম! প্রতাপ!

সকলে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ। কাল—রাত্রি।

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্র সঙ্গীত। নানা রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পার্শ্বে কয়েক জন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়ানা। [ধাক্কা]

২ দর্শক। আহা ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আস্‌তে দেরী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচি; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দূর্ তা কখন হয়! মহারাজার মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক্।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল?—এত হ'তে পারে না।

১ দর্শক। কেন? বলি, হতে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুর্দ্দা হুমায়ুন বিয়ে কল্ল ভগবানদাসের এক মেয়েকে, আবার সেলিম বিয়ে কল্ল আর এক মেয়েকে!

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কল্লে ভগবানের বোন্‌কে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধ্‌ছে না। বাপ বিয়ে কল্লে ভগবানের বোনকে, আর ঠাকুর্দ্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ করে নিলে।

৫ দর্শক। সুতোটা ভগবানদাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যিবান পুরুষ—ভগবান।

৩ দর্শক। হাঁ এই—দশ চক্রে ভগবান ভূত—রকম আর কি!

২ দর্শক। মহারাজা মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একেবারে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা—

৩ দর্শক। ভাগ্যির কথা বটে—সেলিমের শালা হওয়া ভাগ্যির কথা।

৫ দর্শক। ভাগ্যির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ্, শালা হওয়াই ভাগ্যি। তার উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি কর্ব্বি বল্। ললাটের লিখন।—তোর যদি অমন একটা বোন্ থাকৃতো!

৩ দর্শক। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল রে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতেই পূর্ব্বজন্ম মান্তে হয়।

৫ দর্শক। মান্তে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা!—সম্রাটের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সেলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈ কি। আমরা ত মাসে একটা করে' বিয়ে দেখে আস্ছি।

৪ দর্শক। আহা যা'র এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যিবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যিবান্ কিসে?

৪ দর্শক। "ভাগ্যিবান্ হয়? বস্তে, শুতে, উঠ্তে, নাইতে, খেতে, যেতে,—সব সময়েই একটা নতুন মুখ দেখ্ছে। যেন গোলাপ ফুলের

বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।"—এই বলিয়া অদূরে গিয়া বসিয়া সে গীত ধরিয়া দিল—

কি সুখেরই হ'ত পৃথিবীরে—
আমি যদি হতাম একাই পুরুষ, আর অন্যে সবাই আমার স্ত্রী রে।
যদি, শুভ্র শয্যায় করে' শয়ন, বিভোর হয়ে, মুদে নয়ন,
অধর চুম্বনেই হত' ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি রে।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আস্‌ছে রে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়ানা।

২ দর্শক। ওহে রাম সিং! তোমার মাথাটা অভ্র নয়!

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ি রেখে আস্‌তে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ্‌ চুপ্‌। সমারোহ এসে পড়েছে—

বিবাহ সমারোহ আসিল। সে সমারোহের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সম্রাটের পুত্রের বিবাহের উপযোগী সমারোহই হইয়াছিল।

১ দর্শক। ঐ সম্রাট্‌ রে ঐ সম্রাট্‌।

৩ দর্শক। আর ঐ বুঝি মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে, মেয়ের ভাই।—এতক্ষণ ধরে' মুখস্ত কল্লি, ভুলে গিইছিস্‌ এরি মধ্যে?

৪ দর্শক। সম্রাটের মত সম্রাট্‌ বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্ত্তকীর দল্‌রে, নর্ত্তকীর দল্‌।

২ দর্শক। বাঃ বাঃ নাচ্‌ছে দেখ।—নর্ত্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচ্‌ছে!

৩ দর্শক। নাচ্‌লোই বা।—ও যে ময়ূর পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচ্‌ছে কিন্তু—চল!

১ দর্শক। চল্‌ চল্‌, বর বেরিয়ে গেল।

২ দর্শক। তুত্তর!—বর কখন বেরোয়?

৩ দর্শক। হাঁ কনেই বেরোয়।

৪ দর্শক। কার সঙ্গে?

৫ দর্শক। বরের সঙ্গে।—বিয়ে করাও যা, বেরিয়ে যাওয়াও তাই। তবে এটাকে সমাজ মানে, ওটাকে মানে না, এই যা—

১ দর্শক। আহা আমি যদি এ সময়ে সেলিম হতাম!

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখ্‌লে সকলেরই হিংসে হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে যাচ্ছে। বাঁদ্য বাজ্‌ছে, লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাট্‌লেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পরে বিরাট কোলাহল উথিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল।

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের?

ব্যক্তিত্রয় সশব্যস্তে প্রবেশ করিল।

২ দর্শক। কি হে ব্যাপার কি?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম?

২ ব্যক্তি। এক পাগল তরোয়াল দিয়ে সেলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি!

৩ ব্যক্তি। তার পর সেলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি?

১ ব্যক্তি। তার পর, তাকে ধর্ত্তে লোক ছুট্‌লো; তাদের আর

মাল্লে না; তরোয়াল ফেলে দিয়ে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল নহে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্তসিংহ।

২ দর্শক। চিন্‌লে কেমন কোরে?

৪ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্তসিংহ, সেলিঁম, এই তোমার পদাঘাত—আর এই তার সুদ;"—বলে' আর দুই লাথি।

১ দর্শক। বটে! বেটার সাহস কম নয় ত!

২ দর্শক। মরে গিয়েছে?

১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।

৩ ব্যক্তি। দেখা যাক, তাকে পোড়ায় কি গোর দেয়।

সকলে চলিয়া গেল।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত সর্দ্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ।

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট্ তাই আমাকে আর

আক্রমণ কর্ব্বেন না। শেষে মর্ব্বার আগে এও সহিতে হোল। উঃ—গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মর্ব্বার আগে আমার চিতোর দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন—"ক্ষতি কি।"

সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পর্য্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাঁচ্বার কোনও আশা নাই?"

কবিরাজ। কোন আশাই নাই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন।

প্রতাপ শয্যায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অদূরচিতোরদুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন—"ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ, যা' একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়্ছে।—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিইছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যা'তে কাগারনদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে যেন সব প্রত্যক্ষবৎ দেখ্ছি।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব্ব ভেবেছিলাম! কিন্তু পাল্লাম না। কার্য্য

প্রায় সমাধা করে' এনেছিলাম; কিন্তু তার পূর্ব্বে দিবা অবসান হোল! অন্ধকার হয়ে এলো। কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ; সকল সময়ে কাজ এক জনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে সে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগে নিয়ে যায়। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়; সমুদ্র এইরূপে অগ্রসর হয়। দিবার পর রাত্রি আসে, আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে; এই রূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—

প্রতাপ "চিন্তা থাকৃত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্ত্তাম। কিন্তু—ওঃ—" এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিং! যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা!

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুত্র অমরসিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দ সিং! অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে, সম্রাটের প্রসাদে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা

মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাসপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কর্চ্ছি, তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। "তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি"—পরে অমর সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন;—"অমরসিংহ! কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়।—কেঁদনা বৎস!—আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছিনা। আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যা'রা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, এই পঁচিশ বৎসর ধরে' আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তা'রা তোমাকে ত্যাগ কর্ব্বে না। তা'রা প্রত্যেকেই প্রতাপ-সিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবাররাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পাল্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্ব্বাদ যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে পারো।—আর দিয়ে যাচ্ছি নিষ্কলঙ্ক তরবারি"—অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন "যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বল্‌ব! পুত্র, যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্ব্বাদ লও।"

অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন "জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমরসিংহ—কোথায় তুমি! এস—প্রাণাধিক! আরো—কাছে এস।—তবে-যাই-যাই—লক্ষ্মী! এই যে —!"

কবিরাজ নাড়ি দেখিলেন।